বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, ঋদ্ধি

প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

প্রণীত

পঞ্চম সংস্করণ

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ

১৯২০

মূল্য আট আনা।

[illegible]

১। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস,

২২ নং কর্ণওয়ালিস

২। ইণ্ডিয়ান্ প্রেস—এলাহাবাদ।

এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান্ প্রেস হইতে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভূমিকা

...কার উপযোগী গ্রন্থের অভাব ক্রমে পূর্ণ হইয়া... কিন্তু, কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়া যাহারা যৌবনসীমায় ...াছে, যাহাদের শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তিসমূহ এরূপ ছাত্রবৃন্দের এবং অগঠিতচরিত্র যুবকদিগের পাঠ্যপুস্তক বঙ্গভাষায় বিরল। ভারতসন্তানগণ ...নানাশাস্ত্রপারদর্শী, বিবিধভাষাভিজ্ঞ ও তীক্ষ্ণধী ...কে সৎসাহসী, সত্যপ্রিয়, শিষ্ট এবং চরিত্রবান ...ক আশার সঞ্চার হয়। কোন্‌টী সুপথ, কোন্‌টী ...কি কর্ত্তব্য এবং কি কি অকর্ত্তব্য, যাঁহারা বুঝিয়াও ...রূপ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণের পক্ষে উপদেশ এবং ...র্য্যকারী হয় না। কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রই তাঁহাদের ...ক। কিন্তু সুকুমারমতি বালকবালিকাগণ এবং ...ক কিশোরগণের চরিত্র-গঠনে উপদেশ এবং আদর্শ ...দায়ক হয়। উচ্চ আদর্শ তাহারা যতই দেখিবে, ...তই শুনিবে, তাহাদের চরিত্র ততই নির্ম্মল ও সাধু ...না ভাষায়, নানা ছন্দে, বিবিধ উপায়ে, সুকোমল ...ৎশিক্ষার বীজ বপন করা কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি ...ইয়াই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছি এবং ইহাকে ...উপযোগী করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। ...পদেশ বা উৎসাহবাক্য ... হৃদয়গ্রাহী হয় না,

সুতরাং কার্য্যকারীও হয় না। এজন্য নীতিপূর্ণ সত্যঘটনা, স্বদেশীয় মহাপুরুষদিগের আদর্শ দৃষ্টান্তসকল যথা সন্নিবেশিত করিয়া পুস্তক যাহাতে সরস ও সুখপাঠ্য তৎপক্ষেও যত্নের ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে যাহাদিগের “চরিত্র-গঠন” লিখিত হইল, চরিত্র-গঠন সম্বন্ধে তাহাদি[illegible] কিঞ্চিৎ সাহায্য হইলেই শ্রম সকল জ্ঞান করিব।

যে যে গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র হইতে অংশবিশেষ ইহার স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেই সেই গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের নাম উক্ত অংশের পরে প্রদত্ত হইল। উক্ত গ্রন্থকার ও সম্পাদক মহাশয়গণ ঐসকল অংশ গ্রহণে অনুমতি দান করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। [illegible] বা অন্য উদ্ধৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের জন্য লেখক মহোদয়গণের অনুমতি গৃহীত হয় নাই, তাঁহাদের নিকটও বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এলাহাবাদস্থ কায়স্থকলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ, মুকুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক, এবং দাসী, প্রদীপ প্রভৃতির ভূতপূর্ব্ব ও প্রবাসীর বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় এই গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত দেখিয়া সংশোধিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার অনুগ্রহের ভাগী করিয়া আমাকে অসীম কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

এলাহাবাদ
৫ই বৈশাখ, ১৩[illegible]

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

ম পরিচ্ছেদ

সৌজন্য এবং অ

নি, ভূমি

তা, প

২ - সত্যপ্রিয়তা সাধুতার ধর্ম্ম।

যে পরিমাণে এই গুণের অভাব হয়, সেই পরিমাণে সাধুতার হ্রাস হয়। সত্যপ্রিয়তা সমাজের এরূপ বন্ধন যে, ইহার অভাবে স্বাভাবিক ভাবেই সমাজে বহুতর ব্যভিচারাচরণ লক্ষিত হইয়া থাকে। মিথ্যা না বলিলে চলে না, এরূপ কথা অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদিগের নিকট তিরস্কৃত হইবার ভয়ে ছাত্রগণ, গৃহে পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরুজনদিগের দ্বারা ভর্ৎসিত হইবার ভয়ে বালকবালিকাগণ, প্রভুর শাসন-ভয়ে ভৃত্যগণ এবং লোকসমাজে পরকীয় নিন্দার ভয়ে পল্লীবাসিগণ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। এই যে [illegible] [illegible], ইহার মূল কোথায়? ভয়ই ইহার মূল। ভীরুতা বা কাপুরুষতাই এই মিথ্যাবাদিতার জননী। কয়েকটী সামান্য সাংসারিক জ্ঞানের অভাবে এই মহৎ দোষ জন্মিয়া থাকে। প্রথমতঃ, অবিবেচনার বশীভূত হইয়া কেহ কোন অন্যায় কার্য্য করিলে তাহার ভয় হয়, দোষ স্বীকার করিলেই তাহাকে শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে, আত্মীয় স্বজনের নিকট অপ্রিয়, লোক-লোচনে হেয় এবং সংসারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। এক্ষণে তাহার সম্মুখে দুইটী পথ উন্মুক্ত হয়—আত্মদোষ স্বীকার করিয়া উপযুক্ত শাস্তি গ্রহণ করা, অথবা মিথ্যার সাহায্যে আত্মদোষ গোপন করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করা। কেহ বলিবেন, সামান্য দুইটী মিথ্যাবচনের দ্বারা যদি বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ হয়, কি বাঞ্ছনীয় নহে? চরিত্রবান্ বলিবেন, অপরাধ গোপন করিয়া অপরাধী একবার নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, কিন্তু সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার ভবিষ্যতের আশা ভরসা চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যায়। উপস্থিত বিপদ হইতে

[illegible] পাইয়াও [illegible], পুনঃপুনঃ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করায়, হৃদয়ের উচ্চভাবসকল একে একে বিদায় গ্রহণ করে। স্বদোষ স্বীকার করায় সত্যপরায়ণের যেমন শান্তি হয়, সত্যের প্রভাবে তাহার হৃদয় অন্যাপেক্ষা অধিক উন্নত হয়। কিন্তু অনৃতবাদী সর্ব্বদাই শঙ্কিত, অশান্তহৃদয়, ক্রূরকর্ম্মা, কুটিল এবং সঙ্কুচিতমনা; বাহ্যদৃষ্টিতে তাহাকে ঐশ্বর্য্যশালী বোধ হইলেও অন্তরে সে অসুখী। সত্যসেবীর মনে শান্তি, হৃদয়ে সাহস, বাক্যে স্ফূর্ত্তি, চক্ষে জ্যোতিঃ এবং সমাজে আদর আছে। সর্ব্বকালেই মনুষ্যত্বের গৌরব। অনৃতসেবী কখনই মহত্ত্বের অধিকারী হইতে পারে না। যে সকল গুণের প্রভাবে জগৎ প্রভাবিত, সেই সমুদয় গুণ অর্জ্জন করিতে কাহার না অভিলাষ হয়? কিন্তু এককালে সেই সকল গুণ লাভ করা দূরের কথা, একে একে অর্জ্জন করাও বহু সাধনার ফল। ইহার একমাত্র সরল উপায় এই যে, কেবল সত্যের আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহা হইলেই ঐসকল গুণ অযাচিত ভাবে আসিয়া তোমাদিগকে আশ্রয় করিবে।

একজন মহাপণ্ডিত বলিয়াছেন, "জ্ঞানই শক্তি"; কিন্তু সত্যই জ্ঞান এবং অসত্য অজ্ঞান; সুতরাং "সত্যই শক্তি"। জগতে যত অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে, সে সমস্তই সত্যের অপলাপ হেতু। একবার স্বদেশের কথা ভাবিয়া দেখ। এই ভারতে যখন সত্যের গৌরব ছিল, ভারতে তখন শক্তি ছিল, পরে সত্যের অপলাপ হইতে লাগিল, আর্য্যগণও ক্রমে শক্তিহীন হইয়া পড়িলেন। হায়! প্রাচীন ভারতের সত্যপ্রিয়তা, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, সাধুতা, শৌর্য্য ও বীর্য্যের সহিত আধুনিক ভারতের অনৃতসেবা, কদাচার, অসাধুতা এবং ভীরুতার তুলনা করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, লজ্জায় মস্তক অবনত হয়। কিন্তু তোমরা এক্ষণে সত্যপরায়ণ ও চরিত্রবান্ হইলে, বর্ত্তমান ভারতের যাবতীয় কলঙ্ক [illegible] হইবে। অনেক বৈদেশিক আমাদিগের প্রতি এই [illegible]

শালিবর্ষণ করিয়াছেন এবং এখনও আমাদিগকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিতেছেন, তাঁহারাও ক্ষান্ত হইবেন এবং তোমাদের মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়া এই জাতিরই শতমুখে প্রশংসা করিতে পথ পাইবেন না। অতএব সর্ব্বদা সত্য অবলম্বন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হও, বিপদকালেও সত্যকে ত্যাগ করিও না। স্বদোষ স্বীকারে ভীরুতা প্রকাশ করিও না।

৩—স্বদোষ স্বীকারে মহত্ত্ব।

চরিত্রবল না থাকিলে লোকে স্বকৃত অপরাধ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়; কিন্তু অপরাধ স্বীকার করিলে যে অপযশ না হইয়া বরং হৃদয়ের মহত্ত্ব, চরিত্রের নির্ম্মলতা, মনের শান্তি এবং অপযশের পরিবর্ত্তে যশ বৃদ্ধি পায়, তাহা ভাবে না। অন্যায় কর্ম্ম করিয়া দোষ স্বীকার করায় বিজ্ঞতা ও সাধুতা প্রকাশ পায়। একটী মিথ্যা গোপন করিতে অপর মিথ্যার প্রয়োজন হয়। এইরূপে উত্তরোত্তর দোষেরই বৃদ্ধি হইতে থাকে; কিন্তু একটী দোষ স্বীকার করিলে অপর কয়েকটী গুণের বৃদ্ধি হয়। কলুষিত-চরিত্র ব্যক্তিগণ বিবিধ উপায়ে স্বদোষ গোপন করিতে যত্ন করে। এমন অনেক অহঙ্কারদৃপ্ত ব্যসনমত্ত হীনমতি জগতে জন্মগ্রহণ করে, যাহারা পার্থিব ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত ক্ষণিক আমোদের আশায় এবং যৎসামান্য লাভের জন্য অমূল্য চরিত্র হারাইয়া বসে। অনেকে আবার প্রভূত অর্থব্যয় ও বিরাট অনুষ্ঠান করিয়া বাহ্যাড়ম্বর দ্বারা চরিত্রের কলঙ্ক ঢাকিয়া সুযশ অর্জ্জন করিতে চেষ্টা পায় এবং সময়ে সময়ে কৃতকার্য্যও হয়; কিন্তু সত্যের সনাতন নিয়মে তাহাদের নাম এবং যশ কালে বিলয়প্রাপ্ত হয়। চরিত্রবান্ এই সকল অনুষ্ঠান না করিয়াও অধিকতর সম্মানিত এবং জনসাধারণের পূজাপ্রাপ্ত হন। চরিত্রহীন ব্যক্তি যশের লোভে জগতের

অনেক সৎকার্য্য করিয়াও আপন কলঙ্ক মোচন করিতে সমর্থ হয় না। সাধারণে এই কথাই বলে—"অমুক ব্যক্তি অনেক কার্য্য করিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ব্যক্তিগত জীবন অতিশয় হীন ছিল।" ইহারা জন-সাধারণের ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের ভালবাসা এবং পূজা প্রাপ্ত হয় না। চরিত্রহীনতাই তাহার একমাত্র কারণ। চরিত্রের প্রভাব এমনি প্রবল যে, একজন চরিত্রবানের আদর্শে একটী সমগ্র জাতি উন্নত হইতে পারে, আবার একজন চরিত্রহীনের সংস্রবে গ্রামসুদ্ধ নষ্ট হয়। সুতরাং সংক্রামক রোগের ন্যায় চরিত্রহীনের সংসর্গ একান্ত বর্জ্জনীয়।

সত্যপ্রিয়তা যেমন সাধুতার ধর্ম্ম, স্বদেশোপকারের প্রবৃত্তি সেইরূপ চরিত্রবানের প্রধান লক্ষণ। স্বর্গীয় মহাত্মা গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ এবিষয়ে আমাদের আদর্শস্থল। ইনি শৈশবে যেরূপ তেজস্বিতা, সত্যপ্রিয়তা এবং মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুকরণযোগ্য। বাল্যকালে একবার মহাত্মা গোবিন্দমোহন নৌকাযোগে রঙ্গপুর যাইতেছিলেন। কথিত আছে, তথায় তাঁহার পিতার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিবেন বলিয়া অভিভাবকগণ তাঁহাকে লইয়া যাইতেছিলেন। তখন রেলপথ হয় নাই; জলপথই দূরদূরান্তর গমনাগমনের জন্য প্রশস্ত ছিল। এক্ষণে যে পথ রেলগাড়ীতে কয়েক ঘণ্টায় যাওয়া যায়, তখন নৌকায় সেই পথ যাইতে কয়েক দিন লাগিত, সুতরাং যাত্রিগণকে নৌকামধ্যে রন্ধনাদি এবং দৈনন্দিন সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতে হইত। এই রঙ্গপুরযাত্রিগণ একদা মৎস্যব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট মৎস্য ক্রয় করেন। তন্মধ্যে একটী সুবৃহৎ জীবন্ত মৎস্য ছিল। গৃহে যেরূপ মনোমত এবং উপাদেয় আহার্য্য সংগৃহীত হয়, দূর নদীপথে তাহা কোনক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। আমোদের জ

গোবিন্দমোহনের সত্যনিষ্ঠা

নৌকারোহণে আরামদায়ক হইলেও জলপথে বহির্বঙ্গ যাইতে কত যে উদ্বেগ ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা বাঙ্গালীর অবিদিত নাই। কোন সময় যদি কোন অভিলষিত মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে কাহার না আনন্দ হয়? গৃহত্যাগ করিয়া অবধি [illegible] আত্মীয় মৎস্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; সহসা ওরূপ একটি মৎস্য পাইয়া সকলেই যার-পর-নাই আহ্লাদিত হইলেন। শিশু গোবিন্দমোহনের সে সময় আনন্দে নৃত্য করিবার কথা। কিন্তু তিনি তখন [illegible]। সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল, কিন্তু বালক চিন্তান্বিত। অত বড় জীবিত মৎস্য বধ করিয়া আপনার উদরপূর্তি করিতে হইবে, ভাবিয়া বালকের প্রাণ ব্যাকুল হইল। তিনি স্বহস্তে মৎস্যটী বধ করিতেন না বটে, এবং এখন হইলে স্পর্শও না করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার সম্মুখে উহাকে বধ করা হইবে, বালকের মন তাহা মানিল না। পাছে জীবিত মৎস্যটী পলাইয়া যায় এই ভয়ে উহাকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া সকলে যখন কার্য্যান্তরে গিয়াছেন, এমন সময় বালক মৎস্যটী ধরিয়া নদীর গভীর জলে ছাড়িয়া দিলেন। ঐ মৎস্যটীই যে সেদিন সকলের আনন্দের কারণ হইয়াছিল বালক তাহা বেশ জানিয়াছিলেন এবং তিনি উহাকে জলে ছাড়িয়া দেওয়ায় সকলের বিরাগভাজন হইবেন, তাহাও জানিতেন, কিন্তু তথাপি মৎস্যটীর প্রাণরক্ষা করিতে পশ্চাদ্পদ হন নাই। অবশেষে মৎস্য না পাইয়া যখন তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ সকলেই নিতান্ত বিরক্ত এবং অধীর হইয়া উঠিলেন, তখন তিরস্কারের ভয় তুচ্ছ করিয়া অবিকম্পিতকণ্ঠে শিশু গোবিন্দমোহন বলিলেন, "মাছ আমিই জলে ছাড়িয়া দিয়াছি।"

যাঁহারা এই পুরুষের জীবনের বিশদ বিবরণ জ্ঞাত হইতে অভিলাষী, তাঁহারা ১৩০৪ সালের নব্যভারত পত্রিকা পাঠ করিবেন।

৫—বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

১৮৮৮ সালের গ্রীষ্মকালে বশীরমহম্মদ খাঁ নামক একজন কাবুলী বণিক্ বঙ্গদেশ হইতে আফগানিস্থানে প্রত্যাগমন কালে পঞ্জাবের বন্নু নামক নগরে দুই চারিদিন অবস্থিতি করেন। ঐ নগরের প্রান্তভাগে একটী বিস্তীর্ণ উদ্যান আছে। বশীরমহম্মদ খাঁ সেই উদ্যানে দ্রব্যসামগ্রী লইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করেন। যাইবার সময় তাড়াতাড়িতে তিনি টাকার থলি ভুলিয়া যান। ঐ থলিতে পাঁচ হাজার টাকা ছিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া মুদ্রার থলি দেখিতে না পাইয়া মহম্মদ খাঁ ঐ উদ্যানের অভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। পথিমধ্যে তের বা চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক একটী বাঙ্গালী বালকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ঐ বালক তাঁহাকে ব্যস্তসমস্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি কিছু হারাইয়াছেন?" মহম্মদ খাঁ উত্তর করিলেন, "আমার একটী টাকার থলি খোয়া গিয়াছে।" বালক তাঁহাকে থলি দেখাইয়া প্রত্যর্পণ করিল। কাবুলী থলি খুলিয়া বালককে উহার মধ্যস্থিত পাঁচ হাজার টাকা দেখাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ টাকার লোভ কি প্রকারে দমন করিলে?" বাঙ্গালী বালক বলিল, "আমি ছেলেবেলা হইতে এই শিক্ষা পাইয়াছি যে, পরের দ্রব্য কাষ্ঠ বা প্রস্তরের ন্যায় জ্ঞান করা উচিত।" বালকের এই কথা শুনিয়া কাবুলীর বড়ই আনন্দ হইল এবং তিনি ভাবিলেন, যে জনকজননীর এরূপ পুত্ররত্ন, না জানি তাঁহারা কত সুখী। বণিক্ বালককে তাহার সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ৫টী টাকা দিতে চাহিলেন; কিন্তু বালক বলিল, "আমি ত আপনার কোন বিশেষ উপকার করি নাই যেজন্য টাকা লইতে পারি। আপনারই টাকা আপনাকে দিয়াছি, ইহা আমার কর্ত্তব্য কার্য্য।" উক্ত কাবুলী একটী

ইংরাজী সংবাদপত্রে উল্লিখিত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন, "টাকাগুলি আমার নহে। যাঁহার চাকুরি করি, তাঁহারই। যদি বালক টাকার থলিটী আত্মসাৎ করিত, তাহা হইলে আমাকে কারাবদ্ধ হইতে হইত। বালকটী যে আমার কি উপকার করিয়াছে, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। উহার প্রতি আমি যে কিরূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কিরূপে উহার সাধুতার প্রশংসা করিব, তাহা জানি না। আমি ঐ বাঙ্গালী বালকটীকে ইহজীবনে ভুলিব না। তাহার দীর্ঘ জীবন ও সুখসম্পদের জন্য আমি চিরকাল ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব। আমার হৃদগত বাসনা এই যে, যেন সে জীবনে কখন কোন দুঃখ না পায় এবং সফলতা লাভ করে।" বালকটীর নাম বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়। বন্ন জিলাস্কুলের এণ্ট্রেন্স ক্লাসের ছাত্র। (বামাবোধিনী পত্রিকা)।

নৈতিক বলের অভাবের অন্য নাম ভীরুতা বা কাপুরুষতা। দোষ করিয়া স্বীকার করে, বিদ্যালয়ের কয়জন ছাত্রকে তদ্রূপ দেখিতে পাওয়া যায়? দণ্ড পাইতে হইবে জানিয়াও স্বকৃত অপরাধ গোপন না করিবার সাহস কয়জনের আছে? যদি ভীরুতা বর্জ্জন করিতে না পার তবে বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিয়া বা দুরূহ শাস্ত্রের কূট প্রশ্নাদির সদুত্তর প্রদান করিয়া কোনই ফল নাই। সাধুপথ অবলম্বন কর, সূর্য্যের উদয়ে অন্ধকারের ন্যায় যাবতীয় ভীরুতা, জড়তা এবং মালিন্য বিদূরিত হইবে। যে অনৃতবাদিতা এবং জাতীয় ভীরুতা এক্ষণে প্রবলতর হইয়াছে এবং যে কারণে প্রাচীন ভারত অধুনা যেন লজ্জা এবং সঙ্কোচে নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে, নৈতিক বলের অভাবই তাহার মূল।

রামায়ণ, মহাভারত, রাজস্থান প্রভৃতি হইতে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ক্ষান্ত হইলে, অথবা "আমাদের বিদ্যাসাগর," 'আমাদের রামমোহন,

প্রভৃতি পবিত্র নামের উল্লেখ করিয়া স্ফীত হইলে চলিবে না। যদি সাধু জীবনের অনুকরণ না কর, মহাপুরুষদিগের উপদেশ ও অনুষ্ঠান মত কার্য্য না কর, তাহা হইলে শত সহস্র মহাভারত, লক্ষ লক্ষ রাজস্থান সত্ত্বেও অবনত ভারতের দুর্নাম ঘুচিবে না। জগৎ তোমার গ্রন্থরাশি হইতে কখনই সেরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইবে না যেরূপ তোমার একটী সামান্য কার্য্যে প্রাপ্ত হইবে। সাধুপথ অবলম্বন করিয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানই তোমার কর্ত্তব্য মহাজনগণের অক্ষয় কীর্ত্তিকলাপ ও তাঁহাদের জীবনকাহিনীই সেই সাধু পথের প্রদর্শক। শিশু গোবিন্দমোহন আত্মদোষ স্বীকার করিয়া যেরূপ মহত্ব দেখাইয়াছেন, বালক বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় একটী কার্য্যে যেরূপ সত্যবাদিতা, নির্লোভিতা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি এবং সাধুতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তোমরাও তদনুরূপ কার্য্যাদির দ্বারা সুনাম অর্জ্জন করিতে, বিশ্বাসভাজন হইতে এবং আত্মোন্নতি করিতে পার

৫—মনুষ্যত্ব।

কথায় বলে "অমুকের ছেলেটী মানুষ হইয়াছে," "অমুক একজন মানুষের মত মানুষ"—এই 'মানুষ হওয়া' বা 'মানুষ করার' অর্থ কি অর্থোপার্জ্জন করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতে শিখিলে, অথবা প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়া ধুমধামের সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি পারিলেই কি মানুষ হয়? না স্মৃত্যাদি শাস্ত্র, ন্যায়, দর্শন বা বিজ্ঞা বিশারদ হইলে মানুষ হয়? যদি তাহাই হয়, তবে, সময়ে সময়ে অনে ধনকুবের, অনেক শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্যাবিশারদকে লোকে "অমানুষ" বলি

অবজ্ঞা করে কেন? 'লেখা পড়া শিখিলে কি হবে, লোকটা নিতান্ত অমানুষ' এইরূপ বাক্য মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, দেহসম্পদ ও বিদ্যাবুদ্ধির সহিত মনুষ্যত্বের সম্পর্ক অল্প। মনুষ্যত্ব এক স্বতন্ত্র পদার্থ। আত্মার সহিত ইহার সম্পর্ক অধিক। আত্মার উৎকর্ষে মনুষ্যত্ব লাভ হয়। আত্মসংযম, আত্মদান এবং আত্ম-বিসর্জ্জন—ইহাতেই মনুষ্যত্ব। আত্মরক্ষা করিবে—পরার্থে আত্মদান করিবার জন্য এবং কার্য্যকালে আত্মবিসর্জ্জন করিবার জন্য। আত্ম-সংযমের দ্বারা চিত্তবৃত্তিগুলিকে আপনার বশে আনয়ন করিবে। প্রথমেই আত্মসংযম বা আত্মশাসন অর্থে কেবলমাত্র কামক্রোধাদি রিপুনিচয়ের সংযম বুঝায় না। ষড়্‌রিপুর সহিত হস্তপদ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতির শাসন এবং সর্ব্বোপরি জিহ্বার শাসন আবশ্যক।

ক্রোধাদি রিপুসকলের শাসনে হস্তপদাদি শাসিত হয় বটে, কিন্তু অভ্যাসদোষে এমন হইতে পারে যে, যে সময়ে তোমার ক্রোধের উদ্রেক হয় নাই, হিংসাবৃত্তি উত্তেজিত হয় নাই, এমন অবস্থায়ও তুমি কোন ব্যক্তির সরল প্রশ্নের কঠোর উত্তর প্রদান করিলে, কিম্বা পরিহাসচ্ছলে কোন মর্ম্ম-ভেদী বাক্য প্রয়োগ করিলে। পরের ক্লেশকর এরূপ কঠোর বচন অথবা স্বরভঙ্গী তোমার অভিপ্রেত না হইলেও তুমি নিবারণ করিতে পার না; কারণ, অভ্যাসের দাস তোমার জিহ্বা তোমার অজ্ঞাতসারেই এরূপ করিয়াছে। সুতরাং জিহ্বার শাসন আবশ্যক। কোন বিষয়ের আলোচনা হইতেছে, তাহার মীমাংসার জন্য তোমাকে মধ্যস্থ করা হয় নাই; হয় ত তুমি বয়সে ও বিজ্ঞতায় তাহার উপযুক্ত নও, কিন্তু তথাপি তোমার অসংযত স্বভাবের জন্য তুমি স্বীয় মতামত প্রকাশ করিলে। তোমার এই অনধিকার চর্চ্চা বড়ই দোষাবহ। অধ্যাপক তোমায় নিবিষ্টচিত্তে একটী মানচিত্রের বিশেষ বিশেষ স্থান দর্শন করাইতেছেন, আর তুমি তাঁহার অঙ্গুরীয়টীর প্রতি দৃষ্টি

[illegible] করিয়া পুষ্করিণীর [illegible] উদ্যানের [illegible] শোভা [illegible] করিতেছ। কিন্তু ঐ [illegible] যতই কেন মাধুর্য্য থাকুক [illegible] তোমার চক্ষুর্দ্বয়কেই [illegible] আকর্ষণ করুক না কেন, তোমাকে তোমার মনশ্চক্ষুর সহিত বাহ্য চক্ষুদ্বয়কে ফিরাইয়া শিক্ষকের [illegible] হৃদে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, [illegible] তোমার বশে আনিতে হইবে। এইরূপে ইন্দ্রিয়গুলিকে এবং রিপুনিচয়কে সুশাসিত করিতে চেষ্টা করিলে, চিত্তবৃত্তিনিকরকে বশে আনিলে, অর্থাৎ আত্মশাসন করিলে, অর্দ্ধেক মনুষ্যত্ব লাভ হয় জানিবে। কারণ হৃদয়ই মনুষ্যত্বের স্থান, ব্যবহারে তাহার পরিচয়। লোকে ব্যবহারগুণে 'মানুষ' ও ব্যবহারদোষে 'অমানুষ' হয়। উদার, পরোপকারী, বিনয়ী, শিষ্টাচারী এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ হও, লোকে তোমায় 'মানুষ' বলিবে।

৬—সাধক।

আমি চাই মহতের মহৎ পরাণ,
মুকুতা মাণিক নিধি
আমায় দিও না, বিধি!
চাহি নে এ জগতের রাজত্ব সম্মান;
বাঞ্ছিত পরাণ পেলে,
প্রাণটুকু দিয়া ফেলে,
মেপে লব [illegible]—[illegible] উপাদান,
প্রাণের সাধক আমি, সাধনার প্রাণ!

চাহিতে মুখের পানে,
সঙ্কোচ আসে না প্রাণে,
কি যেন দেবত্ব-মাখা সে পূত বয়ান!
আমি চাই জিতেন্দ্রিয় বিশ্বাসী পরাণ!

আমি চাই প্রেমিকের প্রেমিক পরাণ;
পরে সদা ভালবাসে,
পরের সুখের আশে
চির আত্মবিসর্জ্জন চির আত্মদান!
ব্যথিতে পড়িলে মনে
ধারা বয় দুনয়নে,
হৃদি-তলে সদা চলে প্রেমের তুফান!
সে নয় স্বতন্ত্র কেহ,
বিশ্বই তাহার গেহ,
সে সাধে আপনা দিয়ে ভবের কল্যাণ!
আমি চাই প্রেমিকের প্রেমিক পরাণ!

আমি চাই বিশ্বোদর উদার পরাণ,
অভেদ খ্রীষ্টান হিন্দু,
দ্বেষ নাই এক বিন্দু,
নিরখে জগতে ভরা এক ভগবান্;
জ্ঞান সত্য নীতি পূজে,
"দলাদলি" নাহি বুঝে,
সে জানে সকলে এক মায়েরি সন্তান।

সাধক

মরমে মহত্ত্ব পূর্ণ
হীনতা করেছে চূর্ণ,
হৃদয়ের ভাব সব উদার মহান্ ;
ন্যায়তরে প্রিয়ত্যাগী,
প্রীতিতে পরানুরাগী,
সমাদরে রাখে জ্ঞানী গুণীর সম্মান ;
অনুতপ্ত-অশ্রুধার
কখন সহে না তার,
অনুতাপী পাপী পেলে পুণ্য করে দান ;
বিশ্বের উন্নতি আশা,
বিশ্বময় ভালবাসা,
বিশ্বের মঙ্গল সাধে করি আত্মদান ;
মরতে সে দেবোপম,
উপাস্য নমস্য মম,
বসুধা কৃতার্থা তারে কোলে দিয়ে স্থান।
আমি সাধি সাধনা —সে দেবতার প্রাণ ?

—কাব্যকুসুমাঞ্জলি।

অর্থাৎ শিষ্ট বা সাধু আচার প্রকৃত সাধু ব্যক্তির প্রতি কার্য্যেই প্রকাশ পায়।

সৌজন্যের সহিত বিদ্যার কোন অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নাই। একজন অশিক্ষিত ব্যক্তিও শিষ্টাচারী হইতে পারে। বিদ্বান্ অশিষ্ট হইলে সমাজের হেয় এবং অবিদ্বান্ সুজন হইলে সমাজের প্রিয় হন। সহসা লোকের বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিবার সুযোগ কিম্বা আবশ্যক হয় না, কিন্তু কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ সকলকেই সর্ব্বত্র এবং সকল অবস্থায় প্রথমেই স্বভাবচরিত্রের পরিচয় প্রদান করিতে হয়। লোকে বিদ্যাপ্রভাবে সাধু শিষ্ট বলিয়া পরিচিত না হইতে পারেন, কিন্তু শিষ্টাচারের দ্বারা সুশীল ও সদাশয় বলিয়া শ্রদ্ধালাভ করিতে পারেন। ছাত্র শিষ্ট হইলে শিক্ষকের প্রিয় হয়, সন্তানগণ শিষ্ট হইলে পিতা মাতা গুরুজনদিগের প্রিয় হয়, প্রতিবাসিগণ শিষ্ট হইলে পল্লী স্বর্গতুল্য হয়, দেশবাসিগণ শিষ্ট হইলে বিদেশীয়গণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করে, গুরু শিষ্ট হইলে শিষ্যসেবকগণের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন, প্রভু ভৃত্যের প্রতি শিষ্ট ব্যবহার করিলে ভৃত্য অধিক বাধ্য, ভক্তিমান্ ও বিশ্বাসী হয়। এইরূপ পরস্পর পরস্পরের সহিত শিষ্ট ব্যবহার করিলে পরম সুখে কালাতিপাত করিতে পারা যায়।

একদা মহারাজ রামসিংহ মৃগয়া উপলক্ষে বহুতর সঙ্গী সমভিব্যাহারে কানন মধ্যে প্রবেশ করেন। পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ কাননাভ্যন্তরে মৃগশিশু ভল্লুক, ব্যাঘ্র ইত্যাদির অন্বেষণ হইতে লাগিল, কিন্তু হরিণ কিম্বা কোনও হিংস্র শ্বাপদের আদৌ দর্শন পাওয়া গেল না। অবশেষে মহারাজা একটী ক্ষুদ্রকায় হড়িয়াল জাতীয় পশুর পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। তীব্রগামী পশু বায়ুবেগে এমন ছুটিতে লাগিল যে, রামসিংহের অশ্ব বা শিকারী দ্বারবানেরা কিছুতেই তাহার সমীপবর্ত্তী হইতে সক্ষম হইল না। মহারাজ

নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। এদিকে সমভিব্যাহারী পুরুষেরা রাজার এবং শিকারের অন্বেষণে ঘটনাক্রমে আর একটী নিবিড় বনে প্রবেশ করিল। মহারাজা বন হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন, সঙ্গে দ্বিতীয় লোক নাই, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক-প্রায়, অঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত কলেবর। প্রখর মার্ত্তণ্ডকরনিকরে রাজপুতানার মরুভূমি অগ্নিবর্ষণ করিতেছে; বালুকাময় ভূমিসমূহ যেন হুতাশন মাখিয়া ক্রীড়া করিতেছে; এমন সময়ে রাজা বাহাদুর ঘুরিতে ঘুরিতে এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের তলদেশস্থ একটী ক্ষুদ্র কুটীরের নিকটে আসিয়া উপনীত হইলেন। কুটীরাভ্যন্তরে একটী অতি বৃদ্ধা ইতরজাতীয় রমণী ভিন্ন আর কেহ ছিল না। বয়োধর্ম্মে, শোকে দরিদ্রতায় বৃদ্ধা যেন শমনের করতলগত হইয়া বসিয়া আছে। মহারাজা অত্যন্ত কাতর ও ক্লান্ত হইয়া নিতান্ত বিনীতবচনে বৃদ্ধার নিকট একটু শীতল জলের প্রার্থনা করিলেন। এই স্থানের অনতিদূরে একটী বৃহৎ পর্ব্বত ছিল। সেই পর্ব্বতের গাত্র হইতে দুইটী নির্ম্মলসলিলা ঝরণা অবিশ্রান্তভাবে সলিল বর্ষণ করিত; মহারাজা তাহা জানিতেন না বৃদ্ধা প্রতিদিন প্রাতে ঐ ঝরণার জল আনিয়া গৃহে রাখিয়া দিত। রাজা রামসিংহ জল প্রার্থনা করায় বৃদ্ধা একটী মৃণ্ময়পাত্রে অতি সুন্দর শীতল জল আনিয়া জয়পুরাধিপতির সম্মুখে ধারণ করিল। বলা বাহুল্য, বৃদ্ধা ইহাকে মহারাজা বলিয়া জানিতে পারে নাই। রামসিংহ সেই শীতল সলিল পান করিয়া পিপাসা ও শ্রান্তি দূর করতঃ বিমল শান্তি লাভ করিলেন এবং মনে মনে বৃদ্ধাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিলেন। অনেকক্ষণ পরে নরপতি বৃদ্ধাকে সম্মুখে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার কি প্রকারে ভরণ পোষণ হয় এবং সংসারে তোমার নিজের আর কে কে আছে?' বৃদ্ধা উত্তর করিল, 'সিপাহী জী! আমার আর কেহ নাই, কেবল একটী পুত্র আছে কিন্তু সেই অন্ধের পুত্রও প্রায় ১২ বৎসর কাল হইল এই বৃদ্ধা দরি-

মাতাকে ফেলিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে জানি না; শুনিতেছি জয়পুরের রাজা রামসিংহ বাহাদুরের অধীনে গোয়ালিয়র কেল্লায় আমার ছেলে কি কর্ম্ম করে। আমার অন্নসংস্থানের উপায় নাই বলিলেই হয়, পথিকেরা এই স্থানে আসিয়া জলপান করে এবং আমাকে কিছু কিছু দেয়, কিন্তু জলপান করাইয়া আমি কাহারও নিকট হইতে কিছু লই না, যেহেতু পিপাসিত ব্যক্তিকে জল দিয়া তৎপরিবর্ত্তে কিছু লওয়া আমি নিতান্ত অধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করি। বনের কাঠ, হরিণের চর্ম্ম, পাহাড়ের পাকা ভেষজলতা ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া আমি একটা উদরের দিবা সংস্থান করিতে পারিয়াছি, কিন্তু তথাচ বুড়াবয়সে এত পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া আমাকে যন্ত্রণা ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে; বিশেষতঃ পুত্রের বিরহে আমি নিতান্তই কাতর হইয়া পড়িয়াছি।' এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা অনেকক্ষণ কাঁদিতে লাগিল। রাজা রামসিংহ আপনার বহুমূল্য রুমালে তাহার চক্ষুর জল মুছাইয়া দিলেন। বৃদ্ধা জানিত না যে, যাহার সহিত সে কথা কহিতেছে, সেই ব্যক্তিই জয়পুরাধিপতি রাজশ্রী রামসিংহ বাহাদুর! অতঃপর বৃদ্ধা পুনরায় বলিতে লাগিল, 'হাঁ গা সিপাহী জী, রাজা রামসিংহ নাকি বড় দয়ালু? শুনিয়াছি তাঁহার রাণীও নাকি অত্যন্ত গুণবতী?' রাজা বলিলেন, 'বুড়ি! আমি একদিন রাজার সহিত তোমার দেখা করাইয়া দিব।' বৃদ্ধা বলিল, 'হাঁ গা সিপাহী মহাশয়! তুমি কি পাগল হইয়াছ? রাজার সঙ্গে দেখা করা কি সহজ কথা গা? কত শত জন্ম তপস্যার ফলে রাজার দর্শন পাওয়া যায় তাহা কি তুমি জান? বিশেষতঃ মহারাজার দর্শন পাইতে হইলে যে নজরের জন্য সুবর্ণ মুদ্রা দিতে হয়, তাহা আমি কোথায় পাইব? সিপাহীদের তরবারীতে আমি দ্বিখণ্ডিত হইব তবু রাজদর্শন পাইব না, ইহা নিশ্চয় কথা।' রাজা আর কিছু না বলিয়া বৃদ্ধার গৃহমধ্যস্থ শুষ্ক তৃণরাশির উপর শয়ন করিয়া বিশ্রামলাভ করিলেন।

এবং অপরাহ্ণে নিদ্রাভঙ্গের পর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া জয়পুরাভিমুখে গমন করিলেন। পরদিন প্রভাতেই প্রথমেই বৃদ্ধার পুত্রের অনুসন্ধান হইতে লাগিল। রাজা সেই দিন সৈনিককে তাহার অকৃতজ্ঞতার জন্য বিস্তর তিরস্কার করিয়া বৃদ্ধাকে আনাইবার জন্য শিবিকা ও দ্বারবান পাঠাইলেন। বৃদ্ধা আসিয়া পৌঁছিল। সিপাহীরা রাজাজ্ঞানুসারে তাঁহাকে একেবারে অন্দরের ভিতর লইয়া গেল। বৃদ্ধা কিছুতেই রাজার কাছে যাইতে চায় না; সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। যখন মহারাজা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন বৃদ্ধা বুঝিল, সেই পিপাসিত ও পরিশ্রান্ত পথিকই মহারাজা রামসিংহ বাহাদুর। বৃদ্ধা ভয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিল, কিন্তু রাজা তাহাকে অভয় দিয়া সান্ত্বনা করিলেন এবং মাতা বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ভয় ঘুচিয়া গেল। রামসিংহ বৃদ্ধার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত মাসিক ৫০৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং তাহার পুত্রকে সৈনিক বিভাগে এক উচ্চ পদে নিযুক্ত করিবার আদেশ করিলেন। এইরূপে মাতা ও পুত্রের মিলনে উভয়ে সুখী হইল; এবং এক সপ্তাহকাল পরে বৃদ্ধা আপনার কুটীরে ফিরিয়া গেল।”

(বামাবোধিনী পত্রিকা)

মহারাজা এই যে নির্জ্জন দরিদ্রার সহিত এরূপ সদয় ব্যবহার করিলেন, তাহাতে কি তাঁহার পদমর্য্যাদা হ্রাস হইল—তাঁহার গৌরব ক্ষুণ্ণ হইল? এই শিষ্টাচারে বরং তাঁহার রাজশ্রী ও গৌরব অধিক বর্দ্ধিত হইল। তিনি স্বীয় প্রজাবর্গের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি অধিক আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন। মহারাজার সৌজন্য যেমন রাজ্ঞ মহারাজগণের অনুকরণীয়, সেইরূপ আবালবৃদ্ধবনিতা সর্ব্বসাধারণের আদর্শস্থানীয়। এখানে একদিকে যেমন বৃদ্ধার প্রতি রাজার সৌজন্য প্রকাশ পাইতেছে, তাঁহার প্রতি দরিদ্রার শিষ্টাচারও বড় অল্প প্রকাশ

পায় নাই। দরিদ্রের পর্ণকুটীরে যে মহারাজার আগমন হইয়াছে তাহা না জানিবার পূর্ব্বে, অজ্ঞাতকুলশীল অতিথির প্রতি অশিক্ষিতা দরিদ্রার এই শিষ্টাচার নিতান্ত স্বাভাবিক এবং চমৎকারজনক হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

২। শিষ্টাচার সম্বন্ধে ভ্রান্তবিশ্বাস।

কোন কোন লোক উদ্ধত স্বভাব এবং অশিষ্ট ব্যবহারের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে যাইয়া বলিয়া থাকেন, শিক্ষা এবং অভ্যাস দ্বারা শিষ্টাচারী হইলে আমরা কপটাচারী হইয়া পড়িব, সত্যের প্রতি আমাদের বিরাগ জন্মিবে এবং মনুষ্যের প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধার হ্রাস হইবে। অনেক যুবক সন্তান এইরূপ বাক্‌চাতুর্য্যে ভুলিয়া গিয়া সংসারে অপ্রিয় পরিগণিত হন। তোমরা কখনও এরূপ ভ্রমে পতিত হইও না। পড়িয়া শুনিয়া, বলিয়া কহিয়া সভ্য ভব্য হইলে লোক কপটাচারী হয় না। সারল্য, সাধুতা এবং কর্ত্তব্য-প্রিয়তার অনুরোধে ইহসংসারে ব্যবহারে এবং উদারনীতি মর্য্যাদাও রাখিতে পারেন। যে স্বর্ণ খনি হইতে উঠিল, তাহার স্বাভাবিক আকার নষ্ট করিয়া সৌন্দর্য্য, পারিপাট্য ও কমনীয়তার অনুরোধে অলঙ্কার প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন কি? মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল, দ্বারকানাথ মিত্র, জেনারেল ওয়াশিংটন, স্যার ওয়াল্টার স্কট এবং সিড্‌নি স্মিথ প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য মহাপুরুষ বিনয় এবং সৌজন্যের প্রভাবে জগতে যেরূপ সুনাম রাখিয়া গিয়াছেন, উদ্ধত এবং অশিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা তাঁহারা শতাংশের একাংশও রাখিয়া যাইতে পারিতেন কি?

অশিষ্টজনগণ ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া শিষ্ট হইতে পারেন এবং শিষ্টাচার যাঁহাদের প্রকৃতিগত তাঁহাদের কার্য্যকলাপ, আচার-ব্যবহার ও কথোপকথনে

হইতে বেশ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু সৌজন্যের অবতার ছিলেন। শিষ্টাচার ইঁহার প্রকৃতিগত ছিল। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি নিমন্ত্রিত, কি অনিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ, সকলের প্রতিই সমান সৌজন্য প্রকাশ করিতেন। ইনি নিজ ভৃত্যগণেরও প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহার পরিণাম এই হইত, যে, তিনি যে কোন স্থানে যাইতেন, তথায় আপনি ত সুখী হইতেনই, পরকেও সুখী করিতেন।

কর্কশভাষী অবিনয়ী দরিদ্রের ত কথাই নাই, এরূপ ধনীব্যক্তিগণও লোকের নিতান্ত অপ্রিয় হন। ইঁহাদের সাধারণ নাম দুর্ম্মুখ। যে সকল লোকের নিকট অধিক ভদ্রব্যবহারের প্রত্যাশা করা যায়, তাঁহারাই সময়ে সময়ে পরুষ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেই অশিষ্টাচারের মূলে অজ্ঞানতা বলা যাইতে পারে না, বরং তদপেক্ষাও মন্দ তাঁহাদের জঘন্য দুর্ব্বিনীত হৃদয়। এরূপ লোকদিগের সহিত বাস করা বড়ই ক্লেশকর।

নরেশচন্দ্র শৈশবে বেশ বুদ্ধিমান্ ছিল। অভিভাবকগণ বলিতেন, এ বালক সময়ে বেশ উন্নতি করিতে পারিবে। নরেশের সকল গুণ সত্ত্বেও স্বভাবতঃ রুক্ষ প্রকৃতি তাহার সমূহ অনিষ্টের মূল হইয়াছিল। অভিভাবকগণ তাহা বুঝিতে পারেন নাই, সুতরাং নরেশের স্বভাব কোমল করিবার জন্য শিক্ষা প্রদান বা কোনরূপ চেষ্টা করা হয় নাই। নরেশ বড় হইয়া লেখা পড়া শিখিল, বেশ অর্থ উপার্জ্জনও করিতে লাগিল এবং সংসারের যাবতীয় ভার একে একে আপনার স্কন্ধে তুলিয়া লইল; কিন্তু নরেশবাবুর প্রকৃতি একেবারে ভিন্নদিকে ধাবিত হইল। আমাকে কাহারও সাহায্য করিতে হইবে না, আমিও কাহারও সাহায্য করিব না, ভিক্ষুককে অন্নদান করিলে আলস্যের প্রশ্রয় দান করা হয়, প্রভৃতি নানা প্রকার মতামত তাঁহার মস্তক অধিকার করিয়া বসিল। ভিখারী আসিলেই এখন নরেশবাবু

রক্তিব্যঞ্জক মুখে বলিতে লাগিলেন, "হাত পা আছে খাটিয়া খাও।" সহরে
ভিখারীর শেষ নাই। প্রত্যহই অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠকুষ্ঠ, দীন, হীন, শত শত
নাথ নরনারী "ভিক্ষা দাও মা" বলিয়া দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতেছে।
ত্যেকের প্রতি নির্দ্দয় বাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে নরেশবাবুর স্বভাব
রূপ বিকৃত হইয়া গেল যে, ক্রমে তিনি পরিবারবর্গের প্রতিও কর্কশ বচন
য়োগ করিতে লাগিলেন। কেহ বুঝাইলে তিনি অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠেন।
খিতে দেখিতে তাঁহার ব্যবহার তাঁহাকে পল্লীবাসিগণের নিকটও
প্রিয় করিয়া তুলিল। দুই একজন ব্যতীত কেহই আর তাঁহার সহিত
ক্যালাপ করিত না। ইহার বাহাড়ম্বরে সহসা স্বভাবের বড় একটা
রিচয় পাওয়া যাইত না। একদা এক অনাথ বালক তাঁহার নিকট ভিক্ষা
ার্থনা করিতে যায়। সাধারণ ভিক্ষুকের মত হইলে তাহাকে দূর দূর
রিয়া তাড়াইয়া দিতেন, কিন্তু বালকের আকার প্রকারে ভদ্রসন্তান
লিয়া জানিতে পারিলেন। তাহাতেও বিশেষ কোন ফল হইল না।
াহাকে এরূপ কর্কশকণ্ঠে ও রূঢ় ভাষায় সম্ভাষণ করিলেন যে, সে মনে
রিল, ইনি দুটী মিষ্টবাক্যের সহিত যদি প্রহার করিতেন, তাহা হইলে
রং ভাল ছিল। অনাথ বালক দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্থান করিল।

জানকীনাথবাবু কলিকাতার একটী সওদাগরী আপিসের বড় বাবু
ছিলেন। দীন দুঃখী নরনারী তাঁহার নিকট দুই এক মুষ্টি অন্ন পাইত।
নাথ বালক জানকীনাথবাবুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। জানকীবাবু
জ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?"

বালক—"দরিদ্রের সকলই অভাব, আপনি যাহা দিবেন তাহাই লইব।"

জা—"তোমার আহার হইয়াছে কি?"

বা—"আজ্ঞে না। আমার জননীও দুই দিবস হইল, অনাহারে
ছেন।"

উৎসন্ন যাউক না কেন, তাহাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, আমি কিসে সুখী হইব, আমি কিরূপে ধনী মানী হইতে পারিব, যাহারা অহরহ এইরূপ চিন্তা করে এবং তৎসাধনে তৎপর হয়, তাহারা অন্ধের ন্যায় দেখিতে পায় না যে, স্বার্থত্যাগেই স্বার্থসিদ্ধি। তাহারা বুঝে না যে, তাহারা পরের নিকট যেরূপ প্রত্যাশী, অপরেও তাহাদের নিকট তদ্রূপ প্রত্যাশা করে। তুমি যেরূপ ধন চাও, মান চাও, সুখ চাও, সকলেই সেইরূপ প্রার্থনা করে। তোমার ক্ষতি হইলে তুমি যেমন দুঃখিত হও অন্যেরও সেইরূপ দুঃখ হয়। তোমার যেমন আত্মসম্মান, অভিমান প্রভৃতি বোধ আছে, অপরেরও তেমনিই আছে। তুমি যখন অন্যের অল্প ভ্রূকুটি, একটা চড়া কথা, একটু বিদ্রূপের হাসি সহ্য করিতে পার না বল দেখি অপরে সেই সকল কোন প্রাণে সহ্য করিবে? তবে কেন তুমি এমন কর্কশ কণ্ঠে, উদ্ধতভাবে বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া পরের হৃদয়ে ব্যথা দাও? জগতে যে সকল সাধু মহাত্মাগণ, ধর্ম্মবীর এবং কর্ম্মবীরগণ, চরিত্রের নির্ম্মল জ্যোতিঃ-প্রভাবে মানবসমাজ আলোকিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই নিঃস্বার্থ ছিলেন।

তোমরা যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহা, স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষগণের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। এখন আর সে ভারত নাই, এক্ষণে স্বার্থপরতায় দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। স্বার্থপরতায় যে সর্ব্বনাশ হয়, ভারত-ইতিহাসই তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

৪—জীবন-মুকুর।

অপরের আচরণ চাহ যে প্রকার,
পর প্রতি কর আগে সেই ব্যবহার।

আমাদের পরস্পর ব্যবহার যত—
জান না কি মুকুরেতে মুখ দেখা মত ?
প্রেম দিলে প্রেম পাবে ; হৃদয়ে হৃদয় ;
হাসিমুখ দেখি বিশ্ব হাসিবে নিশ্চয় ।
পরকে করিলে সুখী নিজে সুখী হবে ।
মান্যীর রাখিলে মান তব মান রবে ।
যেমন করিবে কর্ম্ম সেই মত ফল
পাবে সবে এ জগতে না হবে বিফল ।
অলস কৃষাণ ক্ষেত্র করিয়া কর্ষণ,
যদি বীজ সময়েতে না করে বপন,
শূন্য ক্ষেত্রে বসি দেখে—কৃষাণনিচয়
সংগ্রহ করিছে শ্রমলব্ধ শস্যচয় ।
তাপিত জনের যদি ব্যথিত নিশ্বাস
শুনিয়া তটস্থ হও, কর উপহাস ;
দীনহীন অনাথের নয়নের বারি
উপেক্ষা ও ঘৃণা কর মোচন না করি ;
তব অশ্রু মুছাইতে এ বিপুল ভবে
কে আসিবে বল, তোমা কে চিনিবে তবে ?

—সৌজন্য সামান্য সামান্য কার্য্যে প্রকাশ পায় ।

ই কথিত হইয়াছে, শিষ্টাচারের কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা না-
পারিক, সামাজিক এবং রাজকীয় বিষয়ব্যাপারে আমাদিগ

এত অধিক লিপ্ত থাকিতে হয় যে, যতটুকু সময় নিদ্রা যাই, প্রায় ততটুকুই আমরা নির্জনে অথবা পরের সংস্রবহীন হইয়া থাকিতে পাই। সুতরাং বলিতে হইবে, অপরের সংস্রবে আমাদের জীবনের অধিকাংশ সময় যাপন করিতে হয়। যে সকল ব্যক্তি স্বীয় প্রতিভাবলে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন এবং যাঁহাদের বৃহৎ বৃহৎ জীবনচরিত সমাদরে পঠিত হইতেছে, তাঁহাদের জীবন যেরূপ ঘটনার সমষ্টি, সাধারণ ব্যক্তিবর্গের জীবনও সেইরূপ ঘটনার সমষ্টি মাত্র। মহাপুরুষদিগের জীবনচরিত যেমন অসামান্য, বা তাহাতে যেমন বৈচিত্র্যময় ঘটনাপরম্পরার সমাবেশ আছে, সাধারণ জনগণের জীবনও সেইরূপ সামান্য সামান্য ঘটনাবলীর ধারাবাহিক ইতিহাস। কিন্তু এই সামান্য জীবনবৃত্তান্তই অধিক উপাদেয় এবং চমৎকারজনক হয়, যদি উহা প্রকৃত শিষ্টাচারী সাধু ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত হয়। দৈনিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সামান্য সামান্য বিষয়ে সৌজন্য যত পরিস্ফুট হয়, সেরূপ সময়ে সময়ে সমারোহকালেও হয় না। কারণ, সে সময়ে অশিষ্ট ব্যক্তিও সৌজন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন।

ইংরাজীতে বলে, "অভ্যাসই গৌণ স্বভাব"। বাল্যকাল হইতে যাঁহারা সৌজন্য শিক্ষা করেন নাই এবং সৌজন্য প্রকাশ করিবার সংকল্প করিয়াও যাঁহারা স্বভাবের রুক্ষতাবশতঃ অশিষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা সামান্য সামান্য বিষয়ে শিষ্টব্যবহারী হইতে অভ্যাস করিলে সাধু ও শিষ্ট হইতে পারেন। যে কোন বিষয় ক্রমাগত অভ্যাস করিতে করিতে তাহা প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে। বাচাল ব্যক্তি গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিতে করিতে গম্ভীরপ্রকৃতি হয়; তখন আর তাহার ভাণ করিতে হয় না। আবার প্রকৃত গম্ভীরপ্রকৃতির লোক বাচাল বন্ধুবান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য অনবরত বাচালতার অনুকরণ বা ভাণ করিতে করিতে সহজেই প্রগল্ভ হইয়া পড়ে।

আমাদের দেশে শিষ্ট ব্যবহারের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আছে ; কিন্তু এক্ষণে যে শিষ্টাচারের অভাব সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইতেছে, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবলমাত্র শিষ্টাচারের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া কতকগুলি বিলাসপ্রিয়, বিদ্যা ও জ্ঞানবিরহিত ধনকুবেরসম্প্রদায়ের রীতি নীতি ও পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ। অভদ্র ব্যবহার দ্বারা অনেক সময় হৃদয়ের সুকুমার ভাবগুলির অভাব না বুঝাইলেও ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, অভদ্র লোকদিগের সংসর্গ অপেক্ষা শিষ্টাচারী বিনয়ী ভদ্রলোকগণের সহিত আলাপ করায় সুখ আছে। মানবসমাজকে সুখের আগার করিবার বহুবিধ উপায়ের মধ্যে শিষ্টব্যবহার যদি একটী গৌণ উপায় হয়, তাহা হইলেও সামাজিকের পক্ষে সৌজন্যশিক্ষা একান্ত আবশ্যক ; কারণ, সামান্য সৌজন্যের দ্বারা সমাজে সময়ে সময়ে প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারে।

কলিকাতায় ড্রেন হইবার পূর্ব্বে বড় বড় পয়ঃপ্রণালী ছিল। সেগুলি কর্দ্দম এবং দূষিত জলে এরূপ পূর্ণ থাকিত যে, তাহার ভিতর পতিত হইলে পুনরুত্থান করা দুরূহ হইত। একদা এক বৃদ্ধ অন্ধ ভিক্ষুক দিক্ নির্ণয় করিতে না পারিয়া ভ্রমক্রমে পথের যে পার্শ্বে নর্দ্দমা ছিল সেইদিক্ দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ একখানি গাড়ী আসিবার শব্দ শুনিয়া বৃদ্ধ পয়ঃপ্রণালীর অধিক নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। বোধ হয় আর একপদ অগ্রসর হইলেই বৃদ্ধ কর্দ্দমের ভিতর প্রোথিত হইয়া যাইত। কিন্তু একটী ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক বৃদ্ধের ভাবী বিপদ জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, এবং পাছে অন্ধ ভয় পায় এজন্য হঠাৎ ধরিবার কারণ তাহাকে বলিল। তারপর গাড়ী চলিয়া যাইলে বৃদ্ধকে পথের অপর পার্শ্বে ছাড়িয়া দিয়া আপনার গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। বালকের সদয় ব্যবহারে অন্ধ তাহাকে কত যে আশীর্ব্বাদ করিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। বালক যদি

ভিক্ষুকের ছিন্ন মলিন বেশ দেখিয়া ঘৃণা [illegible] করিত এবং বৃদ্ধের পরিণাম না ভাবিয়া আপনার মনে চলিয়া যাইত, অথবা তাহার আসন্ন বিপদে দুই এক বিন্দু অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে অদৃশ্য হইত, তাহা হইলে কি বালকের অধিক সৌজন্য এবং মহত্ত্ব প্রকাশ পাইত? কখনই নহে। তাহার এই সামান্য কার্য্যে যে মহৎ উপকার হইল, এক জন অসহায় অনাথের জীবন রক্ষা হইল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? বলা বাহুল্য ঠিক ঐ সময়ে দুই এক জন ভদ্রসন্তান ঐ পথ দিয়া যাইতে যাইতে বৃদ্ধের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "আহা, হতভাগ্য নর্দমায় পড়িবে, আর মরিবে।" "বৃদ্ধের মরণ ঘনাইয়া আসিয়াছে," এক জন এরূপ বিদ্রূপোক্তি করিতেও ছাড়ে নাই। অন্ধ বোধ হয় বয়োধর্ম্মে অনেকটা বধির হইয়াছিল, এজন্য পথিকগণের উক্তি শুনিতে পায় নাই। এইরূপ কত শত ঘটনা নিত্য সংঘটিত হইতেছে, কে সংখ্যা করিবে? এবং মানুষের সামান্য সহানুভূতি ও সদয় ব্যবহারের অভাবে কত ভয়াবহ অনিষ্ট হইতেছে, তাহারই বা নির্ণয় কোথায়?

এই ঘটনাটী ততদূর চমৎকারজনক না হইলেও ইহা দ্বারা তোমরা বেশ বুঝিতে পারিবে যে, অপরের প্রতি সদয়ভাবে পূর্ণ হইলে অথবা তাহার কষ্টে ও বিপদে আকুল হইলে, কিম্বা দুই এক বিন্দু অশ্রুপাত করিলেই যথেষ্ট হইল না। শুধু মনে ভাবিলে চলিবে না, তাহার সার্থকতা চাই। যাহা অন্তরে বোধ করিবে, কার্য্যে তাহা পরিণত করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই কারণে অনেকে বলিয়াছেন, "যাহার মূলে সচ্চেষ্টা নাই, এমন সৌজন্যের কোন মূল্য নাই।" যাহা প্রকাশ না পায়, এমন মধুর চিন্তারই বা আবশ্যকতা কি?

হয় নাই। নির্দ্দিষ্ট দিনে পরীক্ষার ফলাফল জানিবার জন্য সকলেই বিদ্যালয়ে গিয়া উপস্থিত হইল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকগণের নাম পাঠ করিয়া শুনাইলেন। নবীন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তি লাভ করিয়াছে। [illegible] বিদ্যালয়ের প্রধান ছাত্র। শিক্ষকগণ একবাক্যে বলিতেন যতীশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম হইবে। কিন্তু যতীশের নাম নাই। নবীনের নাম শুনিয়াই যতীশ তাহার হাত ধরিয়া হৃদয়ের [illegible] আনন্দ প্রকাশ করিল। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ নবীনের [illegible] হইয়া উঠিল। প্রধান অধ্যাপক এই ব্যাপার দর্শনে কৌতূহল [illegible] হইয়া যতীশকে কক্ষান্তরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ? তোমার এবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল ; আশা করিয়াছিলাম, তুমি পরীক্ষায় প্রথম হইবে। তুমি কি জন্য পরীক্ষা দিলে না ?" যতীশ কহিল, "মহাশয়, নবীনের সাংসারিক অবস্থা বড় ভাল নয় ; শুনিলাম, তাহার অর্থাভাবে এবার পরীক্ষা দেওয়া হইবে না, এবং তাহা হইলেই তাহার লেখা পড়া এককালে বন্ধ হইয়া যাইবে ; কারণ আর এক বৎসর পড়াইতে পারেন, তাহার জননীর এরূপ সঙ্গতি নাই। নবীন [illegible] সম্প্রতি পিতৃহীন হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় তাহার সান্ত্বনার একান্ত আবশ্যক। এদিকে আমি পরীক্ষা না দিলে বিদ্যালয়ের যে স্বতন্ত্র বৃত্তি আছে, তাহা পাইলে নবীনের অনেক সাহায্য হইবে, এই ভাবিয়া আমার জমার টাকা নবীনকে ঋণস্বরূপ দিয়াছিলাম, এবং পাছে আমার পরীক্ষা দেওয়া হইবে না জানিলে নবীন টাকা গ্রহণ না করে, এবং অভিভাবকগণ বাধা প্রদান করেন, এই ভয়ে আমি পরীক্ষার পূর্ব্বে কাহাকেও কিছু বলি নাই। পরে পিতৃদেব সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া, নবীনকে যে অর্থ ঋণস্বরূপ দিয়াছিলাম, তাহা আর পুনর্গ্রহণ করিবেন না এইরূপ

প্রতিকৃত হইয়াছেন।" অধ্যাপক মর্লের আত্মজীবনী স্মরণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উদার হৃদয়ের এবং নিঃস্বার্থপরতার অশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

৭—সৌজন্যে লোকলজ্জাদি কুসংস্কার বর্জ্জনীয়।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যাহা কার্য্যে প্রকাশ না পায় এমন সৌজন্যের কোনও ফল নাই। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে, মৌখিক সৌজন্য একেবারে বর্জ্জনীয়ও নহে। কারণ সকল সময়ে কার্য্যের আবশ্যক হয় না এবং যে স্থলে কেবল দুটী মধুর বচনে একটু সম্মান প্রদর্শন করা প্রভৃতি সহজ উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তথায় অতিরিক্ত সহানুভূতি ও সম্মানাদি প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করা বা অযাচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হাস্যজনক ও বিরক্তিকর হইয়া পড়ে। সকল বিষয়েরই একটা সীমা আছে। সীমা অতিক্রম করিলে বিপরীত ফল হয়। মান্য ব্যক্তিকেও অত্যধিক সম্মান প্রদর্শন করিলে তিনি লজ্জা দুঃখ এবং অপমান বোধ করেন। লর্ড বেকন একস্থানে বলিয়াছেন, "অধিক শিষ্টতা প্রদর্শন করিলে লোকের বিরক্তিকর ও বিশ্বাসভঙ্গ হয়।" অপরপক্ষে যে স্থলে প্রকৃত উপকার এবং অধিক সৌজন্য প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয়, তথায় লোকলজ্জা বা আলস্যের অথবা কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া কেবল একটু মৌখিক সৌজন্য প্রদর্শন করা যুক্তিসিদ্ধ নহে; একটী প্রকৃত ঘটনা * হইতে এই বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

---

* আর্য্যাবর্ত্ত পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

১৮৪৯ সালের শীতকাল। রাত্রি সমাগত। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগরের রু নেপোলিয়ন নামক রাজপথের এক পার্শ্ব দিয়া একটী অন্ধ বৃদ্ধ হস্তে একটী বীণা লইয়া ধীর পাদবিক্ষেপে গমন করিতেছে। সে বার্দ্ধক্যজনিত ক্ষীণতায় ও অনাহারে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া অস্ফুট স্বরে পথিকদিগের নিকট হইতে ভিক্ষা চাহিতেছে। বৃদ্ধ সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ দক্ষ। কিন্তু এক্ষণে বীণা বাজাইয়া ও সঙ্গে সঙ্গে গান করিয়া সে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে, এমন শক্তি তাহার নাই। রাত্রি অধিক হইয়াছে। রাজপথ ক্রমে পথিকশূন্য হইয়া পড়িতেছে। বৃদ্ধ ভাবিতে লাগিল, আজ এ রাত্রে আর আমার দিকে কে চাহিবে? দুই দিন খাই নাই, আজ রাত্রে আহার না পাইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটিবে। এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পথপার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। এমন সময়ে তিনটী যুবক সেই পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহারা তিনজনেই উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব এবং সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। সঙ্গীতপ্রিয় যুবকত্রয় বৃদ্ধের হস্তে বীণা দেখিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহার অবস্থা সমস্ত অবগত হইয়া করুণাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রথম যুবক বলিলেন, "আইস এই বৃদ্ধকে আমরা স্কন্ধে করিয়া আমাদের বাসায় লইয়া যাই।" দ্বিতীয় যুবক বলিলেন, "সে ত সহজ কথা, তাহা করিলে আমরা ইহার জন্য ত কিছুই ত্যাগ স্বীকার করিলাম না।" তৃতীয় যুবক বলিলেন, "আইস ইহার যে ব্যবসায়, আমরাও [illegible] হইয়া উঁহার অবস্থায় আমাদিগকে অবনত করিয়া উঁহার প্রতি আমাদিগের সহানুভূতি প্রদর্শন করি। আইস উঁহারই বীণা লইয়া এই রাজপথে উঁহারই মত গান গাহিয়া আমরা পথিকগণের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করি এবং তাহাই উঁহাকে প্রদান করিয়া উঁহার দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করি।" তৃতীয় যুবক যেই এই প্রস্তাব করিলেন,

প্রথম যুবক বৃদ্ধের নিকট হইতে বীণাটী চাহিয়া লইয়া তাহা বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অতি সুন্দর বীণাবাদক ছিলেন। তাঁহার মনোহর বীণাবাদনে একে একে পথিকগণ সেইস্থানে উপস্থিত হইতে লাগিল। অনন্তর দ্বিতীয় যুবক গাহিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে প্যারিস নগরে যে সকল স্বদেশানুরাগ উদ্দীপক গীত লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি তাহার একটী গাহিলেন। শ্রোতৃগণ মোহিত হইয়া পুরস্কারস্বরূপ তাঁহার নিকট যে অর্থ ছিল দান করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে মুদ্রাবৃষ্টি হইতে লাগিল। দ্বিতীয় যুবকের সঙ্গীত শেষ হইলে তৃতীয় যুবক গান ধরিলেন। তাঁহার স্বর অতীব সুমিষ্ট ছিল। পথিকগণ মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গীত শেষ হইলে আবার মুদ্রাবৃষ্টি হইতে লাগিল। নিরাহারী ভিক্ষুক বৃদ্ধ এই ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া এতদূর বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল যে, সে ভাবের আবেগে বাক্শক্তিহীন হইয়া পড়িল। ক্রমে পথিকগণ চলিয়া গেলে যুবকত্রয় সংগৃহীত অর্থরাশি বৃদ্ধের হস্তে অর্পণ করিলেন। আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় বিহ্বল হইয়া বৃদ্ধ যুবকত্রয়কে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। বিদায়কালে সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাদের নাম কি বলুন। আমি যতদিন বাঁচিব, ততদিন প্রত্যহ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাকালে আপনাদের নাম স্মরণ করিব এবং আপনাদিগকে চিরকাল সুখে রাখিবার জন্য ঈশ্বরের সন্নিধানে অকপটে হৃদয়ে প্রার্থনা করিব।"

প্রথম যুবক বলিলেন—"আমার নাম বিশ্বাস

দ্বিতীয় যুবক বলিলেন—"আমার নাম আশা

তৃতীয় যুবক বলিলেন—"আমার নাম প্রেম।"

এই বলিয়া তিনটী যুবক প্রস্থান করিলেন। বৃদ্ধের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। সে ভাবিল, আমি বিশ্বাসশূন্য ও আশাশূন্য এবং ঈশ্বরের ও

মানবের প্রতি প্রেমশূন্য হইয়া এই ব্যবহার [illegible] করিতেছিলাম, [illegible] তিনটী যুবকের মহৎ ব্যবহারে আমার [illegible] বিশ্বাস, [illegible] প্রেম ফিরিয়া আসিল। ধন্য ঈশ্বর! ধন্য তোমার দয়া!

আর একটী ঘটনা বলিতেছি। একদিন লুপ লাইনে [illegible] যখন ট্রেন থামিল তখন অন্যান্য আরোহিগণের ন্যায় এক বৃদ্ধাও সেই গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। তাহার সঙ্গে একটী বোঝা ছিল। সেই [illegible] বোঝাটী লইয়া বৃদ্ধা বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। কিন্তু টানাটানি করিয়াও নামাইতে পারিল না। এদিকে গাড়ী ছাড়িবারও সময় হইয়া আসিল। অন্যদিকে যাত্রিগণ দলে দলে আসিয়া গাড়ীতে উঠিতে লাগিল। বৃদ্ধা উপায়ান্তর না দেখিয়া আরোহিগণের মধ্যে অনেককেই বোঝাটী নামাইয়া দিবার জন্য মিনতি করিল। কিন্তু তখন কে কাহার কথা শুনে? কে কাহার দিকে দৃষ্টি করে? প্রত্যেকেই স্বীয় স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত; কেহই বৃদ্ধার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিল না। বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিল। তথাপি কেহ শুনিল না। কিন্তু তাহার কাতরতা একজনের কর্ণে প্রবেশ করিল। কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সেই ট্রেনে কলিকাতা যাইতেছিলেন, তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া [illegible] তৃতীয় শ্রেণীর নিকট গিয়া বোঝাটী বৃদ্ধার কাঁধে তুলিয়া দিলেন। তখন গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিয়াছে সুতরাং তিনি বৃদ্ধার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পূর্বেই দৌড়িয়া নিজের গাড়ীতে গিয়া বসিলেন। বৃদ্ধা মোট কাঁধে করিয়া কৃতজ্ঞতাভরে চোখের জল মুছিতে মুছিতে এবং মহারাজকে শত আশীর্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। অনেকে তৃতীয় শ্রেণীর নিকট যাইতেও লজ্জা বোধ করিবেন এবং একজন মলিনবসনা বৃদ্ধার কাঁধে মোট তুলিয়া দিতে হয়ত নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। স্বাভাবিক সৌজন্যের অভাব, অনুদারতা এবং কুসংস্কারই যে তাহার হেতু তাহা বলাই বাহুল্য।

ইহারই বা অর্থ কি? ইহা দ্বারা কি দাতাগণের দয়া এবং করুণার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পায়? যদি তাহাই হয়, তবে দক্ষিণ হস্তে ভিক্ষা দান করিতে বাম হস্তে যষ্টি কেন? প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতেই বা ভ্রূকুটির এবং পরুষবচন প্রয়োগের প্রয়োজন কি? যাহা রুক্ষভাবে, আরক্ত লোচনে, ক্রোধভরে দান কর, প্রার্থীর তাহাতে তৃপ্তি হয় কি? অসন্তুষ্ট চিত্তে দান করিলে লোকে গ্রহণ করিয়া অসুখী হয়, দাতার প্রতি প্রাণ খুলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারে না। কোথায় সে তোমার দান গ্রহণ করিবার সময় তোমার সহাস্য বদন, করুণার মূর্ত্তি, মাধুর্য্যের ছবি মনে মনে ধ্যান করিয়া পরম পিতার নিকট তোমার মঙ্গল কামনা করিবে, না, আপন দারিদ্র্যকে শত ধিক্কার দিয়া তোমার সেই আরক্ত নয়ন ও বিকট মূর্ত্তির প্রতিকৃতি হৃদয়ে পোষণ করিবে এবং সময়ে সময়ে তোমার সেই ঘৃণিত তাচ্ছিল্যভাব, তোমার বজ্রসম কর্কশ বাণী তাহার ভগ্নহৃদয়ে বিভীষিকা উৎপাদন করিবে।—এই দুইয়ের মধ্যে কোনটী বাঞ্ছনীয়? যদি প্রকৃত সুখী হইতে বাসনা কর, যদি পরের হৃদয়ে স্থান পাইতে অভিলাষ কর, জগৎ সংসার আপনার করিতে চাও, তাহা হইলে অভিমান বর্জ্জন করিয়া বিনয়ের সহিত অমিয় বচন প্রয়োগ করিতে শিক্ষা কর। মধুর বচনে দান করিলে দাতার প্রকৃত পুণ্য সঞ্চয় হয়, গ্রহীতাও তৃপ্তিলাভ করে।

"মহাত্মা এব্রাহামের নিয়ম ছিল যে, ক্ষুধার্ত্ত অতিথিকে আহার না করাইয়া আপনি জলগ্রহণ করিতেন না। এক দিন অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টির জন্য একটিও অতিথি আসিল না। সুতরাং তিনি সমস্ত দিন অনাহারে রহিলেন; অপরাহ্নে চারিদিকে ভৃত্যগণকে অতিথি অনুসন্ধানে পাঠাইয়া স্বয়ংও বাহির হইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় দূরে এক জন শ্বেতশ্মশ্রু জরা-দৌর্ব্বল্য পীড়িত ঝড়বৃষ্টিক্লান্ত কালীপদের

দুঃখ দেখিয়া ক্ষণিক উত্তেজনাবশে দান করিয়া পরমুহূর্ত্তে দুঃখ ও ক্ষতি বোধ করি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে দান করায় আমার চরিত্রের ত কোন উৎকর্ষই হয় নাই অধিকন্তু কৃত্রিম সহানুভূতি প্রকাশ এবং অশিষ্টতার অনুশীলনে আমার যথেষ্ট অপকার সাধিত হইয়াছে।

২—দয়ার অধিক ধর্ম্ম নাই।

যাহার হৃদয়ে দয়া নাই, সে মনুষ্যসমাজে বাস করিবার যোগ্য নহে। পরের দুঃখ মোচন করিতে যাহার প্রবৃত্তি না হয়, অন্যের অশ্রু দেখিয়া যাহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ এবং হৃদয় ব্যাকুল না হয়, এমন নীরসহৃদয় স্বার্থের উপাসক সমাজকণ্টকগণ মনুষ্যের আবাস হইতে যত দূরে অবস্থান করে ততই মঙ্গল।

অনেক জ্ঞানগর্ব্বিত, বৃথাভিমানী আছেন, যাঁহারা দেশ কাল পাত্র বিচার করিয়া দয়া সৌজন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। লোকে পাছে নিন্দা করে, পাছে তাঁহাদের নির্ম্মল চরিত্রে ও পবিত্র নামে কলঙ্ক স্পর্শ করে, পাছে তাঁহাদের হিমালয়প্রতিম উচ্চ মাথা হেঁট হইয়া যায়, এই ভয়ে তাঁহারা সর্ব্বদাই সশঙ্ক। ভিক্ষুককে স্বহস্তে এক মুষ্টি অন্নদান করিতে হইলে তাঁহারা চকিতলোচনে একবার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়েন। পথিমধ্যে কোন নীচকুলোদ্ভব ব্যক্তি অসহায় অবস্থায় পতিত হইলে তাহার সাহায্য করা দূরের কথা, তাহার সহিত কথা কহিতে, তাহার কি বিপদ হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিতেও লজ্জায়

তাঁহাদের বদনমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে। জনসমক্ষে যেন কোন গর্হিত কর্ম করিয়াছেন, বলিয়া তিনি অপ্রতিভ হইয়া পড়েন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের হৃদয়ে দয়ার বীজ আছে; কিন্তু বৃথা অভিমানবশে তাহা অঙ্কুরিত হইতে পায় না। বিপন্নকে উদ্ধার করিলে, দরিদ্রের পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিয়া সহায়বিহীন মুমূর্ষুর পিপাসাক্লিষ্ট বিশুষ্ক মুখে এক গণ্ডূষ জলদান করিলে, কিম্বা সমবেদনায় তাহার অশ্রুর সহিত আপনার অশ্রু মিশাইতে পারিলে, দুর্ভিক্ষপীড়িত নিরাশ্রয় মানবের সংজ্ঞাহীন ক্ষীণ দেহ আপনার হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাহার মুখে অন্ন তুলিয়া দিলে, লোকে নিন্দা না করিয়া বরং আনন্দে আপ্লুত হইয়া সেই দয়ার অবতারের পূজা করিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! অভিমান এবং লোকলজ্জার ভয় তাহা করিতে দেয় না। ইহাকে কুসংস্কার ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? যথায় একজন প্রকৃত উপকার প্রাপ্ত হয় বা তাহার ভগ্নহৃদয়কে প্রফুল্ল করে, তথায় সামাজিক কুসংস্কারকে সৎকর্ম্মের পথে কণ্টকস্বরূপ দণ্ডায়মান হইতে দেওয়া উচিত নহে। এখনি আমরা কোন কারণে দয়াপরবশ হইয়া একটী সাধু কার্য্য করিতে উদ্যত হইলাম, অমনি লোকলজ্জা বা সমাজনিন্দার ভয়ে আর এক পদ অগ্রসর হইতে পারিলাম না; হৃদয়ের ভাব হৃদয়েই বিলীন হইয়া গেল। এরূপ নির্দ্দয় এবং অশিষ্ট ব্যবহারে আমরা অনেক সময় আপনাকে মনে মনে ধিক্কার দিয়া থাকি বটে, কিন্তু কার্য্যকালে নিশ্চয়ই পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাই!

দয়ার অবতার।

আমাদের মধ্যে দয়াগুণে ভূষিত অনেক ব্যক্তিই মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, অনেকের বিবিধ সদনুষ্ঠানে প্রদত্ত অসংখ্য দানের নিদর্শন আছে। নিঃস্বার্থ দানের বলে অনেকেই আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া আছেন, কিন্তু কি জানি কেন, দয়ার অবতার বলিলেই যেন আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই বুঝায়। অপরে তাঁহাকে যেরূপই ভাবুন, দেশের লোকের নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয় দয়ার সাগর বলিয়াই অধিক পরিচিত। স্বদেশবাসীর নিকট তাঁহার দয়ার নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না; তাঁহার জীবনচরিতে পাঠকবর্গ তাঁহার অসীম দয়ার অনেক নিদর্শন পাইবেন। স্বজাতির প্রতি তাঁহার দয়া ভারতের চতুঃসীমায় আবদ্ধ ছিল না। সুদূর ফ্রান্সে অবস্থানকালে বঙ্গকবি মধুসূদন বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া যখন তাঁহার ভারতীয় আত্মীয় বন্ধুগণের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হন, তখন নিরাশার মধ্যেও তাঁহার হৃদয়ে একটু আশা জাগরূক ছিল। হয় ত তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে 'মেঘনাদবধ' এবং 'ব্রজাঙ্গনা'র কবিকে আজ বঙ্গে কেহ চিনিতেন না। দুর্বিষহ নিরাশার মধ্যেও তাঁহার এই ভরসা ছিল যে, সে সময়ে বঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ত্তমান ছিলেন। মাইকেল তাঁহাকে দয়ার সাগর বলিয়া জানিয়াছিলেন। তাই তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইলে অবশেষে তিনি সেই দয়ার অবতারের শরণাপন্ন হন। বলিতে কি, অচিরেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল; তিনি আসন্ন বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের সুখ তুচ্ছ করিয়া পরের সুখের জন্য পরোপকারব্রতেই স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে দীন দুঃখীর নয়নবারি মোচন করিতেন, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা, ভয়ার্ত্তকে অভয়, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়,

[illegible]—তিনি নিয়ত [illegible] কুটীরে গমন করিয়া তাঁহার তত্ত্ব লইতেন—তাঁহাকে কেমন করিয়া দয়ার অবতার না বলিব? ১৮৬৬ সালের দারুণ দুর্ভিক্ষের সময় যখন লক্ষ লক্ষ নরনারী অন্নাভাবে শীর্ণদেহ, বস্ত্রবর্জ্জিত, গৃহত্যক্ত ও ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উন্মত্তবৎ বিচরণ করিতেছিল, যখন অসংখ্য নরনারীর কঙ্কালমূর্ত্তিতে রাজপথ পূর্ণ হইয়াছিল, দলে দলে লোকে 'হা অন্ন হা অন্ন' করিয়া যখন কালগ্রাসে পতিত হইতেছিল, সেই সময়ে দয়ার অবতার প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া অসীম অধ্যবসায়ের সহিত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে অন্ন বিতরণ এবং সেই দারুণ বিপদের প্রতিকারার্থে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতের স্থানে স্থানে যদি এক এক জন বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করিতেন, বোধ হয় সে দুর্দ্দিনে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অল্প লোকেই জানিতে পারিত। পরের দুঃখ দেখিয়া নয়নের জলে যাঁহার বুক ভাসিয়া যাইত, সমাজ যাহাকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়া যিনি তাহাকে আদর করিয়া কোল দিতেন, বল দেখি তিনি দয়ার অবতার ছিলেন কি না? যুবকগণ! তোমরা এই আদর্শ পুরুষের জীবনী পাঠ কর, তাঁহার সাগরের মত গভীর দয়ার আদর্শে আপন আপন হৃদয় দয়াপ্রবণ করিতে অভ্যাস কর—বিশ্বসংসার আপনার করিয়া লও।

৪—ক্ষমা ও সদয় ব্যবহারে শত্রুও বশ হয়।

চীন সাম্রাজ্যের রাজধানী হইতে দূরে একস্থানে কতকগুলি প্রজা একবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। সম্রাট্ অমাত্যগণকে সঙ্গে [illegible]

স্বদেশীয় শত্রু দমন করিতে যাত্রা করেন; তাঁহাকে স্বয়ং উপস্থিত হইতে দেখিয়া বিদ্রোহিগণ তৎক্ষণাৎ বাধ্যতা স্বীকার করে। বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া সম্রাট্ "শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া আসি" বলিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন; সুতরাং এক্ষণে তিনি বিদ্রোহী প্রজাগণকে কঠোর দণ্ডবিধান করিবেন বলিয়া অমাত্যবর্গ সকলেই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সম্রাট্ তাহাদের মধ্যে অনেককেই ক্ষমা করিলেন এবং অনেকের প্রতি সৌজন্যও প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই সদয় ব্যবহার দেখিয়া মন্ত্রিবর্গ বিস্মিত হইলেন এবং প্রধান মন্ত্রী ক্ষুব্ধচিত্তে সম্রাট্কে তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলেন, "আপনি না শত্রুগণকে বিনাশ করিবেন বলিয়াছিলেন? এক্ষণে তাহাদের প্রতি এরূপ সদয় ব্যবহার করায় কি আপনার সঙ্কল্প রক্ষা হইয়াছে?" সম্রাট্ ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন, "আমার কথাই ঠিক হইয়াছে, আমি শত্রুনাশ করিব বলিয়াছিলাম, দেখ, আর এক জনও আমার শত্রু নাই, এখন সকলেই আমার মিত্র হইয়া গিয়াছে।"

কোন প্রতিবেশী যদি দুর্দান্ত হয়, তাহার সহিত ক্রমাগতই সদয় ব্যবহার করিলে, সে যে সকল দুর্ব্যবহার করে তাহা বিস্মৃত হইয়া তাহার দুঃসময়ে সাহায্য করিলে এবং সে প্রকাশ্য শত্রুতা করিলেও তাহার সহিত প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিলে সেও প্রকৃতি পরিবর্তন করে। ধীরে ধীরে তাহার কঠোর হৃদয় কোমল হইয়া আইসে, তাহার উদ্ধত এবং রূঢ় ভাব বিদূরিত হয়, তাহার কর্কশ কণ্ঠ ক্রমে মধু বর্ষণ করিতে থাকে। ব্যবহার দোষে যেমন নিতান্ত আপনার জন পর হইয়া যায়, ব্যবহার-গুণে তেমনি ঘোর শত্রুও মিত্র হইয়া যায়।

তোমরা কি বৈষ্ণব-চূড়ামণি নিত্যানন্দ দেবের অসীম ক্ষমা, [illegible] হৃদয়, অমিয় বচন এবং দেব-দুর্লভ প্রেমের কথা শুন নাই? বঙ্গের দুর্দান্ত দস্যু [illegible] জগাই মাধাই নিতাইয়ের প্রেমের [illegible]

আমাদের দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে কথায় কথায় চাকর চাকরাণীকে তিরস্কার করে এবং তাহাদিগের গায়ে হাত তুলে। প্রভু-গণের অশিষ্ট ব্যবহারেই ভৃত্যদিগের স্বভাব ক্রমে নীচ হইয়া পড়ে।

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত কোন ভদ্র পরিবারের অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি বলেন, ঐ বাটীর কোন চাকর কখন কিছু চুরি করে নাই; টাকা পয়সা গহনা তাহাদিগের হাতে পড়িত, কিন্তু পাইলেই প্রভুকে আনিয়া দিত। ঐ বাটীর গৃহিণী একদিন কর্তাকে বলিতেছিলেন, "আমি মনে করি, চাকরেরা ছেলেদের চেয়েও অধিক দয়ার পাত্র। ছেলেরা তোমার আমার কাছেই থাকে। যখন যা চায় তখন তাই পায়। ছেলেদের ব্যারাম হইলে তুমি আমি কাছছাড়া হই না। চাকরেরা পীড়ার যাতনায় অধীর হইয়া 'বাবাগো,' 'মাগো' করিয়া চীৎকার করে; উহাদের বাপই বা কোথায়? মা-ই বা কোথায়? তুমি আমিই ওদের বাপ মা! তুমি চাকরকে বড় বিশ্বাস করিলে ত তাহাদের হাতে বাক্সের চাবিটী দিলে। কিন্তু চাকর তোমারই দয়ার উপর আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়া রহিয়াছে।"

ঐ বাটীতে চাকরদিগের মধ্যে যাহার যে কাজ তাহা নির্দিষ্ট ছিল বটে কিন্তু একজনের পীড়া হইলে, কি কেহ ছুটী লইলে অপরে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহার কাজ আপনাদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া লইত। ঐ বাটীতে ছুটীর জন্য চাকরের মাহিনা কাটা যাইত না। পীড়ার চিকিৎসার এবং ঔষধপথ্যাদির ব্যয়ও তাহারা সরকার হইতে পাইত, এবং কখন কাহাকেও হাসপাতালে পাঠান হইত না। ঐ বাটীর চাকরেরা মিথ্যাবাদী এবং চোর হইত না। যাহাদের অবস্থা তেমন নয়, অতদূর সাহায্য করিতে পারিবেন না, তাঁহারা মুখের দুটী মিষ্ট কথা অনায়াসে প্রয়োগ করিতে পারেন।

৬—প্রভুত্ব।

"জাতিতে আকারে কিম্বা শরীরের বলে
আশ্রিত ও সমতুল্য এরা ও সকলে।
এখন বিপদে যদি না করি উদ্ধার,
তবে কিবা ফল বল প্রভুত্বে আমার?"

—হিতোপদেশ।

একস্থানে একটী পক্ষী ধরিবার জাল বিস্তৃত ছিল। তথায় তণ্ডুল কণার লোভে কতকগুলি কপোত গিয়া বসিল এবং জালে বদ্ধ হইল। নিষ্কৃতির উপায় না দেখিয়া সকল কপোত একমত হইয়া জাল লইয়া উড়িতে লাগিল। কপোত দলপতি তখন আশ্রিতদিগের ও নিজের আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার মানসে তাহার বন্ধু হিরণ্যক নামে এক মূষিকের নিকট গমন করিল। অনন্তর প্রিয়সম্ভাষণের পর মূষিক, কপোতরাজ চিত্রগ্রীবকে সম্মুখে আসিয়া [illegible] বদ্ধ দেখিয়া [illegible] করিল, পরে জিজ্ঞাসা করিল, "সখে এ কি?" চিত্রগ্রীব বলিল, "বন্ধু, ইহা আমাদের অবিমৃশ্যকারিতার ফল!" ইহা শুনিয়া হিরণ্যক চিত্রগ্রীবের বন্ধন ছেদন করিতে উদ্যত হইল। তখন কপোতরাজ কহিল, "আগে আমার না করিয়া এইসকল আশ্রিতজনের বন্ধন ছেদন কর, তাহার পরে আমার বন্ধন ছেদন করিও।" হিরণ্যক বলিল, "আমার শক্তি অল্প এবং দন্ত কোমল। সুতরাং আমি ইহাদের সকলের বন্ধন কিরূপে ছেদন করিতে পারি? অতএব আমার দন্তসকল বিনষ্ট হইবার পূর্ব্বে তোমার বন্ধন ছেদন করিয়া পরে যথাসাধ্য আর সকলের বন্ধন ছেদন করিব।" কপোতরাজ বলিল, "বন্ধু, যাহা বলিলে সত্য, কিন্তু তুমি যথাশক্তি ইহাদেরই বন্ধন

ছেদন কর। কারণ কোনক্রমেই আমার আশ্রিতদের দুঃখ দেখিতে পারিব না।

বিনা মূল্যে কেনা যারা আশ্রিত আমার।
মন প্রাণ দিয়া রক্ষা কর সে সবার॥

এই কথা শুনিয়া হিরণ্যক হৃষ্টচিত্ত ও পুলকিত হইয়া কহিল, "সাধু মিত্র সাধু! আশ্রিতগণের প্রতি বাৎসল্য গুণে তুমি ত্রিলোকের প্রভুত্ব পাইবার যোগ্য।" সে এই কথা বলিয়া সমস্ত কপোতের বন্ধন ছেদন করিল।

ভৃত্যের প্রতি প্রভুর যেরূপ শিষ্টব্যবহার করা কর্তব্য, সকল আশ্রিত-জনের প্রতি আশ্রয়দাতারও সেইরূপ করা কর্তব্য। আশ্রিত বলিয়া তাহাদের প্রতি যথেচ্ছ আচরণ করা নীতিবিগর্হিত। যাহারা তোমার মুখ চাহিয়া আছে, তোমার ইঙ্গিতে যাহারা প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হয়, এমন কি যাহাদের জন্যই তোমার প্রভু-পদের সার্থকতা, সেই সকল অধীন জনকে রক্ষা ও পালন করা নীতি এবং ধর্ম্মসঙ্গত। অপরপক্ষে আশ্রিত-গণের রক্ষা এবং পালন যেমন অবশ্য করণীয়, তাহাদের দোষ সংশোধন এবং অপরাধের যথোচিত শাসন সেইরূপ সুসঙ্গত। আত্মাভিমান এবং স্বার্থের দিক মানবের এরূপ প্রবলতা যে, অধিকাংশ স্থলেই ত্রুটির জন্য অধীন জনের শাসনই হয়, কিন্তু উপযুক্ত শাসন এবং যথোচিত পুরস্কার—এতদুভয়ই সমভাবে অনুষ্ঠিত হইতে অল্পই দেখা যায়। কি গৃহে কি বাহিরে, সমাজে অথবা কর্ম্মস্থলে, ধর্ম্মক্ষেত্রে কিম্বা রণক্ষেত্রে, শান্তিতে অথবা বিগ্রহে, উদারমতি, প্রভুশক্তিসম্পন্ন মহাজনগণ আশ্রিতদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন। যে নীতি এবং ধর্ম্মবলে রাজা প্রজাপালন ও রাজ্যরক্ষা করেন, সেনাপতি সৈন্য সংরক্ষা করেন, গৃহস্বামী পরিবার প্রতিপালন করেন, জননী সন্তান পালন

করেন এবং গৃহিণী বধূ ও কন্যাগণকে রক্ষা করেন, সেই একই নীতি এবং ধর্ম-নিয়ম জগতের সকল জাতি, সকল সম্প্রদায় এবং সর্বশ্রেণীর মধ্যে আশ্রিত জন সুরক্ষিত হইয়া থাকে। এমন কি, নিকৃষ্ট জীবজন্তুদিগের মধ্যেও এই ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়। প্রায় যে সকল জন্তু দলে দলে বিচরণ করে, বিপৎকালে তাহাদিগের মধ্যে যেটী দলপতির ন্যায় অগ্রগামী থাকে, তাহার তেজ, সাহস, প্রতিরোধকৌশল এবং দমন আহারও অনেক না হয় সেইকে প্রখর দৃষ্টি লক্ষ্য করিলে যুগপৎ আনন্দ এবং বিস্ময়ে আপ্লুত হইতে হয়। সুতরাং উপরোক্ত কপোতদলপতি চিত্রগ্রীবের গল্প উপকথা বলিয়া উপেক্ষা করিও না।

৭—আবুবেন এবং স্বর্গীয় দূত

নিয়া আবু বিন্ আদম—(তাঁহার বংশ বিশাল হউক)
নিশীথে জাগিয়া দেখিলেন ঘরে উছলে জ্যোৎস্নালোক।
রূপে উদ্ভাসি জোছনার রাশি পদ্ম ফুলের মত
দেবদূত এক সোনালি পুঁথিতে লিখিতে আছেন রত।
চিত্তে আবুর ছিল না কলুষ, তাই সাহসের ভরে
শুধালেন তিনি—"কি লিখ আপনি পুঁথির পাতার পরে"
আঁখি তুলি ধীরে স্বপন মুরতি কানে কহিলেন তার—
"বিশ্বরাজারে যারা ভালবাসে নাম লিখি তা' সবার।"

"আমার নাম কি লিখছেন?" আবু শুধালেন মৃদুভাবে;
"লিখি নাই" শুধু কহি সংক্ষেপে দেবতার মৃদু হাসে;
বিনয় বচনে আবু কহিলেন, "লেখ তবে অন্তত
আবু ভালবাসে সকল মানুষে ঠিক আপনারি মত।"
কি লিখি পুঁথিতে অলখিতে হায় দেবতা গেলেন চলি,
পরদিন রাতে এলেন বিভাতে ভুবন সমুজ্জলি।
সোনালি পুঁথিটী খুলি ধরিলেন আবুর আঁখির আগে,
নিখিল ভকত জনের শীর্ষে আবুর নামটী জাগে!

—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ব্যবহার করিতে হয়। সুতরাং সর্ব্বদাই বিনয়, অমিয় বচন, স্তুতি প্রভৃতি দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। মনুষ্যগণ যে নিরবচ্ছিন্ন ক্রোধবর্জ্জিত, কোমল, সুরল, নিরীহ ও বিনয়াবনত হইয়া থাকিবে এমন নহে, এবং তাহা হইলেই যে লোকে সাধুচরিত্র, শিষ্ট ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হয়, তাহাও নহে। সময়ের উপযোগী অনুষ্ঠান আবশ্যক। তুমি রাজপথ দিয়া যাইতেছ, এমন সময় দেখিলে একজন দুর্ব্বল ব্যক্তি প্রবলের দ্বারা অপমানিত ও উৎপীড়িত হইতেছে, কিম্বা কোন অসহায়া অবলা দস্যু-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কাতরস্বরে সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে। সে সময় যদি ক্ষমাশীল হও এবং প্রবলের উৎপীড়ন, অনাথার করুণক্রন্দন ও তাহার সাহায্যের জন্য কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া স্বীয় নিরীহতা প্রকাশ কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ জানিবে তুমি কাপুরুষ—তোমার ক্ষমাশীল নিরীহ স্বভাবই তোমার চরিত্রের কলঙ্কস্বরূপ। কিন্তু যদি সেই নির্য্যাতন দেখিয়া তোমার শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে, ক্ষমার স্থলে ক্রোধের উদ্রেক হয়, ঔদাসীন্য এবং উপেক্ষার পরিবর্ত্তে অসহায়ের সহায়তা করিতে প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে তুমি পুরুষ-পদবাচ্য।

ক্রোধ, ক্ষমা, দয়াদাক্ষিণ্য, বিনয়, শাসন প্রভৃতির যথানুষ্ঠান দ্বারা কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। যাঁহারা সম্ভ্রান্ত বা ভদ্রলোক বলিয়া সমাজে উক্ত হন, তাঁহাদের এই সকল গুণ অর্জ্জন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ইউরোপে পূর্ব্বকালে "নাইট" উপাধিধারী একটী সম্প্রদায় ছিল। দুষ্টের দমন করাই তাঁহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ইঁহারা অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে অত্যাচার-প্রপীড়িত নরনারীর উদ্ধারার্থে দিবানিশি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন। নাইটসম্প্রদায়ের সকলেই সুশিক্ষিত উচ্চবংশসম্ভূত এবং রণপাণ্ডিত্যে এক একজন অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহারা রমণীগণকে দেবতার ন্যায় সম্মান করিতেন। এই সকল সম্ভ্রান্ত

ব্যক্তির শৌর্য্য, বীর্য্য এবং শিষ্টাচারের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ইউরোপীয় ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। নাইটগণ যে কেবল স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে বিখ্যাত হইয়াছিলেন এরূপ নহে, তাঁহারা রাজভক্তি, সাহস, দুর্ব্বল ও অসহায় শিশু ও রমণীর প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধা, নিগৃহীতের পক্ষাবলম্বন, পীড়নকারীর সহিত যুদ্ধতৎপরতা, বিজিত শত্রুর প্রতি দয়া, বন্ধুর প্রতি বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, সভ্যতা, চরিত্রের নির্ম্মলতা প্রভৃতি বিবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন। ইঁহারা 'নাইট' অর্থাৎ শূর বলিয়া দেশমান্য হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে এরূপ বহুগুণান্বিত পুরুষগণের কোন বিশেষ সম্প্রদায় না থাকিলেও, অনেক পরহিতব্রত কর্ত্তব্যপরায়ণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উচ্চসম্মানসূচক নাইট উপাধিতে ভূষিত হইয়া থাকেন। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের সুবিচারপদ্ধতি এবং শাসনগুণে দুষ্টের দমনার্থ শূরসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নাই, কিন্তু প্রকৃত সম্ভ্রান্ত এবং সুসামাজিক হইতে হইলে, উক্ত সাম্প্রদায়িকের গুণাবলীর অধিকারী হওয়া আবশ্যক। কর্ত্তব্যপরায়ণ, সাহসী, শিষ্ট, দুঃখী ও দুর্ব্বলের সাহায্যকারী এবং অপরাধীর প্রতি ক্ষমাশীল, বন্ধুবৎসল, নির্ম্মলচরিত্র, সত্যবাদী এবং সাধু ব্যক্তি প্রকৃত সম্ভ্রান্ত বা ভদ্রলোক পদবাচ্য। একজন বিখ্যাত লেখক বলিয়াছেন যে, ভদ্রলোক হইতে হইলে দর্জ্জি অথবা বিলাসসামগ্রীর উপর নির্ভর করিতে হয় না। সুন্দর জামাজোড়াকে সুন্দর স্বভাব বলে না। ভদ্রলোক বলিলে মোটামুটি বুঝিতে হইবে—তিনি শান্ত, বিনয়ী, শিষ্ট এবং উদার। কে ভদ্র, কে অভদ্র, তাহা নির্ণয় করিতে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। মুখের একটী কথা ও সামান্য একটী ব্যবহার দ্বারা স্বভাবের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল বাহ্য আড়ম্বর বা সাজসজ্জা দেখিয়া বিচার করিলে অনেক সময়ে মহাভ্রমে পতিত হইতে হয়। ভদ্রলোকের পক্ষে স্বার্থপরতার অপেক্ষা ঘৃণাজনক অপরাধ আর নাই। সৌজন্যের

অঙ্গ-সঙ্গী ভদ্রতা। ভদ্রলোক বলিলেই শিষ্ট সভ্য বুঝিতে হইবে। একের অভাবে অন্যটির অভাব হয়। যাবতীয় অশিষ্টাচারের মূলে ঘৃণ্য স্বার্থপরতা লক্ষিত হয়, সুতরাং ভদ্রতা এবং স্বার্থপরতা পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী।

রেভারেণ্ড চার্লস্ কিংস্লী বলেন, "যদি জগদীশ্বরের নিকট [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছ, সে সমস্ত এককালে নষ্ট করিতে চাও, যদি তুমি নিজে অসুখী হইতে এবং পরকে অসুখী করিতে বাসনা কর, তাহা হইলে তোমায় অতীব সরল পথ বলিয়া দিতেছি—কেবলমাত্র স্বার্থপর হও, তাহা হইলেই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। যদি আপনার চিন্তাতেই মন দাও, তোমাকে লোকের কতদূর সম্মান করা কর্ত্তব্য, তোমার সম্বন্ধে তাহাদের কিরূপ ধারণা—এইসকল ভাবনা ভাব, তাহা হইলে কিছুতেই তোমার সুখ সন্তোষ লাভ হইবে না।" নিঃস্বার্থপরতা বলিতে আপনার বিষয়ে আদৌ চিন্তার অভাব বুঝায় না। অপরের প্রতি আমাদের যেমন কর্ত্তব্য আছে, আমাদিগের আপনার প্রতিও তদ্রূপ কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। এবং এই উভয় কর্ত্তব্যের মধ্যে একটীর প্রতি অমনোযোগ করিলে অন্যটীর প্রতিও অমনোযোগ করা হয়। আমাদের শরীর, মন এবং হৃদয় আমরা অতি সাবধানে রক্ষা করিব। এই তিনের রক্ষাবিধান এবং উৎকর্ষ সাধন আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। যে সকল উপদেশ মহাজনগণ প্রদান করেন, সে সমস্তই সুস্থ শরীরের পক্ষে খাটে; অসুস্থ শরীরে নিশ্চয় খাটে না। সুতরাং সবল দেহ ও উন্নত হৃদয় এই উভয়ই আবশ্যক। কেবল বুদ্ধির দ্বারা সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় না; কায়িক চেষ্টাও আবশ্যক হয়। অতি সুপণ্ডিত যদি অত্যাচারের প্রতিকার করিতে না পারিয়া কেবল উপদেশমূলক সুন্দর সুন্দর শ্লোকের আবৃত্তি করেন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা সুসামাজিকের কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হয় না। এস্থলে

উৎপীড়ন নিবারণের উপযোগী শক্তি আবশ্যক। দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ প্রায়ই রুক্ষস্বভাব এবং পরুষভাষী হইয়া থাকেন। তাহার কারণ আর কিছুই নহে,—হৃদয়ের ভাব কার্য্যে পরিণত করিতে না পারায় তাঁহাদের দুর্দ্দমনীয় মনোবেগ বাক্যে এবং কণ্ঠস্বরে পরিব্যক্ত হয়। সময়ে সময়ে এইরূপ লোক ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়া আপনারাই লজ্জিত হন।

অনেক কারণে আত্মরক্ষার প্রয়োজন। পরোপকার এবং শান্তি রক্ষা, এই উভয়ের জন্যই শারীরিক বল আবশ্যক। জীবন অতি তুচ্ছ বটে, কিন্তু তাহাকে রক্ষা না করিলে পরোপকার কে করিবে? পরোপকার, বহুদর্শন এবং প্রকৃতির আজ্ঞা পালনের জন্য আত্মরক্ষা করা আবশ্যক। যদি জন্মগ্রহণপূর্ব্বক জাগতিক ব্যাপার দেখিয়া বহুদর্শন লাভ করিতে না পারিলে, জগতের হিতসাধন না করিলে, তবে আর জীবনধারণে ফল কি?

রামচন্দ্র জয়লাভ করিলে পর রাবণের জননী নিকষাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"বৃদ্ধা এত পুত্রশোক পাইল, পৌত্র প্রপৌত্রাদির মৃত্যু দেখিল, তথাপি এখনও জীবনের মায়া ত্যাগ করিতে পারিতেছে না।" ইহার উত্তরে নিকষা বলিয়াছিলেন, "শ্রীরামচন্দ্র! আমি নহে, প্রাণের মায়াতে আত্মরক্ষা করিতেছি না, তোমার লীলা আরও দেখিতে সাধ আছে। বাঁচিলে তবে ত দেখিব?"

আত্মরক্ষায় মনোনিবেশ করিয়া হৃদয়ের বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন পক্ষে উদাসীন থাকিলেও চলিবে না। স্বাস্থ্যরক্ষার আবশ্যকতাসম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না, কিন্তু স্বাস্থ্য অপেক্ষাও অধিক প্রয়োজনীয় এবং যত্নের সামগ্রী আছে; তাহা চরিত্র। জগতের অধিকাংশ লোক আয়ব্যয়ের শৃঙ্খলিতরূপ হিসাব রক্ষা করে; অল্পলোকেই স্বাস্থ্য রক্ষায় জন্য যত্নবান হয়। প্রথম শ্রেণীর লোক নিতান্ত স্বার্থপর, কেবল শরীর রক্ষার্থই রমণীয় জীবনপাত করে। ঘটিকাযন্ত্রের দোলকের ন্যায় ইহারা

চরিত্র নষ্ট হইলে সমস্তই নষ্ট হয়, সুতরাং চরিত্ররক্ষাই প্রকৃত আত্মরক্ষা এবং চরিত্রোন্নতিই আত্মোন্নতি।

২—সৎসাহস।

শ্রীমান্ আদিনাথ সেন ঢাকা বিভাগের ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইন্‌স্পেক্টর মৃত রাও সাহেব দীননাথ সেন মহাশয়ের পুত্র। আদিনাথ অন্যান্য বালকদিগের সঙ্গে একদিন ক্রিকেট খেলিতেছিলেন। ক্রীড়াস্থলের সন্নিকটে একটী কূপ ছিল। হঠাৎ একটি তিনবৎসরের শিশু কূপে পতিত হয়। আদিনাথ শিশুকে জলমগ্ন হইতে দেখিয়া জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া শিশুর উদ্ধারার্থে কূপ মধ্যে লম্ফ দিয়া পতিত হন। তিনি জলমধ্যে শিশুকে একহস্তে জলের উপর তুলিয়া ধরেন; অন্যান্য বালকেরা তাড়াতাড়ি কূপের ভিতর এক গাছি দড়ি নিক্ষেপ করিলে, আদিনাথ এক হস্তে শিশুটীকে এবং অপর হস্তে দড়ি ধারণ করেন। বালকেরা তখন দড়ি টানিয়া তাঁহাকে তুলিতে আরম্ভ করে। কিন্তু কিছুদূর উঠিলেই দড়ি ছিঁড়িয়া যায় এবং আদিনাথ ঐ শিশুসহ পুনরায় কূপের জলে নিমগ্ন হন। তিনি পুনরায় শিশুটীকে একহস্তে জলের উপরে ধরিয়া রাখেন। সঙ্গী বালকেরা তাড়াতাড়ি আর একগাছি দড়ি আনিয়া পুনরায় কূপমধ্যে নিক্ষেপ করে এবং তাহা ধরিয়া আদিনাথ শিশুটীকে লইয়া উপরে উঠেন।

শ্রীমান্ আদিনাথ বিপন্ন শিশুটীকে রক্ষা করিবার জন্য স্বীয় জীবনের

মায়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সাধু দৃষ্টান্ত সকলেরই অনুকরণযোগ্য। আমরা আশা করি, যুবকগণ আদিনাথের এই সৎসাহস জীবনে লাভ করিতে চেষ্টা করিবেন। (সঞ্জীবনী)

এরূপও শুনা ও দেখা গিয়াছে, অগ্নিদাহে অট্টালিকার স্থানে স্থানে অগ্নি জ্বলিতেছে, উচ্চ উচ্চ ছাদ, প্রাচীর প্রভৃতি ভগ্ন হইয়া পড়িতেছে এবং প্রবল বায়ুর তাড়নায় অগ্নিকাণ্ড ক্রমেই ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে— এমন প্রাণসঙ্কট স্থলে প্রবেশ করিয়া কত সহৃদয় ব্যক্তি বিপন্ন ও আসন্ন মৃত্যুমুখে পতিত নরনারীকে উদ্ধার করিয়াছেন। এ সমুদয় সৎসাহসের আদর্শ। প্রবল ধর্ম ও নৈতিক বলের জন্যই এইসকল নরদেবগণের হৃদয়ে সৎসাহসের প্রেরণা হইয়া থাকে।

যাঁহারা শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, সকল স্বার্থ বলি দিয়া এবং লোকলজ্জা কুসংস্কারাদি বর্জ্জন করিয়া ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার্থ দণ্ডায়মান হন, তাঁহাদের সৎসাহসও বড় অল্প নহে।

৩—পরোপকার।

প্রকৃত পরোপকারবৃত্তি মানবের ভালবাসাপ্রসূত। একজনের উপকার করিলে আমার উপকার হইবে, এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া পরের মঙ্গল করিলে সৎকার্য্যানুষ্ঠানে যে একরূপ অপার্থিব আনন্দ হয় তাহার উপভোগ করিতে পারা যায় না। ইহাকে বণিগ্‌বৃত্তি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভালবাসাই জীবজগতের বন্ধন। ভালবাসা সন্তানে

ঋণ পরিশোধ করিতে যাইলে কাল তাহা হস্তচ্যুত হইবে এবং তিনি এব প্রকার নিঃস্ব হইয়া পড়িবেন। একদিকে তাঁহার ঐশ্বর্য্যসম্পদের মধ্যাহ্ন সময়ে মূলধনশূন্য হইবার সম্ভাবনা, অন্যদিকে আত্মস্বার্থ বজায় রাখিলে বহু নিরপরাধ পরিবারের সর্ব্বনাশের আশঙ্কা। তাঁহার পরামর্শদাতাগণও তাঁহার স্বার্থের অনুকূল পরামর্শ দান করিতে ক্ষান্ত হন নাই; কিন্তু ন্যায় ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পুরুষসিংহ প্রকাশ্য সভায় বাণিজ্য কুঠির স্বত্বসহ আপনার যথাসর্ব্বস্ব বিনিময়েও পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইহা তাঁহার জীবনের এইরূপ বহু ঘটনার মধ্যে একটী। পার্থিব কোন প্রলোভনই তাঁহাকে নৈতিক জীবনের সৎপথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। যাহা শ্রেয় তাহাকে অবলম্বন করিতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। ধনপতির গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, সুখসম্পদে লালিত-পালিত হইয়া এবং স্বয়ং অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকার পাইয়াও যিনি পাপ-পঙ্কিল পৃথিবীর [illegible]লোভন তুচ্ছ করতঃ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত [illegible] [illegible] রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, বল দেখি তাঁহার নৈতিকবল কিরূপ অসাধারণ ছিল?

পরের যাহা প্রাপ্য, যাহা ন্যায্য, তাঁহা দান করিতে যদি আত্মস্বার্থে আঘাত লাগে, তথাপি যিনি তাহা দান করেন; দোষ করিয়া পরীক্ষার সময় অশুভ পরিণামের ভয় না করিয়া যিনি অপরাধ স্বীকার করেন, বালকই হউন আর বৃদ্ধই হউন, প্রকৃত পক্ষে মনুষ্যত্বে তিনি মানবসমাজে অতি উচ্চ আসনের অধিকারী। নৈতিক বলে বলীয়ান ব্যক্তি লোকনিন্দা, লোকলজ্জা, বিদ্রূপ ও সংস্কারের বাধা না মানিয়া প্রকাশ্যভাবে ও অসঙ্কোচে বিবেকসম্মত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। এক্ষেত্রে সময়ে সময়ে এরূপ ঘটনাও ঘটে, যখন অনেকেই নৈতিক শক্তি প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইয়া পড়েন এবং স্বীয় পদমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে বৃথা ভীত হন। জগদ্বিখ্যাত

ধনী ও দানবীর শ্রেষ্ঠ কার্ণেগীর সম্মান সম্ভ্রমের কথা আজ কাহার নিকট অবিদিত আছে? এই কার্ণেগীর অতুল সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী ফ্যানসি। ফ্যানসি তাঁহার খুল্লতাতের শকটচালক হিবাবকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। জগতের জনসাধারণ ফ্যানসির এই বিবাহে কি বলিবেন? কিন্তু কার্ণেগী প্রকাশ্যে বলিয়াছেন, "আমার ভূতপূর্ব্ব শকটচালক হিবার অতি সচ্চরিত্র ও ন্যায়নিষ্ঠ যুবক। সুতরাং আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী ফ্যানসি তাঁহাকে বিবাহ করিয়া আমাদের বিরক্তির পাত্রী হন নাই। বরং ফ্যানসি যে, কোন গুণহীন ডিউককে বিবাহ না করিয়া এমন গুণবান্ যুবককে বরমাল্য দান করিয়াছে তাহাতে আমাদের আনন্দই হইয়াছে।" বর্ত্তমান অভিজাত তন্ত্রের অন্যতম নায়ক ধনকুবের কার্ণেগীর এই নৈতিকবল বড় সামান্য নহে।

মহাত্মা কৃষ্ণদাস পালের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। ইনি যথার্থ স্বদেশ-হিতৈষী, উদার এবং সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন। সামান্য অবস্থা হইতে এইরূপ উন্নতি করিতে এবং দরিদ্রের সন্তান [illegible] হইতে অল্পই দেখা যায়। এই মহাপুরুষ কি দেশীয় সমাজ কি ইউরোপীয় সমাজ, কি বড় লাটের মন্ত্রণাসভা [illegible] সর্ব্বত্র, সকল স্থানেই সমভাবে আদৃত এবং সম্মানিত হইয়াছিলেন। শুনা গিয়াছে, এক দিবস একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজপুরুষ কৃষ্ণদাস পালের বাটীতে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসবাবু তখন বাটীর ভিতরে ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা সামান্য পরিচ্ছদে বাটীর বাহিরে বসিয়াছিলেন। রাজপুরুষ ঘোটকারোহণে আসিয়াছিলেন। বাটীর সম্মুখে সামান্য পরিচ্ছদ-পরিহিত বৃদ্ধকে বাটীর কোন ভৃত্য ভাবিয়া তিনি তাঁহাকে ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া থাকিতে আদেশ করিলেন। বৃদ্ধ সে কথায় কর্ণপাত না করায় তাঁহাকে বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে আজ্ঞা করিতে লাগিলেন।

উচ্চ হইতে চাহেন, এবং অপরের অপমান করিয়া নিজের সম্মান রক্ষা করিতে অভিলাষী হন, মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি নিতান্ত অনভিজ্ঞ। উচ্চ শিক্ষার অভাব এবং পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তি ইহার কারণ বলা যাইতে পারে। সাধারণের কথা কি, ইহারা প্রকৃত মানীর মানরক্ষা করিতে পারেন না। এতদ্দ্বারা এইসকল ব্যক্তি আপনাদের ক্ষুদ্রত্ব আপনারাই প্রতিপন্ন করেন। মানীর মান রক্ষায় যে নিজের সম্মান বর্দ্ধিত হয়, এবং বিদ্যাবুদ্ধি অর্থাদিতে তাঁহাদের নিম্নপদস্থ ব্যক্তিগণ হীন হইলেও যে তাঁহারা ভদ্রসন্তান, ইহা ভ্রমেও ভাবেন না। তোমরা মান্য ব্যক্তির সম্ভ্রম রক্ষা করিতে কখনও অবহেলা করিও না। এবিষয়ে যাঁহারা আমাদের আদর্শ, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্বনামখ্যাত ৺দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে একজন। মানীর মান রক্ষা করিতে তিনি জীবনে কখনও ভুলেন নাই। তিনি নিম্নপদস্থ এবং সামান্য সামান্য লোকজনকে মিষ্টকথায় পরিতুষ্ট করিতে এবং অমায়িক ব্যবহারে সকলকে আপ্যায়িত করিতে কখনও অপমান বোধ করিতেন না। কোন সমারোহকালে পাছে সামান্য অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকদিগের যত্নের ত্রুটি হয়, এজন্য তিনি স্বয়ং তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেন এবং উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত লোকদিগের অভ্যর্থনার ভার বন্ধুবান্ধবগণের উপর অর্পণ করিতেন। তাঁহার এই অনন্যসুলভ সৌজন্যই তাঁহাকে সকলের প্রিয় করিয়াছিল। তিনি যে ছোট, বড়, ভদ্র অভদ্র নির্ব্বিশেষে অমায়িক ব্যবহার করিতেন, এবং যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তদনুরূপ সম্মানিত করিতেন, তাহাতে তাঁহারই অধিকতর মহত্ব এবং সম্মান বৃদ্ধি হইত।

ব্যবহারের জন্যই সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে,—ভদ্র ও অভদ্র। নীচ ব্যক্তিগণ অবিনয়ী, খলস্বভাব, কর্কশভাষী, কদাচারী এবং

[illegible] তাহারা [illegible] নামে অভিহিত হয় এবং [illegible] হইয়া থাকে ; কিন্তু ব্যবহারগুণে নীচজাতীয় [illegible] সমাজে আদরণীয় হয় এবং ব্যবহারদোষে উচ্চজাতীয় [illegible]বংশসম্ভূত যে কোন ব্যক্তি সমাজে ঘৃণ্য হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, ব্যবহারই মনুষ্যকে উচ্চ অথবা নীচ করে। তোমরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে, তোমাদিগের [illegible] গণ্যমান্য এবং ধনী হইবে। তখন তোমাদিগকে বড়-লোকদিগের [illegible] এবং সুশিক্ষিত মহাজনসমাজে মিশিতে হইবে। সুতরাং এই সময় হইতে যদি স্বভাব চরিত্র সুন্দর এবং শিষ্টাচার শিক্ষা না কর, তাহা হইলে তখন বুঝিতে পারিবে যে, তোমরা অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পার নাই। নিশ্চয়ই তখন তজ্জন্য তোমাদিগের অনুতাপ হইবে। [illegible] সমাজ তোমাদিগকে অভদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারে [illegible] না করে সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু অনেক সময়ে হয়তো তোমরা আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিয়া অসুখী হইতে পার।

অসাধ্য সাধন করিতে পারে। প্রকৃত যাহা সুন্দর তাহাতে মানবমাত্রেরই মন আকৃষ্ট হয়। যাহা কুৎসিত, স্বভাবতঃ তাহা লোকের ঘৃণা ও বিরাগ উৎপাদন করে। মধুর বাক্যে অবশ্যই এমন কোন মাধুর্য্য আছে, যাহা লোকের চিত্ত হরণ করিতে পারে। তাহাদ্বারা কঠিনহৃদয় রুক্ষস্বভাব ব্যক্তিও কোমল হয়, এমন কি দুর্দমনীয় শত্রুও পরম মিত্র হইয়া উঠে। সঙ্গীতের স্বরলহরী কি না করিতে পারে? কালসম বিষধর সঙ্গীত শ্রবণে দংশন করিতে বিরত থাকে, বনের পশু পক্ষী বশ হয়, মানব আত্মহারা হইয়া যায়। মধুর বচনে নিশ্চয়ই এমন সঙ্গীত আছে, যাহা কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র লোকের হৃদয় দ্রব হইয়া যায়। এই অমিয় বচন বিনয়ের সহিত মিলিত হইলে সোনায় সোহাগা সম্মিলনের ন্যায় অমৃততুল্য বোধ হয়। অমিয় বচনের অভাবে অনেক সময় আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, ইহা জানিয়াও আমরা অভ্যাসবশতঃ অন্যথাচরণ করি।

“মিষ্ট কথা বলিবার জন্য কিছু ব্যয় হয় না, কিন্তু অনেক অর্থব্যয় করিয়াও যাহা করিতে পারা যায় না, দশটা মিষ্ট কথায় তাহা সাধিত হয়। মিষ্ট কথা যিনি বলেন, যিনি তাহা শ্রবণ করেন, উভয়ের হৃদয় শান্তভাবে পরিপ্লুত হয়, প্রাণ যেন আনন্দে ভাসিতে থাকে, অন্তর পবিত্রভাবে পূর্ণ হয়। মিষ্ট কথা যিনি বলেন তাঁহার হৃদয় মধুর হয়, যিনি শুনেন তাঁহারও হৃদয় মধুর হয়, যেখানে মিষ্ট কথা উচ্চারিত হয়, সেখানকার বায়ু মধুময় হয়। একটী মিষ্টভাষী লোক শত লোকের সুখের কারণ হন। দুঃখ, শোক, বিপদ, অবসাদ দূর করিবার জন্য মিষ্টকথার কার্য্যকারিতা আমরা যেন বিস্মৃত না হই। মিষ্টকথার উৎপত্তিস্থল প্রেম, স্নেহ ও দয়া।

“মিষ্ট কহিব” যিনি এই প্রতিজ্ঞা করেন তিনি অলক্ষ্য ভাবে আপনার প্রেম, স্নেহ ও দয়াবৃত্তিগুলির পরিচালনা করেন। প্রত্যেকে পরীক্ষা

বিনয় অহঙ্কারের ঠিক বিপরীত। অহঙ্কার দোষ, বিনয় গুণ। মানবমাত্রেই গুণের পক্ষপাতী, সুতরাং অহঙ্কার দেখিতে পারে না এবং বিনয়ে মুগ্ধ হয়। বিনয় যেমন শত্রুকে মিত্র করিতে পারে, অহঙ্কারও সেই-রূপ মিত্রকেও শত্রু করে এবং নূতন নূতন বৈরী সৃষ্টি করে। সৌজন্য, বিনয় এবং প্রিয় বচন যেমন অবিচ্ছেদ্য, তদ্রূপ অশিষ্টাচার, কর্কশবচন এবং অহঙ্কার পরস্পর নিত্যসংশ্লিষ্ট। বিনয়ী সফলতা লাভ করে, অবিনয়ী নিষ্ফল হয়। এই সকল বাক্যের সত্যতা প্রত্যহ প্রমাণিত হইতেছে; [illegible] ঘটনা হইতে লোকে অনুভব করিতে পারিতেছে। ইচ্ছা হয়, কিংবা সন্দেহ হয়, তোমরাও ইহা পরীক্ষা করিতে পার। লোকে বিনয়ে মুগ্ধ বশীভূত হয়, অহঙ্কারদৃপ্তের প্রতি তদপেক্ষা অধিক বিরক্ত এবং রুষ্ট হয়। তোমরা যদি সরল উপায়ে সুনাম, সদয় ব্যবহার এবং সফলতা লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে বিনয়ী, মিষ্টভাষী এবং গর্বশূন্য হও।

সাধু মহাপুরুষগণ সাধারণ লোক অপেক্ষা অধিক বিনয়ী, কিন্তু অনেকের বিশ্বাস— সাধুসন্ন্যাসিগণ ক্রোধের অবতার, বিনয় কাহাকে বলে তাঁহারা জানেন না, সামান্য লোকের ত কথাই নাই, লক্ষপতি রাজামহারাজগণকেও তাঁহারা তুচ্ছ জ্ঞান করেন। অনুগত শিষ্যগণের একান্ত দৈন্য এবং সঙ্কোচ দেখিয়া বাহিরের লোকে ভাবিতে পারেন যে, গুরুর বিরক্তি উৎপাদনের আশঙ্কায় তাঁহার সামান্য ভ্রূকুটির ভয়ে তাঁহারা দীনভাবে ও নিতান্ত সন্ত্রস্ত হইয়া অবস্থান করেন। যাঁহারা এরূপ ভাবেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই অবিনয়ী। তাঁহারা জানেন না যে, ভয়ে বশীভূত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে ও স্বেচ্ছায় দৈন্য প্রকাশ করা যায় না। যে গুরু অধিক বিনয়ী তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার প্রতি ততই ভক্তিমান। মহাপুরুষগণ বিনয়, ভালবাসা ও সদয় ব্যবহারে সকলের হৃদয় আকর্ষণ করেন এবং শিষ্যবর্গের ভক্তি ও পূজা প্রাপ্ত হন।

মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় একস্থানে লিখিয়াছেন, "বলবানের নিকট দুর্বলের যে অধীনতা এবং নম্রতা তাহাকে নম্রতা বলি না, বশ্যতা; ভক্তিমূলক।" মহাপুরুষগণের স্বর্গীয় চরিত্রই ভক্তির জনক।

সাধুগণ চরিত্রের নির্ম্মলতায় এবং সপ্রেম বিনয়বচনে প্রবলপ্রতাপান্বিত সাম্রাজ্যপতিকে আপনার পবিত্র চরণপ্রান্তে আকর্ষণ করিয়া ধনগর্ব্বিত হৃদয়ে দৈন্য এবং বিনয়ের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া দেন। কৌপীন পরিধানে, ভস্মলেপন, সাধুর বেশ ধারণ করিয়া অনেক অসাধু ব্যক্তি সমাজের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিতেছে। এইসকল ভেকধারী সাধুগণই অবিনয় ও অশিষ্টাচারের অবতার। রিপুকুল দমন করিলে সাধু হয়; কিন্তু ইঁহাদের অন্তরে রিপুচয় নিরন্তর প্রবল থাকে। তোমরা এই-সকল ভেকধারীর অনুকরণ করিও না।

৩—বিনয়ের অবতার।

যিনি ধন পরিজন বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি পরিবৃত, ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে পালিত, যাঁহার ইঙ্গিতমাত্রে শত শত লোক আজ্ঞাপালনে রত হয়, যিনি ইচ্ছা করিলে সুদুর্লভ সামগ্রীও হেলায় সংগৃহীত হয়, যাঁহার বন্ধুত্ব লাভের জন্য লক্ষপতিও বাসনা করেন, শতশত নরনারী যাঁহার প্রসাদে প্রতিপালিত হইতেছে, এমন অতুল সম্পদের অধিকারীকে কখন বিনয়বশে কাহারও নিকট মস্তক অবনত করিতে দেখিয়াছ? কেমন করিয়া দেখিবে? এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে যে অতি বিরল। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে শত্রুর নিকট যিনি বিনয়ে অবনত হইয়া ঘোর বৈরীকেও পরম মিত্র করিয়া লয়েন, বল দেখি, তাঁহার সেই অহঙ্কারশূন্যতা

তাঁহার দৈন্য কত মনোহর, কিরূপ অপার্থিব আনন্দদায়ক ? এইরূপ মহাপুরুষ তোমাদের জন্মভূমিতে তোমাদিগের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম শুনেন নাই বঙ্গে এমন অল্প লোকই আছেন। বিনয়ের অবতার সেই মহাপুরুষের প্রাতঃস্মরণীয় নাম লালাবাবু। ইঁহার [illegible] [illegible], অসাধারণ বিনয় ও দৈন্য, অসীম দানশীলতা প্রভৃতি গুণগ্রাম চতুর্দ্দিকে [illegible] লাভ করিয়াছিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই মুখে লালাবাবুর প্রশংসা। লালাবাবু আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া দীনহীনের ন্যায় পরমার্থ চিন্তা করিতেছেন; লালাবাবু দুর্ভিক্ষপীড়িত দীন দুঃখী অনাথাগণকে অকাতরে অন্ন বস্ত্র দিতেছেন; লালাবাবু বৃন্দাবনে অন্নসত্র করিয়াছেন; তথায় কৃষ্ণচন্দ্রজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গৃহের বাহিরে, সম্মুখে, পশ্চাতে, লালাবাবুর প্রশংসা ও স্তুতিগান বঙ্গদেশ পূর্ণ করিল। বিনয়ীর কর্ণে আত্মপ্রশংসা শেলসম বিদ্ধ হইতে লাগিল। যিনি গর্ব্বকে [illegible] দমন করিয়া বিনয় ও দৈন্যকে [illegible] [illegible] করিয়াছেন, যিনি সংসারের ধনসম্পদ্ পরোপকারব্রতে নিয়োগ করিয়া আপনাকে ভগবচ্চরণে অর্পণ করিয়াছেন, আত্মনিন্দায় তিনি আপনাকে উপকৃত মনে করিয়া ত্রুটিসংশোধনে যত্নশীল হন। কিন্তু আত্মপ্রশংসায় ম্রিয়মাণ হন এবং অপরাধীর ন্যায় একান্ত সঙ্কোচ ভাব ধারণ করেন। আত্মপ্রশংসা লালাবাবুর হৃদয়ে মহা অশান্তি উৎপাদন করিল। তিনি অগত্যা বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া স্তুতি প্রশংসা এড়াইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। লালাবাবু যে প্রকৃতই বিনয়ের অবতার ছিলেন, তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে বেশ জানা যায়। বৃন্দাবনযাত্রিগণ, পুলিন বা বাসস্থলী নামক স্থানের পূর্ব্বদিকে যে অপূর্ব্ব দেবালয় ও কৃষ্ণচন্দ্রজীর সেবা দেখিতে পান তাহা ঐ লালাবাবুর কীর্ত্তি। লালাবাবু ঐ মন্দিরে বাস এবং যৎসামান্য প্রসাদ ভোজন করতঃ দিবারাত্রি

নিজের ঠাকুরবাড়ীতে এক মুষ্টি প্রসাদ ভোজন করিয়া অষ্ট প্রহর হরিনাম করি। বাবাজী কহিলেন, "আমার এখনও দীক্ষার বিলম্ব আছে। আমার বড়ই দুর্ভাগ্য।" অনন্তর নিবিষ্ট মনে চিন্তা ও চরিত্রানুশীলন করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, "বুঝিয়াছি, যথার্থই আমার দীক্ষা গ্রহণে বিলম্ব আছে। ভগবদ্ভক্তির ঘোর প্রতিবন্ধক, হৃদয়ের প্রধান মালিন্য অহঙ্কার এখনও আমার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছে। আমার ঠাকুরবাড়ী, আমার ব্যয়সম্পন্ন প্রসাদ ভোজন করি, ইত্যাদি—আমার এই জ্ঞান ত যায় নাই, আমাকে ধিক্! লালাবাবু সেই মুহূর্ত্ত হইতে মাধুকরীবৃত্তি অবলম্বন করতঃ কুঞ্জে কুঞ্জে এক এক মুষ্টি ভিক্ষা লইয়া দিনান্তে তাহাই ভোজন করিতে লাগিলেন। হৃদয় হইতে যখন অহং বুদ্ধি একেবারে চলিয়া গেল, 'আমার বিষয়' 'আমার ঠাকুরবাড়ী' ইত্যাদি ভাব যখন আর উদয় হয় না দেখিলেন, তখন এক দিবস ধীরে ধীরে বাবাজীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার চরণে দীননয়ন অর্পণ করিয়া অধোবদনে আপনার অভিপ্রায় পুনর্ব্বার জ্ঞাত করিলেন। এবার ভাবিয়াছিলেন, বাবাজী তাঁহাকে নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। বাবাজী তাঁহার অধিক সমাদর করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা মধুরভাবে মৃদুবচনে কহিলেন, "বাবা, তোমার দীক্ষা গ্রহণে এখনও একটু বিলম্ব আছে।" লালাবাবু স্তম্ভিত হইলেন। চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বাবাজীর কুটীরপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কি দোষে মন্ত্র গ্রহণে এখনও তিনি অযোগ্য কোন মতে স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর ভগ্নহৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়া প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। একটী একটী করিয়া স্বীয় অপরাধ অন্বেষণ করিতে করিতে ভাবিলেন, "আমি স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পদ, সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের তরুতল আশ্রয় করিয়াছি; মাধুকরীব্রত ধারণ করিয়া দিনপাত করিতেছি; হরিপাদপদ্মে চিত্ত সমর্পণ করিয়া অষ্ট প্রহর ভগবানের

নাম লইতেছি বটে, কিন্তু আমার মনের মলিনতা ত এখনও দূর হয় নাই। কৈ, শেঠ বাবুদের কুঞ্জে মাধুকরী ভিক্ষা করিতে ত যাইতে পারি নাই! এখনও ত শত্রুর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষবুদ্ধি বেশ প্রবল রহিয়াছে, তবে আর আমার মন বিশুদ্ধ হইল কৈ? শত্রু মিত্র, মান অপমান, ভেদ জ্ঞান এত প্রবল থাকিতে অহঙ্কার বুদ্ধি কি প্রকারে যাইবে? এই জন্যে আমি বাবাজীর কৃপাপ্রার্থী হইতে গিয়াছিলাম! ধন্য বাবা কৃষ্ণদাস, ধন্য তোমার মহিমা! তোমার মহিমার অন্ত নাই, তুমিই আমাকে তোমার দাসের যোগ্য করিতেছ।"

যে শেঠ বাবুদের নাম ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইল, তাঁহারা জয়পুরের মহাধনী জমিদার এবং মহা ভক্ত। বৃন্দাবনে তাঁহাদের প্রকাণ্ড ঠাকুরবাড়ী ও সেবা আছে। তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা নাই। মথুরা এবং সন্নিহিত স্থানে কয়েকখানি জমিদারী আছে। লালাবাবুরও কিছু ভূসম্পত্তি আছে; তাহা হইতে লক্ষাধিক মুদ্রা আয় হয়। এই জমিদারী লইয়া শেঠ বাবুদের সহিত তাঁহার বহুকাল হইতে বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছিল। পরস্পর পরস্পরের মুখদর্শন করিতেন না। এই সূত্রে এরূপ ঘোর শত্রুতা জন্মে যে, উভয়ের জীবন পর্য্যন্ত সংশয় হইয়াছিল।

লালাবাবু সকল কুঞ্জে ভিক্ষা করিতে যাইতেন, কিন্তু শেঠ বাবুদের বাড়ীতে যাইতে তাঁহার পা উঠিত না, মনে হইলে মাথা কাটা যাইত। এখন তাঁহাদের বাড়ী গিয়া ভিক্ষা করিতে হইবে—কি আনন্দ কথা! লালাবাবু যখনই তাঁহার ত্রুটি লক্ষ্য করিলেন, তখনই তাঁহার মান, অভিমান, শত্রুতা, অহঙ্কার পলায়ন করিল। তিনি পরদিবস মধ্যাহ্নকালে যমুনায় স্নান করিয়া অতি দীনবেশে শেঠ বাবুদের কুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কলিকাতার বাঙ্গালী রাজাকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া ঠাকুরবাড়ীর কর্ম্মচারিগণ কাঁদিয়া ফেলিল। পাছে প্রভুগণ বিরক্ত হন এই ভয়ে

তাহারা কিছু বলিতে পারিল না, বিনা অনুমতিতে ভিক্ষাও দিতে পারিতেছিল না। দৈবক্রমে শেঠ বাবুদিগের কর্ত্তা ঠাকুরবাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। জনৈক ভৃত্য ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল। তিনি ত্বরিতপদে আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, সত্য সত্যই লালাবাবু উপস্থিত; তাঁহার দীনবেশ এবং বৈরাগ্য দেখিয়া লালাবাবুর প্রতি যে শত্রুভাব ছিল, তাহা এককালে বিদূরিত হইল। লালাবাবুর মুখে মাধুকরী ভিক্ষার কথা শ্রবণ করিতেই তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি লালাবাবুর চরণে পতিত হইলেন। লালাবাবু শেঠজীকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং উভয়ে প্রেমাশ্রুতে ভাসমান হইলেন। শেঠজী তাঁহাকে প্রসাদ ভোজন করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু লালাবাবু তাঁহার মাধুকরীব্রত ভঙ্গ করিতে কোন প্রকারে সম্মত হইলেন না এবং অতীব বিনীতবচনে মুষ্টিভিক্ষাই প্রার্থনা করিলেন।

শেঠজী অগত্যা তাঁহাকে মাধুকরী দিতে আদেশ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে ব্যাকুল চিত্তে প্রস্থান করিলেন। লালাবাবুর এই দৈন্য এবং বিনয় দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। তিনি ঘোর শত্রুকে পরম মিত্র করিয়া ভিক্ষা লইয়া যেমন ঠাকুরবাড়ীর বাহিরে আসিলেন, অমনি দেখেন, সম্মুখে কৃষ্ণদাস বাবাজী! লালাবাবু মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। বাবাজী পরম যত্নে উঠাইয়া লালাবাবুকে আলিঙ্গন করিলেন এবং স্নেহপূর্ণবচনে কহিলেন, "বাবা, তোমার দীক্ষার সময় উপস্থিত।"*

---

* সুলেখক কালীময় ঘটক মহাশয়ের লিখিত এবং বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত "লালাবাবুর দীক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বনে বামাবোধিনীর সম্পাদক মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে লিখিত।—গ্রন্থকার।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"যেখানে সৌজন্য, সেই খানেই উচ্চ স্বভাব, যেখানে উচ্চ স্বভাব সেই স্থানেই সৌজন্য ; সৌজন্য এবং উচ্চ স্বভাব একই ব্যক্তিতে থাকে।" —জাতীয় বিজ্ঞান।

"বিদেশী অপরিচিত এবং বাহ্য শিষ্টাচারপ্রিয়দের প্রতি ভদ্র ব্যবহার পরিত্যাজ্য নয়, কিন্তু তাহা বলিয়া অতিরিক্ত ভদ্রতা। সেখানেও যুক্তিসঙ্গত নয় অধিক শিষ্টতা প্রদর্শন করিলে অজ্ঞ লোকদের বিরক্তি ও বিশ্বাসভঙ্গ হয়।" —বেকন।

১—অযথা সৌজন্য এবং অসৌজন্য।

কর্কশ বচন প্রয়োগ, পরের অনিষ্ট সাধন, নির্দয় আচরণ এবং অহঙ্কার প্রকাশ করিলে যে অশিষ্ট ব্যবহার করা হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অতিরিক্ত বা অযথা সৌজন্যের দ্বারাও লোকের ব্যবহার অশিষ্ট বলিয়া নিন্দনীয় হয়। যাঁহাকে আপনি বলিয়া সম্বোধন করা উচিত, তাঁহাকে 'তুমি' বলিলে যেমন তাঁহার অমর্যাদা করা হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তিকে 'তুমি' বলিতে হইবে, তাহাকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিলে যে অধিক সৌজন্য প্রকাশ পায় তাহা নহে, বরং সম্বোধিত ব্যক্তি মনে করে, তাহাকে বিদ্রূপ করা হইতেছে। সে লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়ে অথবা রুষ্ট হয়। যদি সে ব্যক্তি জানিতে পারে যে, তাহার পরিচয় না পাইয়া তাহার প্রতি এরূপ অযথা সৌজন্য

প্রকাশ করা হইতেছে তাহা হইলে সে ভীত এবং লজ্জিত হয়। কিন্তু পরিচিত ব্যক্তির নিকট এ প্রকার আচরণ প্রাপ্ত হইলে সে নিশ্চয়ই অপমান বোধ করে এবং সমধিক রুষ্ট হয়।

একবার কলিকাতা সোনাবাজারে একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশীয় কোন ব্যক্তির বাটীর ইষ্টক প্রাঙ্গণে দোলের সময় একটী বিরাট সভা হয়। তদুপলক্ষে নিমন্ত্রিত অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। গান বাজনা চলিতেছিল। সঙ্গীতের স্বরে আকৃষ্ট হইয়া দুই এক জন ভদ্রলোক ক্রমে ক্রমে আসিয়া আসন গ্রহণ করিতেছিলেন। কর্ত্তা যাঁহাকে চিনিতেছেন এবং আকার প্রকার পোষাক পরিচ্ছদে যাঁহাকে মান্য-ব্যক্তি বিবেচনা করিতেছিলেন, তাঁহাকে সাদরে সভায় আহ্বান করিয়া বসাইতে ছিলেন। এমন সময় এক নীচবংশীয় ব্যক্তি গীতবাদ্যে মোহিত হইয়া সভাস্থলে আসিয়া এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইল। তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব, মুখশ্রী, এবং পরিচ্ছদ দেখিলে একজন ভাগ্যবান পুরুষ বলিয়াই বোধ হয়। সভাতে উপবেশন করিতে তাহার সাহস হইতেছিল না, এজন্য নীরবে এক প্রান্তে দণ্ডায়মান ছিল। কর্ত্তা দূর হইতে দেখিয়া সাদরে তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অতিশয় সৌজন্য সহকারে তাহাকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়া আপনার সন্নিকটে বসাইলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি লজ্জায় এত দূর অপ্রতিভ হইল যে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত, মস্তক ঘূর্ণিত ও চিত্ত অতীব চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার বাটী ঐ পল্লীতেই। সে মনে করিল, "আমি কি বা কর্ত্তার কোন অসৌজন্যের কার্য্য করিয়াছি, তবে কেন আমাকে এরূপ অপমানিত করা হইল?" সে ভাবিল, যেন সভাস্থ জনমণ্ডলীর চক্ষু তাহার উপর পতিত হইয়াছে। যথার্থই যাঁহারা তাহাকে চিনিতেন, তাঁহারা এই ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়নেত্রে চাহিয়া ছিলেন। তাহার কর্ণে অমৃতবর্ষী গীতবাদ্য এক্ষণে শেলসম বিদ্ধ হইতে

লাগিল। সে "আমার একটু বিশেষ কার্য আছে, আজ্ঞায় আসিব" বলিয়া কর্তার নিকট অতি দীনভাবে বিদায় গ্রহণ করিয়া [illegible] পথে প্রস্থান করিল। কর্তাও তাহার দৈন্য দর্শনে অধিকতর বিনীতভাবে বিদায় দিলেন। পরে কর্তার এক বন্ধু আসিলে আগন্তুকের পরিচয় প্রদান করিলে তিনি আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অতিশয় লজ্জিত হন এবং সৌজন্যের পরিবর্তে তাঁহার প্রতি নিতান্ত অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন ভাবিয়া আক্ষেপ করেন।

২—'আপনি' 'তুমি' ও 'তুই' বাক্যের ব্যবহার।

কোন কোন ব্যক্তির স্বাভাবিক স্বর এরূপ কর্কশ যে, তাহাদের সহজ কথাগুলি যেমন কঠোর বচনের ন্যায় বোধ হয়। এই সকল লোক ক্রোধ-পরবশ হইয়া আরক্তলোচনে যখন প্রকৃতই কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করেন, জানি তখন তাহা কিরূপ ভয়ানক বলিয়া প্রতীয়মান হয়! এইসকল ব্যক্তি অনেক সময় বিনাপরাধেও লোকের বিরাগভাজন হয়। ইঁহারা স্বীয় প্রকৃতি কোমল করিতে চেষ্টা করিলে এবং লোকে দুর্বিনীত না বলে, তজ্জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখিলে সময়ে ঐ দোষ বর্জন করিতে পারে।

যে কথা এক জনের মুখে কর্কশ বলিয়া বোধ হয়, সেই কথা অন্যের মুখে মধু বর্ষণ করে। প্রকৃতির কোমলতা এবং সহৃদয়তা অথবা তাহার বৈপরীত্য ইহার প্রধান কারণ।

শিশুর মুখে 'তুই', 'তোর' যেমন মিষ্ট লাগে, 'আপনি',

'আপনার' ভত নহে। যাঁহাদের হৃদয় শিশুর সরলতায় এবং পবিত্রতায় পূর্ণ, ভালবাসায় যাঁহারা বিশ্বসংসার আপনার করিয়া লইয়াছেন, যাঁহাদের একটী স্নেহবচনে লোকের হৃদয় গলিয়া যায়, তাঁহাদের মুখে 'আপনি' অপেক্ষা 'তুই' বাক্যের মাধুর্য্য অধিক। প্রকৃত পক্ষে অধিক স্নেহের পাত্রকে 'তুই' সম্বোধন করিলে বেশ মধুর শুনায় এবং সম্বোধিত ব্যক্তির প্রীতিকর হয়; সাধারণতঃ 'তুই' 'তোর' প্রভৃতি বাক্যগুলি শ্রুতিকটু বোধ হয়, স্থলবিশেষে ঐগুলিই শ্রুতিমধুর হয়। মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ বাক্যগুলির প্রয়োগ অধিক করিতেন। অনেককেই তিনি নিতান্ত আপনার করিয়া লইয়াছিলেন এবং হৃদয় দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে ঐ বাক্যগুলি মধুবর্ষণ করিত, ঠিক ঐরূপ স্থলে আর কেহ বলিতে হয় ত বিরক্তিকর ও অপমানজনক বলিয়া বোধ হইত। সাধারণের প্রযোজ্য শিষ্টাচারসম্মত সম্ভ্রমসূচক 'আপনি' 'আপনার' অপেক্ষা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিতান্ত আত্মীয়তাসূচক স্নেহমাখা 'তুই' 'তোর' সম্বোধনে যেন অধিক সৌজন্য প্রকাশ পাইত। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে অথবা অপরিচিত ভদ্রলোককে এরূপ সম্বোধন করিতেন না। তিনি যাঁহাদিগকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন, তাঁহারা রাজপদ, অর্থ প্রভৃতিতে সমধিক উন্নত হইলেও কেবল তাঁহাদিগকেই ঐরূপ সম্বোধন করিতেন। এমন কি স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় এবং হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট পদস্থ ব্যক্তিগণও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঐরূপ অমিয় সম্বোধনে আপনাদিগকে আপ্যায়িত বোধ করিতেন।

নীলাম্বর বাবুর ন্যায় পদস্থ ব্যক্তিকে 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। বোধ হয় তাঁহার পূজ্য অতি নিকট আত্মীয়ও 'তুই' বলিতে সাহস করিতেন না। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এমন কি অধিকার

পরিহাস, অসভ্য অশ্লীল রসিকতা সর্ব্বদা পরিবর্জ্জনীয়; কারণ এতদ্বারা সুশিক্ষা ও মার্জ্জিতরুচির অভাব প্রকাশ পায় এবং অনেকের অনিষ্ট সাধিত হয়। ভদ্রব্যক্তিগণ যদি অশিষ্ট পরিহাসরসিক বলিয়া কাহাকেও প্রকার জানিতে পারেন, তবে তাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দেন এবং যতদূর সম্ভব নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথার পরই তটস্থ হন। ভদ্রসমাজে এরূপ লোকের সমাদর থাকে না। অভদ্র ইতর সমাজেই ইহাদের সমাদর।

৪—অসভ্যতা সংযুক্ত পরিহাস।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের লোকেরা ডাইনে বিশ্বাস করিত। রাজা নিয়ম করিয়াছিলেন, যে বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ডাইনমন্ত্রদ্বারা কাহারও অনিষ্ট সাধন করিবার চেষ্টা করিবে তাহার প্রাণদণ্ড করা হইবে। একদা এক বৃদ্ধা উক্ত অপরাধে এক বিচারকের সম্মুখে আনীত হয়। বিচারক স্ত্রীলোকটীর ডাইন-বিদ্যা-চর্চ্চার সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চিন্তিতভাবে জুরীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়গণ, আমি আপনাদিগের নিকট একটী ত্রুটি স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। যৌবনকালে আমি বড় চপলস্বভাব ছিলাম। লোকের সহিত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে বড় ভালবাসিতাম। আমার স্মরণ হইতেছে তৎকালে পরিহাস করিয়া আমি এই স্ত্রীলোকটীকে একখণ্ড ক্ষুদ্র কাগজে একটী কবিতা লিখিয়া এই বলিয়া প্রদান করি যে, উহাতে একটী ডাইনের মন্ত্র লেখা

নিষ্ঠুর ও নির্ব্বোধ পরিহাস

আছে। আমি দেখিতেছি, এই বৃদ্ধা আমার পরিহাস না বুঝিয়া ঐ কাগজখণ্ড অবলম্বন করিয়া তাইনের ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহার অপরাধ নাই, অপরাধ আমারই অধিক। ইহার নিকট [illegible] যে কাগজখানি আছে তাহা আপনারা খুলিয়া দেখিলেই আমার কথার যথার্থতার প্রমাণ পাইবেন।" উকীলগণ কাগজখানি খুলিয়া বিচারক [illegible] লিখিত কবিতা দেখিতে পাইলেন।"

(বামাবোধিনী পত্রিকা)

৫—নিষ্ঠুর ও নির্ব্বোধ পরিহাস

বিলাতের কোন ছাত্রাবাসে একটী অতিসাহসী যুবক ছিল। সে ভূতে আদৌ বিশ্বাস করিত না। তাহার সমপাঠী এবং [illegible] কয়েকজন যুবক একদা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, তাহাকে একদিন ভূতের ভয় দেখাইবে। এইরূপ পরামর্শ করিয়া বলিল, "দেখ, আমাদের ছাত্রাবাসে বড় ভূতের উপদ্রব হইয়াছে, ভূত আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।" সাহসী যুবক হাসিয়া বলিল, "পাগল হয়েছ? ভূত বলিয়া কি কিছু আছে মনে কর? মস্তিষ্ক গরম হইলে, শরীর হাল্কা হইলে, নানাপ্রকার কাল্পনিক দৃশ্য দেখা যায়, স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না।" তাহারা বলিল, [illegible] রই দেখিতে পাওয়া যায়। তুমিও কোন দিন দেখিবে। যাহা হউক [illegible]ার একটা প্রতিকার করা আবশ্যক।" যুবক বলিল, "প্রতিকার [illegible] [illegible]চেছ? আমি অদ্য হইতে পিস্তলে গুলি ভরিয়া রাখিয়া দিব। [illegible] [illegible] হইলেই এরূপ ভাবে ছুঁড়িব যে নিশ্চয়ই মরিবে। নতুবা জানিব [illegible]

[illegible]র্থ আছে। কিছুদিবস গত হইলে একদা রজনীযোগে যখন সকলেই শয়ন করিল, তখন পরামর্শকারিগণের মধ্যে একজন নিঃশব্দে সেই সাহসী যুবকের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণবস্ত্রে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া পালঙ্কের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া গম্ভীর অস্ফুট ধ্বনি করিল। ইতিপূর্ব্বে সে চতুরতাসহকারে বন্দুকের গুলি বাহির করিয়া লইয়াছিল। ল্যাম্পের ক্ষীণালোকে কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকৃতই এক বীভৎস দৃশ্য হইয়াছিল। যুবক চমকিত হইয়া উপাধাননিম্ন হইতে পিস্তল বাহির করিল এবং কৃষ্ণমূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "যদি তুমি ছাত্রাবাসের কেহ হও তবে বিনীত করিয়া বলিতেছি, পরিহাস ত্যাগ কর, নতুবা এখনি তোমার শবদেহ ভূতলে পতিত হইবে।" সে তথাপি অগ্রসর হইতে লাগিল, পিস্তলও গৃহমধ্যে ঘোর শব্দ করিয়া উঠিল। কিন্তু শবদেহ পতিত হইল কৈ? মূর্ত্তি নিঃশব্দে গুলিটী যুবকের গাত্রের উপর নিক্ষেপ করিল। পিস্তল ব্যর্থ হইল দেখিয়া যুবক ভয়ে অভিভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাহীন হইয়া শয্যায় পতিত হইল। প্রেতমূর্ত্তি বিকট হাস্য করিয়া প্রস্থান করিল এবং পর মুহূর্ত্তে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া যুবকের নিকট আসিয়া দেখিল, তাহার শবদেহ শয্যায় পতিত হইয়া আছে।

যে পরিহাসে লোকের জীবন নষ্ট হয় [illegible]তাকে পরিহাস কিরূপে বলা যাইতে পারে? শুনা গিয়াছে, বিলাতের আর এক স্থানে ঐরূপ পরিহাস করিতে গিয়া পরিহাসকারী পিস্তলের গুলিতে প্রাণ হারায়। প্রথম গুলি ব্যর্থ হইল দেখিয়া দ্বিতীয় বার গুলি ভরিয়া নিক্ষেপ করায় বস্ত্রাবৃত মূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হয়।

একদা একজন ভদ্রলোক চেয়ার হইতে উঠিয়া অন্যমনস্কভাবে যে [illegible] বসিতে [illegible]ছিলেন, অমনি পড়িয়া গিয়া এমনি আঘাত প্রাপ্ত হন যে, [illegible] তাঁহার কাজ কর্ম্ম বন্ধ রাখিতে হয়। তাঁহার একজন বন্ধু [illegible]

পার্শ্বেই বসিয়াছিলেন। তিনি উঠিতেই পশ্চাৎ হইতে [illegible] সরাইয়া রাখেন। ভদ্রলোকটী পড়িয়া গেলে ঐ বন্ধু উচ্চৈঃস্বরে [illegible] করিয়া উঠিলেন। তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না, কিন্তু [illegible] ভদ্রলোকটীর যৎপরোনাস্তি অনিষ্ট হইল। বলা বাহুল্য, তিনি আর তাঁহার পরিহাসরসিক [illegible]ীর ছায়াস্পর্শ করেন নাই।

শারীরিক [illegible] বা অন্যপ্রকার ক্ষতিকর কার্য্যদ্বারা রঙ্গপরিহাস নিতান্ত ঘৃণাজনক। অনেক মন্দমতি বালক এবং অশিক্ষিত [illegible] ব্যক্তি গমনশীল রেলগাড়ী ও ট্রামগাড়ীর লৌহবর্ত্মের উপর কঠিন প্রস্তর ও কাষ্ঠখণ্ড রাখিয়া দেয় এবং দূর হইতে তাহার পরিণাম লক্ষ্য করিতে থাকে। গাড়ীর গতিরোধ হইলে বা কোন অনিষ্ট ঘটিলে তাহারা পরম প্রীতি লাভ করে। এইরূপ সাংঘাতিক আমোদ সামান্য হইলেও সময়ে সময়ে এরূপ গুরুতর অনিষ্ট সংঘটন করিতে পারে যে, তদ্দ্বারা শত শত লোকের জীবন নষ্ট হয়। সহৃদয়তার একান্ত অভাব এবং ঔদাসীন্য বশতঃই তাহারা এরূপ করিতে সমর্থ হয়। সাংঘাতিক পরিহাসরসিকগণ-কর্ত্তৃক সামান্য কারণে যেরূপ মহা অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে, সহৃদয় ব্যক্তিগণের স্বল্প আয়াসে তদ্রূপ মহা অনিষ্ট নিবারিত হয়। নিম্নে যে প্রকৃত ঘটনাটী লিখিত হইল তাহা হইতে ইহার সত্যতা পরি[illegible] হইবে। ঠিক ঐরূপ সময়ে কোন নির্ব্বোধ এবং নিষ্ঠুর পরিহাসপ্রিয় নরপিশাচ পরমানন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"প্রবল বৃষ্টিপাতে গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্রকায়া যমুনা নদীর দুকূল ভাসিয়া গিয়াছিল। জলস্রোত খরবেগে প্রবাহিত হইয়া [illegible] বক্ষের ক্ষুদ্র সেতু ধ্বংস করিয়াছিল। কিন্তু রেলওয়ে-কর্ত্তৃপক্ষগণ [illegible] সংবাদ জানিতে পারেন নাই। গোবরডাঙ্গা হইতে [illegible] সমস্ত রেলপথ ভাসিয়া গিয়াছিল, লৌহ[illegible] উপরে [illegible]ভাসিতেছিল,

পুলের সমস্ত ইট পাথর ও মৃত্তিকা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না। সেদিন পুনা হইতে একখানি ট্রেণ দ্রুতবেগে সেই ভগ্নস্থান অভিমুখে আসিতেছিল। একজন ধীবর সেখানে মাছ ধরিতেছিল। সে শত শত লোকের আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া গাড়ী থামাইবার জন্য আপনার পরিহিত বস্ত্রখানা ঊর্দ্ধে [illegible] ধরিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে লাগিল। কিন্তু ড্রাইভার [illegible] বুঝিতে পারিল না। গাড়ী দ্রুতবেগে আসিতে লাগিল। আর দুই এক মিনিট পরেই সমস্ত যাত্রীসহ গাড়ী নদীগর্ভে পতিত হইবে। ধীবর নিজের প্রাণের মায়া ভুলিয়া গেল, সে গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং বস্ত্র সঞ্চালন করিয়া সঙ্কেত করিতে লাগিল। ড্রাইভার সম্মুখে একজন মনুষ্য দণ্ডায়মান দেখিয়া গাড়ী থামাইল। ধীবরের সদ্‌বুদ্ধিতে শত শত লোকের প্রাণরক্ষা হইল। ৩০।৪০ হাজার টাকা মূল্যের রেলগাড়ী রক্ষা পাইল। এই ধীবরের সহৃদয়তা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল।" (সঞ্জীবনী)

এইরূপ ইহার বিপরীত আচরণে কত শত ঘটনা নিত্য ঘটিতেছে, ও তাহাতে কত লোকের কল্যাণও হইতেছে, অনেকের সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই।

আমাদের দেশে এমনও অনেক দেখা যায়, বহু নরনারী সাধারণ কথাবার্ত্তার সময়, কোন বিশেষ বিষয় বুঝাইয়া বলিবার কালে অথবা শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার ছলে তাহার অঙ্গে আঘাত করিয়া থাকে। অনেক সময় তাহাতে অনভ্যস্ত শ্রোতারা মনে মনে বিরক্তি, ক্লেশ ও অপমান বোধ করে, কিন্তু বক্তা হয়তো তাহা বুঝিতে পারে না এবং বুঝিলেও ভ্রূক্ষেপ করে না। মজলিসে এবং পানাহারের সময় এই সকল লোকের আচরণ আরও অসহ্য হইয়া উঠে। পরিচিতদের

বিষয় এই যে, তাহাদের এই কুদৃষ্টান্ত অবোধ বালকবালিকাগণ অজ্ঞাতসারে অনুকরণ করিয়া থাকে। এইরূপ অশিষ্টতা যে মার্জ্জিত রুচি এবং সুশিক্ষার অভাব প্রসূত তাহা বলাই বাহুল্য।

৬—শিষ্ট পরিহাস।

ইতরের রসিকতা অশ্লীলতাপূর্ণ, ঘোরতর বিরক্তিকর এবং অপমান-জনক। কিন্তু সুশিক্ষিত ভদ্রের রসিকতা যথেষ্ট আমোদজনক, সুরুচিসঙ্গত ও শিক্ষাপ্রদ। উহাতে অনেক সময় বিনয় এবং সৌজন্যের সঙ্গে পাণ্ডিত্য প্রকাশ হওয়া যায়। অনেকের ধারণা, পণ্ডিতগণ এবং সাধুশীল ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই গম্ভীরভাবে থাকেন, হাস্য পরিহাস তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে না। কিন্তু পরিহাসকে তাঁহারা যেরূপ প্রফুল্লচিত্ত, সরসবচন-প্রয়োগে পটু, এরূপ সচরাচর কোথাও পাওয়া যায় না।

শিষ্ট পরিহাস শিক্ষা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, উপস্থিত বুদ্ধি, মার্জ্জিত রুচি, চিত্তের প্রসন্নতা প্রভৃতি কয়েকটী সদ্গুণের উপর বহুলাংশ নির্ভর করে। সকলেই সেই জন্য সকল সময়ে শিষ্ট পরিহাসকে চমৎকারিত্বজনক ও সকলের উপভোগ্য করিতে সমর্থ হন না। কিন্তু ইচ্ছা করিলে সকলেই পরিহাস ও রসিকতা হইতে শ্লেষ, বিদ্রূপ এবং অশ্লীলতাদুষ্ট একেবারে বর্জ্জন করিতে পারেন এবং তাহাই সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয়।

৭—মিষ্ট ভৎর্সনা।

অমিয়বচন এবং অমায়িক ব্যবহার যাঁহার প্রকৃতিগত তাঁহার তিরস্কারেও মিষ্টত্ব আছে। পরুষবচনে আরক্তলোচনে ভৎর্সনা করায় লোকের মুখ-বিকৃতি, স্বরভঙ্গি ও অঙ্গবিক্ষেপ বশতঃ ভৎর্সিত ব্যক্তির রোষ এবং বিদ্বেষ জন্মে, এইজন্য ইহা ভদ্রসমাজের [illegible] নহে। অনেক সময়ে আমরা স্বকীয় বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের দোষ দেখিলে তিরস্কার না করিয়া থাকিতে পারি না। মধুরবচন প্রয়োগ দ্বারা সৌজন্য প্রকাশ করা কঠিন নহে, কিন্তু সৌজন্যসহকারে ভৎর্সনা করা বড়ই দুরূহ। সুশিক্ষিত সংযমী ব্যক্তিগণ ব্যতীত কেহ সহজে এরূপ করিতে পারেন না। ইহারা মিষ্ট ভৎর্সনা দ্বারা অনেক খলস্বভাব অশিষ্ট ব্যক্তির প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিয়া দেন। ইহাদের দৃষ্টান্ত সকলেরই অনুকরণীয়।

"একদা কোন দুষ্টলোক মহাত্মা বায়জিদকে অনেক কটু কথা বলিয়া তাঁহার মস্তকে এমন জোরে একটা তানপুরার আঘাত করিল যে, ঐ তানপুরা ভাঙ্গিয়া গেল। মহাত্মা বায়জিদ বাটীতে আসিয়া ভৃত্যহস্তে একথালা মিষ্টান্ন ও দুইটী টাকা দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, কল্য রাত্রে আমাকে কটু কহিয়া যে মুখ তিক্ত করিয়াছেন, তজ্জন্য এই মিষ্টান্নগুলি খাইবেন, আর এই টাকাতে সেইরূপ একটী বাদ্যযন্ত্র ক্রয় করিয়া লইবেন। লোকটী বায়জিদের ভদ্রতা ও সৌজন্য এবং নিজের অসদ্ব্যবহার স্মরণ করিয়া লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া বায়জিদের শিষ্য হইল।"

"একদা মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা প্রসিদ্ধ জন ওয়েস্‌লি অনৈক রাজকীয় কর্মচারীর সহিত এক গাড়ীতে বেড়াইতেছিলেন। কিছুদূর গিয়া গাড়ী বদলাইবার সময় মহাত্মা ওয়েস্‌লি যুবা কর্মচারীকে বলিলেন, 'আপনার সহবাসে বড়ই সুখী হইয়াছি, কিন্তু আপনার নিকট একটী

ভিক্ষা আছে।' যুবা বলিলেন, 'আপনাকে আপ্যায়িত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আপনি ত কখনই অন্যায় অনুরোধ করিবেন না।' ওয়েশ্লি বলিলেন, 'এখনও আমরা অনেক দূর একত্রে যাইব, তাই আপনার নিকট এই অনুরোধ যে, আমি যদি আত্মবিস্মৃত হইয়া [illegible] করি বা অশ্লীল কথা বলি, তাহা হইলে আপনি তৎক্ষণাৎ আমাকে বিলক্ষণরূপে তিরস্কার করিবেন।' বলা বাহুল্য যে, ঐ যুবা পুরুষই ঐ দুষ্ট রোগে দোষী ছিলেন। তিনি আহার-ঔষধরূপ মিষ্ট অথচ সত্য তিরস্কারের মর্ম্ম বুঝিলেন। যুবক সহাস্যবদনে উত্তর করিলেন, 'এইরূপ তিরস্কার ওয়েশ্লি ব্যতীত কাহারও নিকট হইতে [illegible] পারে না।' বস্তুতঃ উহা অব্যর্থ হইল।" (বামাবোধিনী পত্রিকা।)

যথায় সদুপদেশ দ্বারা কিছুই হয় না, অনেক সময় তথায় তিরস্কার করিয়া কার্য্যসিদ্ধ করিতে হয় এবং যে ক্ষেত্রে শত তাড়না ও তিরস্কারে কোন ফল দর্শে না, তথায় একটি মৃদু ভৎর্সনায় কার্য্য সম্পন্ন হয়। মিষ্ট ভৎর্সনা [illegible] [illegible]ক্তের প্রতি ভৎর্সিতের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয় এবং ভৎর্সনার মধুরতা ও মৃদুতা তাহার ঔদ্ধত্য ও ক্রোধান্ধতা দূর [illegible] দেয়। সে তখন লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয় এবং আত্মদোষ দর্শনের শক্তি ও সুযোগ প্রাপ্ত হয়। মিষ্ট ভৎর্সনা যে কেবল মধুর বাক্যেই পর্য্যবসিত হয় তাহা নহে। উহা ধীরবুদ্ধি, চরিত্রবান, সজ্জন ব্যক্তির অমিয় ব্যবহার ও নির্দ্দয় আচরণের সময় প্রতিবিধানে প্রকাশ পায়। তাঁহাদের এরূপ আচরণই মৃদু ও প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের আকার ধারণ করে এবং সেই মিষ্ট ভৎর্সনাই তিরস্কৃতের পক্ষে চিরস্মরণীয় হিতোপদেশের কার্য্য করে। মিষ্ট ভৎর্সনা, যুগপৎ শিক্ষা ও উপভোগের বস্তু বটে কিন্তু তাহা প্রয়োগ করিবার কৌশলটী জানা চাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"[illegible] মনুষ্য আত্মানুসন্ধান করে, নিকৃষ্ট ব্যক্তিই পরানুসন্ধানপ্রয়াসী।"—কনফুচ।

"যার আছে ছিদ্র সে পরের ছিদ্র চায়,
তার সাক্ষী সূচি ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়ায়।
নিশ্ছিদ্র যেজন সে পরের ছিদ্র ঢাকে,
সাক্ষী দেখ সূত্রে ছিদ্র লুকাইয়া থাকে।"

—উদ্ভট।

১—আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতা।

সচরাচর শুনা যায় বাঙ্গালীর চরিত্রের একটী প্রধান কলঙ্ক এই যে, ইহারা সাধারণতঃ পরছিদ্রান্বেষী ও পরকুৎসাপরায়ণ। আবার ইহাও শুনা যায়, "স্বজাতিবিদ্বেষ হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান দোষ।" স্বজাতির প্রশংসায় হৃষ্ট এবং স্বজাতির নিন্দায় ক্লিষ্ট হইতে অতি অল্প লোককেই দেখা যায়। কিন্তু এই পরদোষানুসন্ধিৎসা বা পরনিন্দাপরায়ণতা ভারতবাসীর আন্তরিক বিদ্বেষপ্রসূত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতের নিন্দা ভারতবাসীর অসহ্য। যদি কেহ বলেন, ভারতবর্ষ চিরদিনই পরাধীনতা, অজ্ঞানতা ও ভীরুতার আবাসস্থল, অতি আদিকাল হইতে আর্য্যগণ ইহাতে বাস করিতেছেন, তাহা হইলে ভারতবাসীর নিকট তিনি হাস্যাস্পদ হইবেন। এবং স্থলবিশেষে [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিতে [illegible] না। জননী

নিন্দা প্রায়ই শ্রুতিগোচর হয়”, ইত্যাদি—অমনি তিনি তাঁহার কথায় বিরক্ত হইয়া যথাশক্তি প্রতিবাদ করিতে এবং অপবাদ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। সেইরূপ যখন কোন বৈদেশিক কোন সম্প্রদায় বা প্রদেশবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া নিন্দা করেন, তখন ভিন্নপ্রদেশের অধিবাসিগণ বা [illegible] সাম্প্রদায়িকগণ বড় একটা ভ্রূক্ষেপ করেন না, কিন্তু যদি বঙ্গ বা [illegible]-পশ্চিম অথবা মহারাষ্ট্রপ্রদেশ লক্ষ্য করিয়া সমগ্র ভারতের অপবাদ ঘোষিত হয়, তবে আর রক্ষা নাই; প্রকৃত দোষের প্রতি অন্ধ হইয়া তখন তাঁহারা ভারতের গুণ গান করিতে থাকিবেন, তখন বুঝিবেন, নিন্দা তাঁহাদেরই হইতেছে। বৈদেশিকগণের নিন্দাবাদে যত অনিষ্ট না হয়, স্বদেশীয়গণের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অপবাদে তদপেক্ষা অধিক অপকার সাধিত হয়। হিংসা, দ্বেষ এবং পরনিন্দাপরায়ণতার বশবর্ত্তী হইয়া যদি একজন অপরের নিন্দা করে, তবে তাহাদেরই অপবাদ ঘোষিত হয়, এইরূপ এক প্রদেশ অপর প্রদেশের, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের ও পরস্পর পরস্পরের নিন্দা করিলে সমগ্র দেশ নিন্দাপূর্ণ হইয়া উঠে এবং যাহারা দেশের ঘোর বিদ্বেষী, এই সকল নিন্দাবাদ স্বজাতিবর্গের মুখনিঃসৃত হওয়ায়, তাঁহাদের উক্তির বিলক্ষণ পোষকতা করে।

কোন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির গুণের প্রশংসা করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং প্রশংসনীয়, কিন্তু তাঁহার সামান্য সামান্য দোষ দেখিলে উপেক্ষা করা অধিক প্রশংসার্হ এবং মহত্ত্বব্যঞ্জক। পরিতাপের বিষয়, আমরা বহুদিন হইতে সেই মহত্ত্ব হারাইয়াছি। স্বার্থপরতা একণে মহত্ত্বের স্থান অধিকার করিয়াছে।

অন্যান্য দেশের লোকেরা সর্ব্বক্ষণ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে, আমাদের দেশের লোকেরা কিন্তু আলস্যে দিন কাটাইতে ভালবাসে। যিনি

আমেরিকা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
তিনি বলেন, জগতে তাঁহার আর [illegible], উদ্যম, চেষ্টা পরিশ্রমের
আবশ্যক নাই। যাঁহারা আপিসের কর্ম্মচারী, [illegible] লোক, [illegible]
কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলে ভাবেন, তাঁহাদের পরিশ্রমের [illegible]
হইল এবং অবশিষ্ট জীবন আরামের মধ্যে কাটাইবার সময় আসিয়াছে।
কিন্তু ইউরোপীয় কোন কর্ম্মচারী এইরূপ অবসর গ্রহণ করিলে [illegible]
কোন গুরুতর কর্ম্মে ব্যাপৃত হন;—তাহাতেই তাঁহার আনন্দ, [illegible]
তাঁহার সুখ।

শারীরিক দৌর্ব্বল্য আলস্য আনয়ন করে। এই জন্যই আমাদের
এই প্রকৃতিগত জড়তা ও আরামপ্রিয়তা লক্ষিত হয়। ইহা আমাদের
পরচর্চ্চাপ্রবণতার আর একটী কারণ।

আমরা জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া ক্ষণকালের জন্যও পরিভ্রমণে বহির্গত
হই না। অনেকে অর্থ এবং সুবিধার অভাবে দেশদেশান্তর পর্য্যটন
করেন না, কিন্তু এই বহুজনাকীর্ণ দেশের অধিকাংশ লোক সকল সুবিধা
সত্ত্বেও ইচ্ছা চেষ্টা এবং শিক্ষার অভাবে ভ্রমণ করেন না। যাঁহারা
স্বদেশ হইতে দেশদেশান্তরে গমন করিতেছেন, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের রীতি
নীতি পদ্ধতির সহিত পরিচিত হইতেছেন, অন্যান্য দেশের স্বদেশানুরাগ,
স্বজাতিবাৎসল্য, সাহসিকতা এবং মহদ্‌গুণাবলী প্রত্যক্ষ করিতেছেন,
তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। বিদেশে গমন করিলে স্বদেশের প্রতি
অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। পল্লীগ্রামবাসী যুবকগণ সুদীর্ঘ ছুটির সময় কলিকাতার
ছাত্রাবাস পরিত্যাগ কালে যেরূপ অপরিসীম আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে,
তাহাতে বোধ হয় যেন পৃথিবীর দুঃখকষ্টময় আবাস ত্যাগ করিয়া তাহারা
স্বর্গের আনন্দপুরে গমন করিতেছে। যাহারা চিরকাল [illegible]
অতিবাহিত করে, তাহারা এ আনন্দ উপভোগ করিতে [illegible]

ইংরেজ যুবকগণের অন্য সময়ে জন্মভূমির কোন চিন্তাই মনোমধ্যে স্থান পায় না, কিন্তু ঐ সময় জন্মভূমির সংশ্লিষ্ট যাবতীয় স্মৃতি জাগিয়া উঠে। তখন মাতৃভূমির যাহা কিছু সমস্তই অতি সুন্দর বলিয়া বোধ হয়; স্বদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার সময় এবং প্রত্যাগমনকালে স্বদেশানুরাগ পরিস্ফুট এবং উত্তেজিত হয়।

জ্ঞানার্জনস্পৃহা আমাদের যতই স্বল্প হইতে স্বল্পতর হইতেছে, কুসংস্কার, জড়তা প্রভৃতি ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ নির্দিষ্ট পাঠ ব্যতীত অধ্যয়ন করিবে না, কেরাণীকুল আফিসের সময় শেষ করিয়া আলস্যে সময় অতিবাহিত করিবেন, তথাপি অধ্যয়ন আলোচনা চিন্তাদি জ্ঞানবৃদ্ধির উপায় অবলম্বন করিবেন না! বাণিজ্যব্যবসায়িগণ আয় ব্যয় লাভ লোকসান লইয়া ব্যস্ত, তাঁহাদের আধ্যাত্মিকতার বা স্বদেশের কল্যাণচিন্তার অবসর কোথায়? ধনিগণ বিলাস আড়ম্বর এবং উপাধি অর্জনে ব্যস্ত, তাঁহাদের যাবতীয় কর্ম্ম পরের সাহায্যে নির্ব্বাহিত হইবে, তাঁহারা অর্থের দ্বারা অপরের পরিশ্রম ক্রয় করিবেন; যাহা কিছু অবসর থাকিবে, তাহা পরচর্চ্চায় পরদোষানুসন্ধানে ব্যয় করিবেন। অবশ্য সকলেই এরূপ সময়ের অপব্যয় করেন না, এবং প্রকৃত মহানুভব স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি বর্ত্তমান সময়েও অনেক আছেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইলে ভারতের কলঙ্ক ঘুচিবে না।

পরের দোষ অনুসন্ধানের স্পৃহা আমাদের একটী ব্যাধিবিশেষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উহা আমাদিগকে জীবনের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে অক্ষম করিয়া তুলে। আদৌ, প্রথমে এই ব্যাধির প্রতীকার না করিলে ক্রমশঃ ইহা সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইবে। দুর্ব্বলতার ন্যায় আত্মাভিমানও আমাদিগকে পরের দোষাদোষের সমালোচনায় প্রবৃত্ত করে। ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তি সকল দেখিয়াই আপনার চরিত্রগত ক্ষুদ্রতা প্রদর্শন করে, এবং তাহার ঘোষণা

করিয়া স্বীয় কুত্রম উন্নতিতে চেষ্টা করে; কিন্তু এই সামান্য কথা বুঝিতে পারে না যে, পরের হীনতা অপরকে বলিয়া, একজনের নিন্দা অপরের নিকট প্রকাশ করিয়া, তাহার লাভ কি? যখন কেহ স্বজাতির বাহিরে নহে, তখন স্বজাতিনিন্দা আত্মনিন্দায় পরিণত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি?

আমরা যে পাঁচজনে মিলিয়া মিশিয়া কোন যৌথকারবার চালাইতে পারি না, উহাও আমাদের জাতীয় দুর্বলতা সূচিত করে। ব্যক্তিগত আত্মপ্রসাদলাভকরণেচ্ছা, ঈর্ষা এবং সন্দেহ ব্যবসায়ে নানা বিঘ্ন উৎপাদন করে। নৈতিক অবনতি তাহার মূল। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস না থাকায় জাতীয় ঐক্যভাব সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হইতে বসিয়াছে। তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপ জন্মভূমির দীনতা এবং অভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। এক্ষণে ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ না করিলে মঙ্গলের আশা নাই। যত দিন না আমরা আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া স্বজাতীয়ের বশ্যতা স্বীকার করিব, জাতিগত স্বার্থের নিকট ব্যক্তিগত স্বার্থ বলি দিতে শিখিব, ততদিন ভারতের কলঙ্ক—আমাদের জাতীয় দুর্বলতা—ঘুচিবে না।

"একজন লোক অতি উচ্চ পদবীস্থ হইলেও তাঁহাকে কোন স্বার্থে রত দেখিলে যেরূপ আনন্দ হয়, আলস্যের ক্রোড়ে নিদ্রিত দেখিলে মনোমধ্যে তদ্রূপ ঘৃণার উদ্রেক হয়, ইহাই মনুষ্যের স্বভাব কার্য্য যত ছোট হউক না কেন, তাহাতে একরূপ মহত্ত্ব ও গৌরব আছে। একজন অর্থশালী ব্যক্তি কোন চিকিৎসালয়ের সাহায্যার্থে সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন; তাঁহার যেরূপ গৌরব, একজন দরিদ্র পথিমধ্যস্থ একটী পীড়িত ক্রন্দনার্ত্ত বালককে উঠাইয়া তাহার অশ্রুজল মোচন করিয়া তাহার হস্তে দুইটী পয়সা দিলে [illegible] ব্যক্তিরও কি সেইরূপ গৌরব নয়? আমরা ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের মধ্যে [illegible] বলিয়া পরিচিত। [illegible]

দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, আশা, উৎসাহ এবং আত্মনির্ভর অধিকাংশ [illegible]
অধিবাসিগণের মুখ হইতে প্রায় তদ্বোধক বাক্য নিঃসৃত হয়। [illegible]
স্থলে আলস্য, অবসাদ, অকারণ অসন্তোষ, নিশ্চেষ্টতা এবং নৈরাশ্য
ভাব কি যুবা কি বৃদ্ধ সকলেরই কথোপকথনে প্রকাশ পায়। পরস্পরের
প্রতি পরস্পরের সহানুভূতির একান্ত অভাববশতঃই লোকে বলিয়া থাকে
'মরুকগে,' 'বয়ে গেল,' 'তাহাতে তোমারই বা কি আমারই বা
কি'; বিরক্তি ও অসন্তোষের ভাব প্রকাশক 'মৃত্যু হয় ত বাঁচি,' 'আমি
আর ক'টা দিন,' 'দূর হোক গে, সংসারে আর থাক্‌ব না' ইত্যাদি
বাক্য প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। নৈরাশ্য, নিশ্চেষ্টতা, অসন্তোষ
প্রভৃতি জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ক আমাদিগের মধ্যে ক্রমবিস্তার লাভ
করিতেছে। 'আর পারি না' কিম্বা 'আর পোষায় না'—এরূপ
বাক্য পলিতকেশ, লোলচর্ম্ম বৃদ্ধগণের মুখে কিয়ৎপরিমাণে শোভা পায়;
কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ বুদ্ধিমান যুবকগণের মুখে কোনক্রমেই শোভা
পায় না। বিশেষতঃ যাহাদিগের মস্তকে কোনরূপ ভারই নাই,
যাহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য বিদ্যার্জ্জন এবং চরিত্র-গঠন, তাহারা এরূপ
বলিলে আমাদিগের লজ্জা রাখিবার স্থান থাকে না। কিন্তু আমাদের
দেশের ছাত্রবৃন্দ তাহা না বুঝিয়া এমন অমূল্য সময় হেলায় হারাইতে
বসে; সামান্য কারণে এবং অকারণেও "আর পারি না" বলিয়া জড়তা
এবং আলস্যের ক্রোড়ে অঙ্গ ঢালিয়া দেয়। বাসনায় অতৃপ্তি কিম্বা
কার্য্যের নিষ্ফলতা নিবন্ধন অনেকে নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ হয় এবং যখন
আলস্য ও অবসাদ আসিয়া পড়ে, তখন দৈবের উপর নির্ভর করিয়া
বসিয়া থাকে। ইহাতে নিজে ত কৃতকার্য্য হইতেই পারে না, অধিকন্তু
তাহার দৃষ্টান্ত অপরে অনুকরণ করে। একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন—

"মানবের ভাগ্য মানবেরই হস্তে।"

ইহার অর্থ এই যে, যেরূপ সাধনা করিবে, তোমার সিদ্ধিও তদ্রূপ হইবে। তবে অনেক সময় আমরা অল্প চেষ্টা করিয়া অধিক ফল লাভ করিবার আশা করি; এবং শেষে অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হই। এ জগতে যদি আমরা উচ্চ আদর্শ পোষণ করি, অল্প আশা রাখি এবং আমাদের কর্ত্তব্যগুলি প্রাণপণ যত্নে পালন করিয়া যাই, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই আশাতীত ফল প্রাপ্ত হই। অতএব তোমরা যেন 'আর পারি না' একথা কখনও মুখে আনিও না।

৩—"পারিব না।"

"পারিব না একথাটি বলিও না আর,
কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার।
পাঁচজনে পারে যাহা,
তুমিও পারিবে তাহা,
পার কি না পার কর পরখ তাহার,
একবার না পারিলে দেখ শতবার।"

—কোমল কবিতা।

অধ্যবসায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরের অভাবে আমরা অনেক সময় কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হই। কর্ত্তব্যপথে সামান্য বিঘ্ন ঘটিলে, সম্মুখে কোন বাধা পাইলে, কিম্বা কোন বিপদে পতিত হইলে আমরা হাত পা হারাইয়া বসি, সঙ্কল্প বিস্মৃত হই এবং আমাদের সাহস বল একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ভারতবাসীর শারীরিক এবং মানসিক শক্তি ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ

জাতিগণের অপেক্ষা অল্প নহে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আমরা তাহা দেখাইতে পারি না। আমাদের শক্তি ক্ষিণকালের জন্য বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া অচিরেই হ্রাসোন্মুখী হয়। এই শক্তি আমাদের কাহারও বাল্যে, কাহারও যৌবনে এবং কাহারও প্রৌঢ়াবস্থায় পরিস্ফুট হয়। আজীবন অথবা পুরুষানুক্রমে কোন কার্য্য সমভাবে কিম্বা বর্দ্ধিত উৎসাহে সম্পন্ন করা আমাদের কল্পনার অতীত। এক বিষয়ে দীর্ঘকাল আমাদের চিত্ত স্থির থাকে না। সভা সমিতি, সমাজ, সম্প্রদায় প্রভৃতি ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আমরা যে কোন সদনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিয়া প্রথমে অসাধারণ অধ্যবসায়, অদম্য উৎসাহ এবং বিশিষ্ট অনুরাগের সহিত কার্য্যসাধনে তৎপর হই। কিন্তু হায়! কিছু কাল পরে আমাদের সমুহ আগ্রহ, উৎসাহ এবং অধ্যবসায় শিথিল হইয়া পড়ে। অবশেষে আমরা পূর্ব্বসঙ্কল্প বিস্মৃত হইয়া 'একর্ম্ম আমার দ্বারা হইবে না' বা 'আমি পারিব না' বলিয়া কর্ম্মান্তরে অগ্রসর হই। এই যে ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী আগ্রহ এবং উৎসাহ, এই যে এক কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে না হইতেই কর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি, এই যে আমরা সামান্য কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত বালকের ন্যায় 'পারিব না' বলিয়া যাবতীয় অধ্যবসায় এবং প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হই, এসকল কি আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতা নহে? যাহাতে একবার নিষ্ফল হই, প্রায় তাহার প্রতি দ্বিতীয় বার দৃষ্টি করি না। দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় যাহা সম্পন্ন করিতে পারি না তৃতীয় বার তজ্জন্য চেষ্টা করি না। 'যাহা দশবার চেষ্টা করিলে সিদ্ধ হয় না, শতবার তজ্জন্য চেষ্টা করিব, শতবারের চেষ্টায় যাহা হয় না তাহা সহস্রবার দেখিব, এ কার্য্য আমিই সম্পন্ন করিব, নিশ্চয়ই পারিব,—এইসকল বাক্য আমাদের মধ্যে অল্পই শ্রুত হয়। হায়, কবে আমাদের দেশীয় নরনারী এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, এই আত্মনির্ভর শিক্ষা করিবে?

প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায়, আত্মনির্ভর এবং নিরন্তর পরিশ্রম কি না করিতে পারে? অন্যে যাহা অসাধ্য বলিয়া বোধ করিবে, তুমি তাহা সুসাধ্য করিবে।

মুগ্ধবোধপ্রণেতা প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বোপদেব * বাল্যকালে নিতান্ত জড়বুদ্ধি ও ধারণাশক্তিবিহীন ছিলেন, কিন্তু স্বভাবের গুণে তাঁহার গুরুদেবের স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। বোপদেব বহু পরিশ্রম ও বহু আয়াস স্বীকার করিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিলেন, তথাপি তিনি ঐ শাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার সহপাঠিগণ একে একে কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তিনি কিছুই শিখিতে পারিলেন না; ইহাতে বোপদেব এবং তাঁহার অধ্যাপক উভয়েই ক্ষুব্ধ হইলেন। একদা অধ্যাপক মহাশয় অধ্যাপনা করিতে করিতে সস্নেহবচনে তাঁহাকে তিরস্কার করেন। বোপদেব তাহাতে অভিমানে লজ্জায় ও ক্ষোভে অভিভূত হইলেন। "এত পরিশ্রম, এত চেষ্টা করিয়া দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করিলাম, তথাচ ব্যাকরণ আয়ত্ত করিতে পারিলাম না, সুতরাং আমার কিছু হইবে না," এই বলিয়া তিনি গোপনে গুরুগৃহ ত্যাগ করিলেন এবং উদাসীনের ন্যায় পথে পথে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। গুরু তাঁহার প্রিয় শিষ্যের বিয়োগে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার তিরস্কারই যে বোপদেবের গৃহত্যাগের কারণ, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন।

একদা ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া বোপদেব এক সরোবরের সমীপে একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। ক্ষণকাল পরে দেখিলেন,

---

* এই আখ্যায়িকাটি ১৮৮১ সালের বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত "বোপদেবের জীবনী" শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত এবং বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে প্রকাশিত।

একটী রমণী জলপূর্ণ একটী মৃন্ময় কলস প্রস্তরনির্ম্মিত সরোবরসোপানের উপর স্থাপন করিয়া স্নানার্থে সরোবরে পুনর্ব্বার অবতরণ করিল এবং স্নান সমাপন করিয়া সেই কলস লইয়া প্রস্থান করিল। যথায় কলসটী রক্ষিত ছিল, ঠিক সেই স্থানটুকু বিলক্ষণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া বোপদেবের মনে সহসা কি এক ভাবের উদয় হইল; তিনি গাঢ় চিন্তায় মগ্ন হইলেন। অনন্তর গাত্রোত্থান করিয়া প্রফুল্লবদনে বীরভাবে গুরুগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অধ্যাপক প্রিয় শিষ্যের পুনর্দর্শন লাভ করিয়া যাবতীয় ক্লেশ বিস্মৃত হইলেন এবং সাদর সম্ভাষণে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তিনি যার-পর-নাই পুলকিত হইয়া সহসা তাঁহার এরূপ মানসিক পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বোপদেব আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন, "গুরুদেব, দীর্ঘকাল ঘর্ষণের ফল এক্ষণে বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। মৃত্তিকার সহিত দীর্ঘকাল ঘর্ষণে কঠিন প্রস্তরও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, যখন স্বচক্ষে দেখিলাম, তখন পুনঃপুনঃ চেষ্টা, নিরন্তর চর্চা এবং অধ্যবসায়বলে আমার বুদ্ধিবৃত্তি এবং স্মরণশক্তি মার্জ্জিত ও তীক্ষ্ণ না হইবে কেন?"

তদবধি বোপদেব একাগ্রচিত্তে ও অসাধারণ অধ্যবসায়সহকারে ব্যাকরণ শিক্ষা করিতে লাগিলেন; অনন্তর বাল্যের সেই জড়তা বিদূরিত হইল। বোপদেব ব্যাকরণশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। পাণিনির ব্যাকরণ বহুবিস্তৃত, দুরূহ এবং বহু সময় ও শ্রমসাধ্য দেখিয়া বোপদেব মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রণয়ন করিলেন। যে মুগ্ধবোধের উপকারিতায় লোক মুগ্ধ, যাহার শব্দযোজনা, সূত্রগুম্ফন এবং সংক্ষেপের মধ্যে সম্পূর্ণতা রক্ষা করিবার কৌশলে বোপদেব জগতে অমর হইয়াছেন, বৃত্তিবিবৃতি না লিখিলে যাহা পণ্ডিতসমাজেও দুর্ব্বোধ থাকিত, যাহার টীকা লিখিয়া রামতর্কবাগীশ প্রভৃতি অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি

[illegible]

[illegible] বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জন্য লিখিয়াছিলেন। [illegible] বলিয়া [illegible] গৃহ ত্যাগ করেন, [illegible] তিনি [illegible] উৎপিত হন, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহা দেখি! অধ্যবসায়ের কি অদ্ভুত প্রভাব! পুনঃপুনঃ আলোচনার, নিয়ত চর্চার কি অলৌকিক ক্ষমতা! আত্মনির্ভর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কি অসাধারণ শক্তি!

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট গারফীল্ড নিতান্ত আত্মনির্ভরশীল ছিলেন। 'পারিব না' একথা তাঁহার মুখ হইতে কেহ শুনে নাই। একদা তাঁহার স্কন্ধে অনেক কঠোর কর্ত্তব্যভার পতিত হইলে, তাঁহার জননী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "জেম্‌স্‌, যে কোন কাজ করিবে পূর্ব্বে তাহা পারিবে কি না ভাবিবে। পারিবে কি না স্থির হইলে অর্দ্ধেক কাজ সমাধা হয় জানিবে। আমার পিতা প্রায়ই একটী অতি প্রাচীন প্রবাদ-বাক্য বলিয়া আমাদিগকে উপদেশ দিতেন—

'ইচ্ছা থাকিলে উপায় হয়'।"

জেম্‌স্‌ মাতার এই উপদেশ ও উৎসাহবাক্য জীবনে কখনও ভুলেন নাই। তিনি অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। মাতৃভক্তি তাঁহাকে জগতে উন্নত করিয়াছিল। তাঁহার উন্নতির পথ সুগম করিবার জন্য কোন সহায় সম্পত্তি ছিল না। নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থায় প্রতিপালিত হইয়া তিনি স্বকীয় চেষ্টা ও উদ্যমবলে দরিদ্রের সন্তান হইয়াও সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। আত্মনির্ভরের গুণে গারফীল্ড যে কোন কঠিন কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র, মাতৃভক্তি ও আত্মনির্ভর তাঁহার যাবতীয় অভাব দূর করিয়াছিল এবং তাহাতে অসাধারণ শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল।

"যে আপনার উপায় আপনি দেখে, ঈশ্বর তাহাকে সাহায্য করেন", এই প্রবচনটী জননী শৈশবে মাতৃভক্ত গারফীল্ডকে প্রায়ই শুনাইতেন। মহামতি গারফীল্ড জননীর এই উপদেশবাক্য জীবনে কখনও বিস্মৃত হন নাই।

৪—প্রতিযোগিতায় বিনয়কুমার।

ইংরাজীতে একটী প্রবচন আছে—"লক্ষ্য স্থানের একটু উচ্চে 'তাগ' কর নতুবা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে।" এই কয়টী কথা বুঝিয়া প্রয়োগ করিলে অনেক বিষয়েই খাটে। শৈশবক্ষেত্রে কিম্বা বিদ্যালয়ে, সংসারে অথবা জনসমাজে, যৌবনে অথবা বার্দ্ধক্যে, তুমি যে অবস্থায় থাক না কেন, এই অমূল্য উপদেশবাক্য স্মরণ করিয়া কার্য্য করিলে অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে। শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি উচ্চবিভাগের ত কথাই নাই, সামান্য বিষয় হইতেও ইহার সত্যতা অনুভব করা যায়। সমতল ভূমি হইতে একটু উচ্চে উঠিলেই অপর সাধারণ অপেক্ষা অধিক দেখিতে পাইবে। ক্রীড়াভূমিতে যদি অন্যান্য বালকগণ হইতে অধিকতর উত্তম খেলোয়াড় বলিয়া পরিচিত হও, তোমার স্থান সকলের উচ্চ হইবে। পাছে তুমি তাহাদের সহিত ক্রীড়া না কর সেই ভয়ে তাহারা তোমাকে অসন্তুষ্ট করিতে চাহিবে না, তোমার অনেক উপদ্রব অম্লান বদনে সহ্য করিবে; তোমাকে আদর্শ করিয়া তোমার ন্যায় সুখ্যাতি পাইতে অভিলাষ করিবে; কিন্তু তোমার লক্ষ্য যদি আরও একটু উচ্চ হয়, উচ্চতর আদর্শ করায় তুমি

তোমার সুশীলন অপেক্ষা উচ্চেই থাকিবে এবং সুরভাবে সম্মানিত ও আদৃত হইবে।

কলিকাতার কোন কলেজের এক শ্রেণীতে নরেন্দ্র এবং রমেশচন্দ্র নামে দুইজন ছাত্র ছিল। ছাত্রদ্বয় প্রতিবৎসরেই পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় হইত। সমপাঠিগণের মধ্যে কেহই তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারিত না। সাধুচরিত্র এবং বীশক্তিধারা উভয়েই শিক্ষকগণের প্রিয়পাত্র ছিল। শিক্ষক মহাশয়গণ ইহাদের অনেক আব্দার সহ্য করিতেন। সেই শ্রেণীতে প্রায় সাত আটজন ছাত্র বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণী হইতে প্রতি বৎসর নরেন্দ্র ও রমেশের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমশ্রেণীতে উঠিয়া এক্ষণেও একত্রে অধ্যয়ন করিতেছিল। তাহারাও বুদ্ধিমান এবং পরিশ্রমী ছিল; কিন্তু নরেন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের সমতুল্য হইতে না পারায় তাহাদের ঈর্ষা জন্মিল; অথচ প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে আপনাদিগের ত্রুটি অনুসন্ধান করিয়া অসম্পূর্ণতা দূর করিতে, অথবা পরীক্ষায় পরাস্ত করিতে, বিশেষ কোন আগ্রহ বা চেষ্টা করিল না। 'আমরা এত পরিশ্রম করি, এত যত্ন করিয়া পাঠাভ্যাস করি, পরীক্ষাকালে যাবতীয় প্রশ্নের সদুত্তর লিখিয়া আসি, কিন্তু কেন যে নরেন আর রমেশ সর্ব্বপ্রধান হয় কিছু বুঝিতে পারি না। ইহারা অধ্যাপকগণের প্রিয়পাত্র হওয়ায় বোধ হয় এরূপ ঘটে।' এই প্রকার ঈর্ষান্বিত অলীক চিন্তায় তাহাদের পাঠেও অনেক সময় বিঘ্ন ঘটিত। উক্ত বালকবৃন্দের মধ্যে বিনয়কুমার নামে একটী বুদ্ধিমান ছাত্র একদা ভাবিল, 'প্রতিবৎসরেই নরেন এবং রমেশ প্রথম ও দ্বিতীয় হয় ইহার কারণ কি? কি প্রকারে তাহারা অধ্যাপকের এতদূর প্রিয় হইল? নিশ্চয়ই ইহার বিশেষ কোন কারণ আছে। যাহা হউক, সে কারণটী কি, অনুসন্ধান করিতে হইবে।' এই ভাবিয়া বিনয় প্রতিদিন রমেশ ও নরেন্দ্রের কার্য্যকলাপ, কথোপকথন, চালচলন প্রভৃতি বিশেষ মনোযোগের সহিত

উভয়ের দর্প চূর্ণ হইবে, হরিনাথ সকলকেই পরাস্ত করিবে। পরীক্ষার ফল কিছুদিন পরে বাহির হইল, সকলেই বিনয়কুমারের প্রতি বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল। বিনয়কুমার পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে! তাহাদিগকে এরূপ বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে চাহিতে দেখিয়া বিনয়কুমার বলিল— "বন্ধুগণ! লক্ষ্যস্থানের একটু উচ্চে 'তাগ' কর, অনায়াসে লক্ষ্যভেদ করিতে পারিবে।"

আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতার আর একটী লক্ষণ এই যে, প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে আমরা ঈর্ষায় দগ্ধ হই, তথাপি আত্মদোষ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিকার চেষ্টা করি না। যে গুণের জন্য আমি প্রতিযোগীর নিকট হীন সে গুণের উৎকর্ষ বিধান না করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর দোষানুসন্ধান এবং কলঙ্ক ঘোষণা করিলে তাহাকে কখনই পরাস্ত করিতে পারিব না। এ সম্বন্ধে আমরা অল্পবয়স্ক বালক বিনয়কুমারের নিকট যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতে পারি।

৫—কার্য্যেই মহত্ত্ব।

মান আর অপমান অবস্থাতে নাহি হয়;
কর্ত্তব্য সাধনে শীয় যতেক সম্মান রয়।
সুচারু সাধন কর নিজ নিজ কর্ম্মকাজ;
তাহাতেই মান তব, নতুবা পাইবে লাজ।

[illegible]।

"উদ্যোগী পুরুষে লক্ষ্মী করেন আশ্রয়,
দৈবে দিবে পাই ইহা কাপুরুষে কয়।
দৈব নাশি প্রকাশ পৌরুষ আত্মবলে,
কিবা দোষ কৃতযত্ন সিদ্ধ নাহি হলে।"

—হিতোপদেশ।

"অলসের মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।"

—ইংরাজী প্রবাদবাক্য।

তোমরা দর্শন এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রে যতই প্রবেশ লাভ করিবে, ততই দেখিতে পাইবে জাগতিক যাহা কিছু সমস্তই কর্ম্মরত। কি জীবজগৎ কি জড়জগৎ উভয়ই কর্ম্মশীল। এখানে আলস্যের স্থান নাই। তথাপি আলস্য বলিয়া যে একটী কথা আছে তাহার অর্থ স্বতন্ত্র। সচরাচর কর্ম্মের অভাবকেই আলস্য বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। যাহার যতটুকু শক্তি, সে সেইটুকু নিয়োগ করিবে, যাহা কর্ত্তব্য তাহা সুসম্পন্ন করিবে। যে শক্তি, সময়, ইচ্ছা প্রভৃতি যথাযথ নিয়োগ না করিয়া কর্ত্তব্যে ফাঁকি দেয়, আমরা তাহাকেই বলি অলস। কিন্তু যে আপনার কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করে, আমরা তাহাকে অলস বলি না। অপরপক্ষে যখন কর্ম্ম ভিন্ন গতি নাই, তখন যে সুকর্ম্ম না করে, সে কুকর্ম্ম করে; যে কর্ত্তব্য না করে, সে নিশ্চয়ই অকর্ত্তব্য অর্থাৎ অসৎকর্ম্ম করিয়া থাকে। কিন্তু আমরা যখন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে অলস বলি না, তখন যে অকর্ম্মী অর্থাৎ কর্ত্তব্যে অবহেলাকারী, তাহারই নাম অলস। অলসের মস্তিষ্ক সর্ব্বদাই পাপপথে ধাবিত হয়। ইংরাজীতে [illegible] প্রবচন আছে, তাহার ভাবার্থ এই যে, যাহারা আপনার কর্ত্তব্য আপনি দেখিতে না পায়, শয়তান তাহাদের কর্ম্ম খুঁজিয়া দেয়। বিশ্রামপ্রিয় ব্যক্তিগণ এবং যাহারা [illegible] বলিয়া থাকেন—"আজীবন কেবল খাটিয়াই মরিব ?—একটু বিশ্রাম করিয়া লই"; যাহারা ভাবেন এক বেতনভোগী লোকের

থাকিতে কেনই বা কার্য্য করিবে; যাহাদের ধারণা দরিদ্র নরনারী এবং শ্রমজীবীরাই কার্য্য করিবে এবং ধনী ব্যক্তিগণ কার্য্য করিলে জনসমাজে খাটো হইবে; তাহাদের প্রত্যেকের জানা উচিত যে, একমাত্র কর্ম্মিগণই বিশ্রামসুখ ভোগ করিতে পায় এবং অকর্ম্মী অলসগণ দিবারাত্রি অপ্রসন্ন, রুগ্ন এবং অসুখী থাকে। কর্ত্তব্যে ফাঁকি দিয়া অথবা আলস্যে দিন কাটাইয়া বিশ্রাম লাভ করা যায় না। আমরা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতে পারিব বলিয়াই বিশ্রাম লইব এবং বিশ্রামসুখ লাভ করিতে পারিব বলিয়াই কর্ম্ম করিব। কর্ম্মের দ্বারা আমরা যে কেবল শারীরিক বিশ্রাম পাই এমন নহে, মানসিক শান্তিও যথেষ্ট লাভ করি। প্রত্যেকেরই অবস্থা এবং শক্তির অনুযায়ী কর্ত্তব্যের সীমা আছে। স্বীয় শক্তি অতিক্রম করিয়া কেহ কিছু করিতে পারে না। রাজার, প্রজার, গৃহীর, সন্ন্যাসীর, শিক্ষকের, ছাত্রের, জনকজননীর, সন্তানের, প্রভুর, ভৃত্যের, ফলতঃ অধিকারভেদে প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে। কেবল উন্নতির ইচ্ছা ও উদ্যমশীলতা যতই বাড়িতে থাকে, জাতি, কুল ও বর্ণনির্ব্বিশেষে কর্ত্তব্যের সীমা ততই বিস্তৃত হয় এবং মানবজীবনের মহত্ব ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে। অতএব কার্য্যকে যাহারা কষ্টের হেতু বিবেচনা করে, তাহারা দেখিতে পায় না যে, কার্য্যই এ সংসারে মানবের একমাত্র সুখ ও সম্পদের হেতু। শরীর এবং মন সুস্থ রাখিতে হইলে একমাত্র কর্ম্মেরই প্রয়োজন হয়। কুচিন্তা এবং অসৎ কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি পাইবার প্রধান উপায় সৎকর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকা এবং সৎচিন্তা করা; যেন কুচিন্তা এবং কুকার্য্যের অবসর না থাকে। কোন দ্রব্য অব্যবহারে মরিচা ধরিয়া নষ্ট হওয়া অপেক্ষা ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া অধিক বাঞ্ছনীয় নহে কি? আলস্যে আমাদের অঙ্গে মরিচা ধরা অপেক্ষা কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া, শরীর ও মনকে কার্য্যে নিয়োগ করিয়া, জীবনপাত করায় অধিক মহত্ত্ব আছে। মহাত্মা [illegible]

পরন্তু অতিরিক্ত শ্রম করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন, একথা তোমাদের মধ্যে অনেকেই শুনিয়া থাকিবে। এইরূপে সকলকেই যে বহুমূল্য জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে তাহা নহে, বরং তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত এবং মানবের প্রার্থিতও নহে; কিন্তু উহার মধ্যে একটু ভাবিবার বিষয় আছে। উক্ত মহাত্মা যদি ঐরূপে লোকান্তরে গমন না করিয়া আলস্যের ক্রোড়ে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া আজিও জীবিত থাকিতেন, বল দেখি তাহা হইলে কয়জন তাঁহাকে চিনিত, তাঁহার নাম কয়জনের পবিত্র স্মৃতির সহিত জড়িত থাকিত, তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে কয়জন কাঁদিত? কিন্তু কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যুতে কে না কাঁদিয়াছে, তাঁহার অভাব আজি কে না বোধ করিতেছে? কার্য্যেই কৃষ্ণদাস পাল মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। কার্য্যই তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয় করিয়াছে। তাই বলিতে হয়, অলস জীবনের ভার বহু দিন বহন করা অপেক্ষা স্বল্পদিনের কর্ম্মজীবন লাভ করা শত গুণে শ্রেয়ঃ। মার্কিন মহাপণ্ডিত এমার্সন লিখিয়াছেন, "প্রকৃতি মানবকে এই বলে যে, মেহনতের মূল্য পাও আর নাই পাও, প্রতি ঘণ্টা কর্ম্ম কর, কেবল দেখ যে তুমি কর্ম্ম করিতেছ, তাহা হইলে পুরস্কারের হাত কখনই এড়াইতে পারিবে না। তোমার কার্য্য সূক্ষ্মই হউক আর স্থূলই হউক কৃষিকর্ম্ম কর অথবা মহাকাব্য লেখ, কর্ম্ম যদি সততার সহিত সম্পন্ন কর এবং উহা যদি তোমার মনের মত হয়, তাহা হইলে মনের আনন্দ এবং নয়নাদি ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তিই তোমার পুরস্কারস্বরূপ হইবে; আর হাজার কেন অকৃতকার্য্য হও না, এক দিন না এক দিন তোমার জয় আছেই আছে। কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে তাহার পুরস্কার এই যে, উহা সুসম্পন্ন হইয়াছে।" মহাপণ্ডিতের এই মহাবাক্য তোমরা বিস্মৃত হইও না। যে কর্ম্ম নীতিবিরুদ্ধ, অর্থাৎ যাহা অপকর্ম্ম, কেবল তাহাই করিও না।

একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক ইংলণ্ড হইতে সুইজারলাণ্ড দেশ দেখিতে

গিয়াছিলেন। তিনি তথাকার একটী প্রধান নগরের রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া একজন মুটিয়াকে ডাকিলেন। মুটিয়া আসিয়া তাঁহার দ্রব্যাদি স্কন্ধে গ্রহণ করিল। বিশেষ কোন একটী হোটেলে মুটিয়াকে যাইতে বলিলেন; সে তাঁহার সঙ্গে চলিল। পথে যাইতে যাইতে মুটিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়, আপনি কোন্ দেশের লোক ? আপনার আকৃতি দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি না।'

বা—আমি ভারতবর্ষের লোক।

মু—(একটু চিন্তা করতঃ) আপনাকে একটী বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা করিব। আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহার উত্তর দিবেন কি ?

বা—তোমার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পার, আমি যথাসাধ্য উত্তর করিব।

তৎপরে মুটিয়া তাঁহার সহিত বার্ত্তালাপ করিলে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—'তুমি শিক্ষিত লোকের মত কথা বলিতেছ, তুমি মুটিয়ার কাজ কর কেন।' মুটিয়া বলিল—'পরের গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা মুটিয়ার কাজ ভাল মনে করি। আজ আমি মুটিয়ার কাজ করিতেছি, কিন্তু এমন দিন আসিতে পারে, যে দিন আমি সাধারণতন্ত্রের সভাপতি হইতে পারি।'

সুইজারল্যাণ্ডের মুটিয়া শিক্ষিত ব্যক্তি হইয়াও মোট বহন করিতেছে, পরের গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা মুটিয়া হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা ভাল মনে করিতেছে, ইহা কি প্রকৃত মহত্ত্ব নহে ? কৃষকের কাজ, সূত্রধরের কাজ, কুম্ভকারের কাজ, মুটিয়ার কাজ, কোন কাজই নীচ কাজ নহে। এসমস্ত কাজই জনসমাজের পক্ষে হিতকর। সুতরাং এসকল কাজই ভাল কাজ, কিছুই মন্দ কাজ নহে। নীতিবিরুদ্ধ কাজই মন্দ কাজ। পরের গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা মুটে হওয়াও ভাল; দুষ্কার্য্য করাতেই নীচতা, হীনতা; ক্ষমতা থাকিতে অন্যের গলগ্রহ হওয়াই নীচতা।" (প্রদীপ)

কর্ম্মের মাহাত্ম্য উন্নতিশীল জাতিমাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ন্যায় ইউরোপে ভিক্ষাবৃত্তির প্রচলন নাই। তথায় ভিক্ষাগ্রহণ করা যেমন লজ্জাজনক ও হীনতাসূচক, ভিক্ষাদানও তদ্রূপ আলস্যের প্রশ্রয়দায়ক বলিয়া অপরাধের মধ্যে গণ্য। ইউরোপ ও মার্কিনে সেইজন্য "ভিক্ষুক" বলিলে বড় শক্ত গালি দেওয়া হয়। মার্কিনের বড় বড় কলেজের অনেক দরিদ্র ছাত্র গ্রীষ্মের ছুটির সময়, শকটচালক ট্রাম গাড়ীর কনডাক্টর, ড্রাইভার, নাট্যশালার পটপরিবর্ত্তনকারী, ধর্ম্মমন্দিরের ঘণ্টাবাদক প্রভৃতির কার্য্য করিয়া এমন কি অনেক সময় মোট বহিয়াও, অর্থোপার্জ্জন করে এবং আপনার কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তাহাতে তাহারা সঙ্কোচ বোধ করে না, বরং পরের গলগ্রহ হইতে, পরের শ্রমলব্ধ অর্থ ভিক্ষা করিয়া লইতে লজ্জা বোধ করে। আমাদের আলস্যপ্রধান দেশ-বাসীদিগের মধ্যে এই ভাব জাগ্রত না হওয়ায় আত্মনির্ভর ও কর্ম্মের গৌরব উপযুক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না।

৬—কর্ম্মগীতা

১। শুন মম নিবেদন ভারতসন্তান!
কর্ম্ম কর, কর্ম্মে তব মুক্তি বর্ত্তমান।

২। তোমরা কি ক্রীতদাস অথবা স্বাধীন?
ক্রীতদাস যদি হও, অলস অবশ রও,
স্বাধীন যদ্যপি, কর্ম্ম কর অনুদিন।

৩। তব পূর্ব্ব পিতৃগণ, সাধি কর্ম্ম অনুত্তম,
গড়েছিলা প্রাচীন ভারত।

২৪। কর্ম্ম না করিও শুধু আত্ম-স্বার্থ চেয়ে।
সার্থক পরার্থ কর্ম্ম নরজন্ম পেয়ে ॥

২৫। দুঃখ নাশে সুখদানে, অশান্তিতে শান্তি আনে,
অন্ধকারে আলো আনে, দীনতায় ধন,
যে কর্ম্ম, সে কর্ম্মযোগ সাধ অনুক্ষণ।

২৬। দীন-দুঃখী আর্ত্তলোকে
সেবা কর কর্ম্মযোগে।

২৭। ব্যবসা-বাণিজ্য ধর।
স্বদেশ সম্পন্ন কর ॥
স্বজাতি-হীনতা হর।
কর্ম্ম কর, কর্ম্ম কর ॥

২৮। কর্ম্ম করি স্বদেশে যা পাবে,
তদর্থে বিদেশে কেন যাবে?
কর্ম্ম কর, কর্ম্ম কর তবে।

২৯। সিন্ধুর তুফান তুচ্ছ কর।
পর্ব্বতের কাঠিন্য বিস্মর।
বীরবৎ কর্ম্মযোগ ধর ॥

৩০। ভোল পরদোষ, পরদুরাচার সও।
শুভার্থে দুরাচারীর কর্ম্মযোগী হও ॥

৩১। সাধু সত্য পরায়ণ পরিশ্রমী হয়ে,
সার্থক করহ জন্ম কর্ম্মযোগ লয়ে।

৩২। কর্ম্ম কর, সাবধানে রহি অনিবার,
কুচিন্তা পশে না যেন মস্তকে তোমার।

৩৩। কর্ম্ম কর, (যেন আলস্য ধরে না)
অঙ্গে যেন তব মরিচা পড়ে না ॥

৩৪। কর্ম্ম কর, কর্ম্মযোগে মুক্ত।
গল্পগাছা, পরচর্চ্চা ত্যজ ॥

৩৫। কর্ম্ম কর, অন্যের সৎকর্ম্ম সমাধানে
সহযোগী হও সদা সাহায্য প্রদানে।

৩৬। কর্ম্ম কর, হয়োনা হিংসুক।
পরদুঃখে পেওনাক সুখ ॥

৩৭। কর্ম্ম কর, কিন্তু যেন হায়!
অট্টালিকা গড়'না হাওয়ায়।

৩৮। কর্ম্ম কর, কিন্তু সাবধান,
পরছিদ্র ক'রনা সন্ধান।

৩৯। কর্ম্ম কর, হয়ে কর্ম্মে ধীর,
সম্মুখে আদর্শ রাখ স্থির।

৪০। কর্ম্ম কর, সৎকর্ম্ম-সাধনপথে সদা
জাতিকুলবর্ণের যেন না কোন বাধা।

৪১। যদি কর্ম্মযোগ-সাধক হও
কায়-মন-বাক্যে পবিত্র রও।

৪২। যদি কর্ম্মযোগ সাধন ধর,
দেহমন দুই সবল কর।

৪৩। সাধ কর্ম্মযোগ, কিন্তু সঙ্গে তার
করিলে অভ্যাস ধ্যান-ধারণার,
কর্ম্মের সুসিদ্ধি হইবে তোমার।

৪৪। কর্ম্ম কর, শ্রেষ্ঠে দিও মান ;
নিকৃষ্টে করিও দয়া দান।

৪৫। সুপিতা, সুভ্রাতা, আর সুপুত্র, সুপতি হও,
সু হ'য়ে নিষ্ঠ সর্ব্বে সৎকর্ম্মসাধনে রত।

৪৬। প্রজা হ'য়ে রাজভক্ত।
হও কর্ম্মযোগ-যুক্ত॥

৪৭। যোগ্য জানপদ হও।
যোগ্য কর্ম্মযোগ লও॥

৪৮। কর্ম্ম কর, রাজবিধি মান।
যে বিধি দুর্ব্বাধ তুমি জান,
পার তার পরিবর্ত্ত আন॥

৪৯। যদি দুষ্ট বিপদানে
কর্ম্ম কর, [illegible]

৫০। নাহি হবে তীব্র ত্যাগী,
না হবে বিলাসভোগী ;
ও দুয়ের মধ্যভাগে থেকে হবে কর্ম্মযোগী।

৫১। দয়ালু প্রেমিক নাহি হও।
নিরন্তর কর্ম্মে রত রও॥

৫২। কর্ম্ম কর, হও উপাসক
হইও না দম্ভ-প্রদর্শক।

৫৩। কর্ম্ম কর, সাধ এই ভাবে
ভ্রাতৃভাব সমগ্র মানবে।

৫৪। রোধ না সৃষ্টির সৌন্দর্য্য-বিভোগ,
হয়ো না নিষ্ঠুর, সাধ কর্ম্মযোগ।

৫৫। যে ধর্ম্মের যে প্রথা, সে ধর্ম্মেই তা, রোক্
সর্ব্বধর্ম্মসার এক কর্ম্মযোগ হোক্।

৫৬। কর্ম্ম কর, প্রতিদান বিনে,
কভু লোভ কারেও না মনে।

৫৭। কর্ম্ম কর, শুধু মুখের কথায়
মোক্ষপদ কেহ কভু নাহি পায়।

৫৮। কর্ম্ম কর, শুধু কথায় নশ্বর
তোষামোদে খুশী না হন ঈশ্বর।

৫৯। রক্ষা কর প্রাণ জনে।
কর্ম্ম কর কায় মনে॥

৬০। দম অত্যাচারী জনে।
কভু শক্ত কায় মনে॥

৬১। সম্মান, প্রশংসা কিম্বা পুরস্কার-তরে,
করি[illegible] কর্ম্ম, কর্ম্ম কর ধর্ম্মতরে।

৬২। যেইমত কর্ম্ম তুমি চাও পর হ'তে,
পর প্রতি কর্ম্ম তুমি কর সেই মতে।

৬৩। যে কিছু কর্ত্তব্য আসে সম্মুখে তোমার,
যথাশক্তি কর্ম্ম কর সম্পাদনে তার।

৬৪। কর্ম্ম কর, কর্ম্মযোগ-বলে সুনিশ্চয়
নরের জীবন-ব্রত সুসম্পন্ন হয়।

৬৫। কর্ম্মপথ চিনে লওহে ত্বরায়,
অন্তর্নিহিত বিবেক-বিভায়।

৬৬। কর্ম্ম কর, সেই লক্ষ্য রাখ কর্ম্মকালে,
সেই লক্ষ্য রাখ কর্ম্ম-সাধন-[illegible]।

৬৭। কর্ম্ম কর, নিষ্কামে এ ভবে,

ফল তার যা হবার হবে।

৬৮। কর্ম্ম কর, [illegible]আবেশে,

শিরোপরে [illegible]রি পরমেশে।

৬৯। কর্ম্ম কর, দেব-ভাব-ভরে।

লভ তার দেবত্ব অন্তরে॥

—হিন্দুপত্রিকা, যশোহর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১—জন্মভূমি।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

স্বজাতিবিদ্বেষ যেমন জাতীয় কলঙ্ক, স্বদেশবাৎসল্য তদ্রূপ জাতীয় গৌরব। স্বজাতিবিদ্বেষ হৃদয়কে নীচ হইতে নীচতর করিয়া দেয়, স্বদেশানুরাগ হৃদয়কে প্রশস্ত এবং উন্নত করে। মহাত্মা ভূদেব বাবু এক স্থানে লিখিয়াছেন, "যাঁহারা বিশিষ্টরূপে স্বদেশানুরাগী এবং স্বজাতিবৎসল তাঁহারা নরকুলে দেবতা।" ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ভাষা, পৃথক্ পৃথক্ আচার ও ধর্ম্ম এবং বিভিন্ন জলবায়ু। একই দেশের এই বিভিন্নতা এবং বৈচিত্র্যহেতু স্বদেশ, স্বজাতি এবং জন্মভূমি প্রভৃতি বাক্যের অর্থনির্ণয়ে অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এইরূপ বিভিন্নতা সত্ত্বেও অপর জাতির মধ্যে ভারতবাসীর অপেক্ষা সমধিক স্বদেশানুরাগ দৃষ্ট হয়। একজন স্কটলণ্ডবাসী, একজন ইংরাজ অথবা ওয়েল্‌স্‌বাসীকে স্বজাতি বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, কিন্তু একজন গুজরাতি একটী বাঙ্গালীকে স্বজাতি বলিবেন না; অথচ উভয়েই হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী এবং প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের উপদেশমত সমপথানুবর্ত্তী। যখন উভয়েই একধর্ম্মাবলম্বী এবং একদেশবাসী, এবং উভয়েরই মূল ভাষা এক (সংস্কৃত), তখন কেবলমাত্র প্রাদেশিক ভাষাভেদের জন্য অথবা পরিচ্ছদের বিভিন্নতার জন্য এরূপ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা অনুচিত। জন্মভূমির অর্থ কি, তাহা বুঝিলে এরূপ ভেদবুদ্ধি থাকিবে না।

মনে করিও না, যে গৃহে, যে পল্লীতে কিম্বা যে প্রদেশে তুমি জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ সেই স্থানমাত্রে তোমার জন্মভূমি। জন্মভূমির অর্থ আরও বিস্তৃত। তুমি চতুর্দ্দিকে যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছ, যাহা দ্বারা তুমি পরিবেষ্টিত রহিয়াছ, এই সমস্ত সুজল সুফল শস্যশ্যামল ভূমি, নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তরুরাজি, নয়নাভিরাম লতাগুল্মতৃণাদি, নদনদী, সরোবর, বিন্ধ্যহিমালয়াদি পর্ব্বতমালা, রাজধানীর অভ্রভেদী অট্টালিকাশ্রেণী হইতে পল্লীগ্রামের ঐ জীর্ণ পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত; অতুল ধনসম্পদের অধিকারী রাজা মহারাজা হইতে ঐ দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত অস্থিচর্ম্মসার বিশুষ্কবদন নরনারী ও তাহাদের আনন্দরোল বা ক্রন্দনধ্বনি; অদূরে ঐ হলযন্ত্রস্কন্ধে ক্ষেত্রাভিমুখ কৃষক এবং কৃষকবালকগণ—এই সমস্তই তোমার জন্মভূমির অন্তর্ভুক্ত। যে সকল আইন দ্বারা আমাদের ধন মান এবং জীবন রক্ষা হইতেছে, যে সমাজবন্ধনে আমরা বদ্ধ, আমাদের উপজীবিকা, যে ভাষায় আমরা হৃদয়ের ভাবসমূহ ব্যক্ত করি, যে সাহিত্যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অক্ষয় কীর্ত্তি সংরক্ষিত হইতেছে, আমাদের সুখদুঃখকাহিনী—এই সমস্ত লইয়া আমাদের জন্মভূমি। যে কক্ষটীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যাঁহাদের সস্নেহদৃষ্টিতে এবং সুরক্ষণাবেক্ষণে বর্দ্ধিত হইয়াছি, আমাদের জনক, জননী, খুল্লতাত, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি পরিবারবর্গ, আমাদের প্রতিবাসিবর্গ, তাঁহাদের অভাব অভিযোগ, প্রণয়, আলাপ, প্রভৃতি সমস্তই এই অমৃতময় বাক্য 'জন্মভূমি'র অন্তর্গত। যে দেশে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহার অন্তর্ভুক্ত যাহা কিছু, তাহার সংশ্লিষ্ট যাহা কিছু, তোমার অধিকার এবং কর্ত্তব্য, তোমার অভাব এবং অভিযোগ, তোমার স্মৃতি এবং কল্পনা, এই সমস্ত যদি একটী মাত্র শব্দে প্রকাশ করিতে হয়, তবে সেই অমৃতময় শব্দ—জন্মভূমি।

তোমরা এই জন্মভূমিকে স্বীয় জননীর ন্যায় দেখিবে। তোমরা

প্রত্যেকেই জন্মভূমি-মাতার সন্তান, সুতরাং সন্তানের নিকট পূজা পাইবার জননী ও জন্মভূমি উভয়ের সমান অধিকার আছে। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহাশক্তিশালী সম্রাট, মহাবীর, মহাপণ্ডিত, মহাভক্ত প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং মানবসমাজে দেবতার ন্যায় পূজা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন, বল দেখি তাঁহাদের মধ্যে কয়জন মাতৃভক্ত ছিলেন না? তুমি শত শত পুরাণ, সহস্র ইতিহাসের পৃষ্ঠা তন্ন তন্ন করিয়া দেখ, মাতৃভক্তিবিরহিত স্বদেশানুরাগবর্জ্জিত একজনকেও পাইবে না। মাতৃপূজা করেন নাই, জননীর প্রতি শ্রদ্ধাবান ও জন্মভূমির অনুরক্ত ছিলেন না, এমন একজনও জগতে বড় হইতে পারেন নাই।

পুরাণের প্রবীরযুধিষ্ঠিরাদি, ঐতিহাসিক মহাবীর আলেকজাণ্ডার, মহামতি পিটর এবং ওয়ালেস, ওয়াসিংটন ও গারফীল্ড এবং আধুনিক ভারতীয় শিবাজী, মহাত্মা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগোপাল ঘোষ, বাগ্মী কেশবচন্দ্র সেন, ভূদেবচন্দ্র প্রমুখ অনেকেই জননীর ও জন্মভূমির পূজা করিয়াছেন। যাঁহারা জগতে বড় হন, তাঁহারা জননী এবং জন্মভূমির পূজা করেন ইহা বলা অপেক্ষা যাঁহারা মাতৃভক্ত এবং জন্মভূমির কল্যাণপ্রার্থী তাঁহারাই ভবিষ্যতে বড় হন, বলিলে অধিক যুক্তিযুক্ত হয়।

২—স্বদেশানুরাগ।

স্বদেশ এবং জন্মভূমি একেরই বিভিন্ন সংজ্ঞা। আজিকালি অনেকে

স্বদেশানুরাগের বিকৃত অর্থ করিয়া দেশের নানা অনিষ্ট সাধন করিতে বসিয়াছে। বৈদেশিকগণের প্রতি অজস্র গালি বর্ষণ করিলে, কিম্বা প্রচলিত শাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধে বা সমাজনিয়মের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিলেই স্বদেশানুরাগবৃত্তি প্রকাশ পায় না। জন্মভূমির প্রকৃত হিতৈষিগণ কখন এরূপ করেন না। দেশের পক্ষে যাহা হিতকর তাহার অনুষ্ঠান এবং যাহা অকল্যাণকর তাহার সংস্কার না করিয়া কেবল সংস্কার সংস্কার বলিয়া চীৎকারে কোন ফল নাই। যাঁহারা প্রকৃত স্বদেশানুরাগী এবং স্বজাতিবৎসল, তাঁহারা স্বদেশের বাহ্য শোভা সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন অথবা সুনীতিসম্মত নিয়মাবলী এবং কঠোর শাসনের প্রতি তত লক্ষ্য রাখেন না। তাঁহারা সমাজের নিয়মাদি গঠন প্রচলন ইত্যাদিতে মনোনিবেশ না করিয়া সামাজিকগণের হৃদয়ের উন্নতি ও চরিত্রের গঠন বিষয়ে অধিক আয়াস স্বীকার করেন। দেশবাসিগণ সত্যবাদী সাধু শিষ্ট না হইলে, সহস্র কঠোর নিয়ম গঠিত, প্রাচীন গৌরব প্রচারিত এবং বিদ্যাবুদ্ধি ধনরত্ন ইত্যাদি অর্জ্জিত হইলেও দেশ উন্নত হয় না। রাজার কঠোর শাসন অপেক্ষা আত্মশাসন আবশ্যক। যাহারা আপনা-দিগকেই শাসন করিতে পারে না তাহারা অপরকে কিরূপে শাসন করিবে? লোকে বিজাতীয় বিদ্বেষ হৃদয়ে পোষণ করিয়া অপরের উৎকৃষ্ট বিষয়ের প্রতি অন্ধ হইয়া যায়। যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করা, যাহা মন্দ তাহা ত্যাগ করা, যাহাতে মঙ্গল তাহার আদর, ও যাহাতে অমঙ্গল তাহার প্রতি ঘৃণা করা মহত্ত্বের কর্ত্তব্য। বিজাতীয়ের নিন্দা করিতে করিতে, কিম্বা তাঁহাদিগের প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করিতে করিতে, হৃদয় এরূপ নীচ হইয়া পড়ে যে, মনুষ্যত্ব এবং মহত্ত্ব এককালে বিলুপ্ত হইয়া যায়, উদার ভাবসকল একে একে বিদায় গ্রহণ করে।

হৃদয়ের ভাব বাক্যে এবং কার্য্যে প্রকাশ পায়। বৈদেশিকগণ

কার্য্য দেখিয়াই প্রশংসা বা নিন্দা, শ্রদ্ধা অথবা ঘৃণা করিয়া থাকেন। যাহারা বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ অপর জাতির প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে পরাঙ্মুখ হয়, আপনার গর্ব্বে আপনি স্ফীত হইয়া স্বজাতির অপরাধ এবং বৈদেশিকের গুণের প্রতি অন্ধ হয়, তাহারা স্বদেশানুরাগী নহে। বরং সেই সকল জন্মভূমির অযোগ্য সন্তান স্বদেশদ্বেষী নামের যোগ্য পাত্র।

প্রত্যেক জনপদবাসীই স্বদেশহিতৈষী হইতে পারেন। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি সন্ন্যাসী, কি সংসারী, বালক, যুবক, এবং বৃদ্ধ, পুরুষ এবং রমণী, সকলেরই পক্ষে এরূপ হওয়া সম্ভব। পরাধীন জাতিও স্বদেশানুরাগী হইতে পারে। ইহার জন্য স্বাধীনতার আবশ্যক নাই; কেবল মনে ইচ্ছা থাকিলেই হইল। "যতটুকু মঙ্গল আমার দ্বারা সাধিত হইতে পারে, জন্মভূমির জন্য আমি তাহা অবশ্য করিব," এই ইচ্ছাই ইহার প্রবর্ত্তক।

যে প্রতিবাসী প্রতিবাসীর সাহায্য করেন, যে পিতামাতা সন্তানকে সচ্চরিত্র এবং সুশিক্ষিত করেন, যে শিক্ষক ছাত্রগণকে সুনীতি শিখাইতে চেষ্টা করেন এবং তাঁহাদের অন্তরে স্বদেশানুরাগ, স্বজাতিপ্রীতির বীজ রোপিত করেন, সুশিক্ষা এবং সুনীতির দ্বারা তাঁহাদের চরিত্র গঠিত করেন, যে বালক গুরুজনের বাধ্য, সত্যবাদী, সাধুচরিত্র হয়, এবং যে ব্যক্তি জন্মভূমির অকল্যাণে নিজের অমঙ্গল বিবেচনা করেন, তাঁহারা সকলেই স্বদেশের কার্য্য করেন।

৩—আদর্শ।

"ওরে বাছা! মাতৃ-কোষে রতনের রাজী,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?"

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

মহৎ চরিত্র সবে করায় স্মরণ
মোরাও করিতে পারি মহৎ জীবন।
রাখিয়া যাইতে পারি মোদেরও পশ্চাতে
পদাঙ্ক অঙ্কিত করি সময়সৈকতে।
পদ-চিহ্নচয়, যাহা— হয়ত অপরে,
বেয়ে যেতে জীবনের মহা সিন্ধু-পারে
হয় যদি ভগ্নতরী আর অসহায়,
হেরিয়া সাহস বল পাবে পুনরায়।
এস তবে মোরা সবে উঠে পড়ে লাগি
যেমনি হোক না কেন হব ফলভাগী।
"সম্পূর্ণ" অনুসরি সাধি কর্ম্ম অনুক্ষণ,
পরিশ্রমী ধৈর্য্যশীল হই এস ভ্রাতৃগণ।

—লংফেলো।

যে দেশের আদর্শ যেরূপ, সেই দেশের উন্নতি তদনুযায়ী। মহাপুরুষদিগের আদর্শজীবনের অনুকরণে জাতীয় জীবন গঠিত হয়। সুতরাং আদর্শ উচ্চ হইলে জাতি উন্নত হয়, আদর্শ খাটো হইলে জাতি অবনত হয়। এই কারণে ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীর শিক্ষা, সভ্যতা, ভাব, কল্পনা, বুদ্ধি, মানসিক গতি এবং সংস্কার বিভিন্ন প্রকার। জগতের এমন কোন দেশ নাই যথায় সামাজিক বা রাজনৈতিক, সাংসারিক বা পারমার্থিক, দৈহিক বা মানসিক, ফলতঃ সকল বিষয়েই সর্ব্বোচ্চ আদর্শ সম্ভব হইতে পারে। কোথাও মানসিক উন্নতি, কোথাও শারীরিক

শক্তি, কোথাও মনোবিজ্ঞান, কোথাও [illegible] করে, এবং তাহাই হইয়াছে। অতএব দেশকাল বিচার না করিয়া এবং যে সময়ের ও যে দেশের যেটুকু উচ্চ আদর্শ তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এমন সমাজ নাই যাহাতে কোন না কোন বিষয়ে দোষ স্পর্শ করে নাই; এমন নীতি, শিক্ষা এবং সংস্কার নাই যাহা সর্ব্বতোভাবে অভ্রান্ত। ভ্রান্তি আমাদের পদে পদে। প্রাচীন আর্য্যগণের জ্ঞান, প্রেম এবং বিশ্বাস; তাঁহাদের গুরুভক্তি, সাধুতা এবং সরলতা; তাঁহাদের সত্যপরায়ণতা, নিঃস্বার্থতা এবং স্বধর্ম্মানুরাগ; তাঁহাদের স্বজাতিবাৎসল্য এবং স্বদেশানুরাগ; তাঁহাদের রাজভক্তি, তাঁহাদের ভগবদ্ভক্তি আমাদের আদর্শস্থল। আমরা যে সেই সকল আদর্শ সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করি না ইহাও আমাদের ভ্রান্তি। তবে স্বদেশানুরাগের নামে শিক্ষা এবং আদর্শ ভারতভূমির চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না। ভারতের দেবকল্প ঋষিগণ, রামচন্দ্র-জনক-যুধিষ্ঠিরাদি সম্রাটগণ ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণ, লক্ষ্মণ, ভীমার্জ্জুনাদি ভ্রাতৃগণ, সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি ললনাগণ আদর্শচরিত্র সন্দেহ নাই; তথাপি গ্লাডষ্টোন এবং উইলবারফোর্স, ওয়াসিংটন এবং গারফীল্ড, ম্যাজিনী এবং ওয়ালেস, মহামতি আলফ্রেড, মহামতি পিটর এবং থিয়ডোর পার্কার, এমার্সন এবং টলষ্টয় প্রভৃতি মহাজনগণের নিকট সকল দেশেরই কিছু না কিছু শিক্ষা করিবার আছে। আমরা যেমন আমাদের জন্মভূমির অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারের প্রতি, প্রাচীন আর্য্যগণের সাধুজীবনের প্রতি, অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারি 'জগতে এরূপ অমূল্য রত্নরাজী আর কোথায়?' অন্যান্য দেশসমূহ যে আদর্শপ্রভাবে সমুন্নত হইয়াছে এবং যে সকল গুণরাশির প্রভায় জগৎকে প্রভাবিত করিয়াছে, সেই আদর্শের প্রতি, তাহাদের গুণাবলির প্রতি, তাহাদের বিজ্ঞান[illegible]র প্রতি, ভারতের

দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহারাও সেইরূপ স্বাধীনতার বলিতে প[illegible]
প্রতীচ্য জগতের এই অমূল্য নিধিসকল তোমাদের কোথায়? আমা[illegible]
এই উদ্যম, একতা, অনুসন্ধিৎসা, সাহস, জাতিগত স্বার্থের নি[illegible]
ব্যক্তিগত স্বার্থবলি, আমাদের উন্নতির ইচ্ছা ও উচ্চ লক্ষ্য, আত্ম[illegible]
[illegible] হৃদয়ের এই শ্রমসহিষ্ণুতা, জ্ঞানলিপ্সা এবং একাগ্রতা, তোমাদি[illegible]
দেশে, তোমাদের সমাজে, তোমাদের [illegible] যুবকগণের ম[illegible]
কোথায়?

এক্ষণে আত্মাভিমানে স্ফীত হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকি[illegible] চলিবে না; যাহা উৎকৃষ্ট তাহা বিদেশীয় হইলেও গ্রহণ করিবে। যা[illegible] উচ্চ, যাহা সত্য, তাহা গ্রহণ করিতে লজ্জা নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে রত্ন তোমাদের স্বীয় ভাণ্ডারে অবহেলিত রহিয়াছে, তাহাকে দূরে রাখিয়া, তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া, দেশদেশান্তর হইতে বহুমূ[illegible] সংগ্রহ করিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করিলেও কৃতকার্য হইতে পারিবে না। যাহা তোমাদিগের জাতীয় গৌরব, যাহা হইতে জগতের যাবতীয় জাতির মধ্যে তোমাদের বিশেষত্ব, এবং যে অমূল্যের লোভে দেশদেশান্তরের মনীষিগণ এক্ষণে লুব্ধনেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, প্রথমে সেই সকলের অধিকারী হও। যাহা তোমাদের জাতীয় আদর্শ, যাহা তোমাদের একান্ত নিজস্ব, তাহা সর্বপ্রথমে গ্রহণ কর।

যুবকগণ! তোমরা ওয়াশিংটনের জীবনী পাঠ কর, ম্যাজিনীচরিত অধ্যয়ন কর, তাহাতে, দেশকালপাত্রনির্বিশেষে গুণীর সমাদর ও তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুকরণে দোষ নাই; বরং প্রশংসাই আছে। কিন্তু তোমাদের গৃহের সন্নিকটে, তোমাদের চক্ষের উপরে যে সকল মহাকীর্তি নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, [illegible] না? তোমাদের জাতীয় [illegible] মহাত্মা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়,

[illegible] বসু, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি মহাজনগণের [illegible] গ্রহণ করিতে ভুলিও না। যে আদর্শের অনুকরণ সহজে করিতে পারিবে, যাহা তোমাদের সম্মুখে বিদ্যমান, তাহা ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র বিদেশের আদর্শ গ্রহণ করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। তোমাদের [illegible] জলবায়ু, স্বদেশের শিক্ষা, সমাজ, সংস্কার এবং অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; অতএব দেশীয় মহাজনগণের পথানুবর্ত্তী হইলে তোমরা স্বয়ং উন্নত হইবে এবং স্বজাতিরও কল্যাণসাধন করিতে পারিবে। তোমরা আর বালক নও, এক্ষণে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিতেছ, শিক্ষালাভ করিতেছ, শিক্ষার সহিত তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইতেছে এবং চিন্তাশক্তিরও বিকাশ হইতেছে,—একবার ভাব দেখি, কর্ত্তব্যের কি [illegible] পথ তোমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে! এখন হইতে যদি তাহা চিনিতে না পারিবে তবে আর কবে চিনিবে?

তোমরা 'স্বদেশানুরাগপ্রিয়' না হইয়া প্রকৃত স্বদেশানুরাগী এবং স্বজাতিবৎসল হও। যেন তোমাদিগের অন্তরে বাহিরে, তোমাদিগের প্রত্যেক কার্য্যে, তোমাদিগের আকৃতি, প্রকৃতি, আহার, ব্যবহার, ভাব, ভাষা এবং কল্পনায় স্বদেশানুরাগ এবং দেশীয় ভাব প্রকাশ পায়।

গৃহবিবাদ আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। সংসারে থাকিলেই [illegible] মনোমালিন্য বিবাদ বিসম্বাদ ঘটে; কি উন্নত, কি অবনত, কি স্বাধীন, কি পরাধীন, সকল জাতির মধ্যে এরূপ হইয়া থাকে; কিন্তু তাই বলিয়া প্রতি কথায়, প্রতি সামান্য বিষয়ের জন্য, স্বজাতীয় [illegible] সহিত বিবাদ করিয়া বৈদেশিকের নিকট বিচারপ্রার্থী হওয়া, কথায় [illegible] এরূপ আত্মপ্রকাশ করা, দেশের কলঙ্ক এরূপে ঘোষণা করা, উচিত [illegible] যত দিন আমরা এক তিল পরিমাণ ভূমির জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতে [illegible] [illegible] জন্য লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতে [illegible]

সৎকার্য্য করিতে আরম্ভ কর, দেখিবে একে একে যেমন সৎ[illegible] বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে তোমার চরিত্র গঠিত হইতেছে ও তোমার জন্মভূমির গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

ভারতে মহৎ হইতে মহত্তর আদর্শ থাকিতে যে ভারতের উন্নতি হইতেছে না, তাহার কতিপয় প্রত্যক্ষ কারণ আছে। সেই গুলি আমাদের জাতীয় দুর্বলতা বা কলঙ্ক। লোকে আমাদিগকে অনুকরণপ্রিয় বলিয়া নানা কথা বলে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, এই অনুকরণপ্রিয়তা প্রদেশগত না হইয়া সমগ্র ভারতে সংক্রমিত হইয়াছে। ভারতে এখন মৌলিকতা ঘুচিয়া অনুকরণপ্রিয়তার যুগ আসিয়াছে; ভাব, ভাষা পরিচ্ছদ, রুচি প্রভৃতিতে ইহা স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, ভারতে এক্ষণে বিজাতিগণের দোষাবলীরই অধিক অনুকরণ হইতেছে।

গুণের অনুকরণ অপেক্ষা দোষের অনুকরণ সহজ। [illegible] পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না, [illegible] স্বার্থত্যাগ করিতে পারি না, সুতরাং আমাদের যৌথকারবার চলে না। আমরা বৈদেশিকের নিকট বশ্যতা স্বীকার করতঃ অতীব সতর্কতার সহিত এবং ঐকান্তিক অন্তঃকরণে স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করি, স্বজাতীয়ের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া আনন্দহৃদয়ে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি না। কর্ত্তব্যে দায়িত্ব বোধ না থাকায় আমরা ভয়ের অধীন হইতে শিখিতেছি, কিন্তু কর্ত্তব্যের অধীন হইতে পারিতেছি না। শ্রদ্ধার অভাবই তাহার মূল। যখন আমরা স্বজাতীয় মহাপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে পারিব, যখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস এবং সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিব, যখন অভিমান এবং স্বার্থপরতা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] অবশ্যই বুঝিব বৈদেশিকের অনুকরণপ্রবৃত্তির [illegible] নতুবা দেশীয় উচ্চ আদর্শ ত্যাগ করত: বিদেশীয় দোষের অনুকরণে আমরা ক্রমশঃই হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িতেছি। তাই [illegible] হে; তোমরা আর সময় হরণ না করিয়া জাতীয় মহাজনগণের [illegible] পথের অনুবর্ত্তন কর। প্রতীচ্য জাতিসমূহের দোষাবলীর অনুকরণ না করিয়া তাঁহাদের গুণগুলির অনুকরণ কর, স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় আদর্শে আপন আপন চরিত্র গঠন করিয়া তাঁহাদের ন্যায় সদনুষ্ঠানে জীবন ক্ষেপণ করিয়া তোমরাও জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাও।

যাঁহারা স্বদেশের কল্যাণসাধনে জীবন উৎসর্গ করেন, স্বদেশানুরাগের বীজ তাঁহাদের হৃদয়ে অল্প বয়সেই অঙ্কুরিত হয়। প্রতিভাবান ব্যক্তির শৈশব হইতেই প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অমর কবি মধুসূদন, নবাব আবদুল লতিফ এবং মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় সহপাঠী ছিলেন। একদা এই তিন জনে আপন আপন ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে করিতে মধুসূদন বলেন, "আমি বায়রণের তুল্য কবি হইতে ইচ্ছা করি।" নবাব সাহেব বলেন, "অত্যুচ্চ পদ লাভ করা আমার ইচ্ছা।" ভূদেব বলেন, "দেশের কল্যাণসাধনে আমার জীবন অতিবাহিত হয় এই আমার অভিলাষ।" এই মহাপুরুষ কৈশোরে যাহা অভিলাষ করিয়াছিলেন, জীবনে তাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। ইনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত জন্মভূমির জন্য পরিশ্রম করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া যান। পরোপকার করিতে ইনি কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। ভূদেবভবন সকলের নিকট অবারিতদ্বার ছিল। [illegible] আসিয়াছে সেই কিছু না কিছু সাহায্য পাইয়াছে।" বাস্তবিক চরিত্রের [illegible], [illegible] কার্য্যতে এবং নিঃস্বার্থপরতায় ভূদেব [illegible] [illegible]

এবং সাধুতায় সাহেবের বিশ্বাস এবং অনুরাগ লাভ করিয়াছিলেন। এরূপ সাধুব্যক্তি সহজে পাওয়া যায় না, সুতরাং তিনি না থাকিলে ব্যবসায়ে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। সাহেব নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বাবুর রোগজীর্ণ বিবর্ণ মুখমণ্ডল ঈষৎ প্রফুল্লভাব ধারণ করিল এবং তিনি উপাধানে ভর দিয়া অতি কষ্টে বসিয়া সাহেবের সৌজন্য এবং সদয় ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। সাহেব রোগীর সহিত কথা কহিতে কহিতে বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে গৃহের চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার আনন্দ উথলিয়া উঠিতে লাগিল; যেন কত কি ভাব, কত অপূর্ব্ব স্মৃতি তাঁহার অন্তরে জাগিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "বাবু, আপনি প্রকৃতই স্বদেশানুরাগী।" উপস্থিত সকলেই চমৎকৃত হইয়া সাহেবের মুখের দিকে চাহিলেন। বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—"আপনারা আশ্চর্য্য বোধ করিতে পারেন। কিন্তু আমি দেখিতেছি, ইহার ন্যায় স্বজাতিবৎসল ও স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি আপনাদিগের দেশে অল্পই দৃষ্ট হন। ভারতের অনেক স্বদেশহিতৈষী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত আমার বন্ধুতা আছে। কেহ সুবক্তা, কেহ সুলেখক, কেহ রাজকীয় উচ্চ কর্ম্মচারী। তাঁহারা স্বদেশের কার্য্য করিয়া বেশ খ্যাতি লাভ করিতেছেন, কিন্তু ইহার ন্যায় অকপট অতি অল্পই দেখিয়াছি। ইহার প্রতি কথায়, বেশভূষায়, আচার ব্যবহারে, মতামতে ফলতঃ সকল বিষয়েই জন্মভূমির প্রতি কেমন [illegible] টান আছে। ভারতবর্ষে [illegible] একটী বিষয় অতি বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি যে, এখানে প্রখ্যাতনামা স্বদেশহিতৈষিগণের গৃহ আমাদিগের দেশের যাবতীয় বিলাসসামগ্রী এবং ইউরোপীয় অন্যান্য স্থানের গৃহোপকরণাদি দ্বারা সুসজ্জিত। বোধ হয় সেই সকল সামগ্রী সংগ্রহ করিতে

সাহেব বলিলেন, "আপনার আদর্শ অতি উচ্চ। আপনার গুণে আমরা কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।" রোগী বলিলেন, "আমার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে বাঁচিবার আর আশা নাই। এক্ষণে আমার একমাত্র পুত্রকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলাম; আপনি আমার পুরাতন মুরব্বী; ইহাকে দেখিবেন; এবং সাধু পথ হইতে ভ্রষ্ট না হয় এমন সদুপদেশ দান করিবেন। আপনার আগমনে ভালই হইয়াছে। এইসকল সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশী উপস্থিত আছেন, সুতরাং আপনার হস্তে এই কাগজগুলি সমর্পণ করিলাম, আমার আশীর্ব্বাদের বাসনা পূর্ণ করিবেন।" এই বলিয়া কয়েকখানি কাগজ সাহেবের হস্তে অর্পণ করিলেন। অনন্তর পুত্রকে আপনার নিকট বসাইয়া বলিলেন, "বৎস! বাল্যকালে আমি বড়ই দুর্ব্বৃত্ত ছিলাম। অমিতব্যয়ী, কর্কশভাষী, অবিনয়ী এবং স্বার্থপর হইয়া পিতৃদেবের নিতান্ত অপ্রিয় হই। পিতৃদেব বহু আয়াস স্বীকার করিয়া আমায় লালিত পালিত করেন, বহু অর্থ ব্যয়ে আমার শিক্ষাবিধান করেন, কিন্তু আমার আচরণে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া আমাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন, এমন কি পোষ্যপুত্র পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে মনস্থ করেন। একজন সাধু আমার মতিগতি ফিরাইয়া দিলেন।

সাধুসঙ্গে আমার চরিত্র সংশোধিত হইল। আমি মনে করিয়াছিলাম, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এবং পরমেশ্বরের ধ্যান করিয়া জীবন অতিবাহিত করিব। কিন্তু সাধু আমায় বলিলেন, 'বৎস, মনে করিও না ভিক্ষায় কল্যাণ হইবে। জগদীশ্বর এই পৃথিবী আলস্যের আগার করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। তুমি নিজেও কর্ম্ম করিবে না এবং অপরের কষ্টার্জ্জিত ধনের অংশ গ্রহণ করিবে ইহা কখনই সঙ্গত নহে। তোমার শরীরে শক্তি আছে, শিক্ষা লাভ করিয়াছ; এক্ষণে যদি পরের গলগ্রহ

[illegible], কর্ণকারের বঙ্গ সকলেই স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। রো[illegible] উপাধানে মস্তক রক্ষা করিয়া নীরবে শয়ন করিলেন। সাহেব পত্নী কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোককে সঙ্গে করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে ও বিষণ্ণ বদনে প্রস্থান করিলেন।

বলা বাহুল্য, বাবুর অনুরোধ অচিরেই রক্ষিত হইয়াছিল এবং তাঁহার পুত্র কিছু দিন পরে তাঁহারই পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

---

৫ —রাজভক্তি।

"প্রজা হয়ে রাজভক্ত
হও কর্মযোগ-যুক্ত।
যোগ্য জ্ঞানপদ হও,
যোগ্য কর্মযোগ লও।
কর্ম কর—রাজাবধি যাদ।"

—কর্মগীতা।

বাগ্মিপ্রবর মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন পঞ্জাবে রাজকীয় বিষয়ে বক্তৃতা করিতে যান, তখন রাজভক্ত, [illegible] ও সমাজ সংস্কারক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন তাঁহাকে এই বলিয়া পরামর্শ দেন যে, ব্রিটিশ-শাসন বিধাতার প্রেরিত এই কথা যেন প্রচার করা হয়।

বিধাতার আদেশ পালন করিতে [illegible] [illegible] বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত নহে—[illegible] মহাত্মা কেশবচন্দ্র বেশ বুঝিতেন। [illegible] [illegible] বৈদেশিক রাজার প্রতি, ভারতের বিভিন্নপ্রদেশবাসী [illegible]

[illegible]

[illegible] ভগবান মনু বলিয়াছেন, "জগৎ অরাজক হইলে [illegible] হয়, সুতরাং লোকরক্ষার জন্য জগদীশ্বর ঈশ, ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র এবং কুবের এই দিক্পালের অংশ লইয়া রাজাকে সৃষ্টি করেন।" ইহা শাস্ত্রের বচন বলিয়া যে কেবল পণ্ডিতসমাজে পরিজ্ঞাত তাহা নহে, হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন যে, রাজা দেবতার অংশ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। অদ্যাবধি সেই কারণে রাজদর্শন ও রাজপূজা মঙ্গলাচার এবং কল্যাণকর বলিয়া বিবেচিত হয়। রাজভক্তি ভারতে প্রকৃতিগত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয়, কি স্বধর্ম্মাবলম্বী কি বিধর্ম্মী, কি বৃদ্ধ কি বালক, যেমনই হউন, রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া শাসনদণ্ড পরিচালন করিলেই তিনি সেই অষ্টদিক্পালের সারভূত, এবং রাজপূজা ও রাজসম্মানের সমান অধিকারী। রাজা সাক্ষাৎসম্বন্ধে রাজ্যপালন করিতে না পারিলে প্রতিনিধি এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী দ্বারা আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই রাজপ্রতিনিধি ও রাজপুরুষগণও প্রজাবর্গের তদ্রূপ ভক্তি ও সম্মানের পাত্র। ভারতবাসীর ইহাই সংস্কার। অসীম জ্ঞানের সিন্ধু প্রাচীন ঋষিগণ এবং সূক্ষ্মবুদ্ধি নীতিজ্ঞগণ যে সংস্কারবশে রাজা এবং প্রজার এই পবিত্র সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, সেই পূতসংস্কার বিসর্জ্জন করিও না।

যে সময় সম্রাট আকবর দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তখন রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী প্রভৃতি শক্তিশালী দেশীয় রাজন্যবর্গ তাঁহার সহায় ছিলেন। তাঁহারা রাজ্যের সকল বিষয় অবগত ছিলেন। [illegible] ভক্তি, শাসনতন্ত্র, গূঢ় সন্ধান এবং যাবতীয় কার্য্য তাঁহাদের অবিদিত ছিল না। অনায়াসে তাঁহারা সহানুভূতি এবং সাহায্যের জন্য [illegible] পারিতেন। [illegible] সুতরাং প্রজারা [illegible] বিরক্ত হইতে পারিত না। [illegible]

বিচার করিয়া দেখিবে, রাজা আমাদের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, রাজপুরুষগণ মিষ্ট কথায়, উত্তেজনাবাক্যে, উপদেশচ্ছলে এবং সদ্ব্যবহারে নানা প্রকারে আমাদের চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। কেবল এক্ষণে সে সমুদয় আমাদের চেষ্টা, আমাদের পরিশ্রম ও আমাদেরই অর্থসাপেক্ষ। তথাপি যে আমরা আমাদের কর্ত্তব্য বুঝি না, এদোষ সম্পূর্ণ আমাদেরই।

রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া চলা রাজভক্তের লক্ষণ। কেহ শাসনভয়ে, কেহ স্বার্থসিদ্ধির মানসে তোষামোদের দ্বারা রাজার অনুগ্রহ লাভ করিতে চেষ্টা করে। তোষামোদ অতি হীন বৃত্তি। উহাতে কৌশলে রাজপ্রসাদ লাভ হইলেও উহা হৃদয়ের অপকর্ষসাধক, রাজারও অপ্রীতিকর। রাজনিয়ম রক্ষা করিলে শাসনের ভয় থাকে না। তবে ভয় অপেক্ষা ভক্তির বশ হওয়া অধিক বাঞ্ছনীয়। এদিকে তোষামোদ করিতে নাই বলিয়া যে অশ্রদ্ধা করিতে হইবে বা প্রতিকূল হইতে হইবে এমন নহে। তোষামোদ করিব না বলিয়া সৌজন্য এবং শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করিব কেন? একজনের একটী দোষ দেখিয়া তাহার অপর একটী গুণের প্রশংসা না করিব কেন? আমি আমার শক্তির অভাবে, বুদ্ধির দোষে, যাহা লাভ করিতে পারি না, সেই শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা যিনি প্রদান করিবেন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে ভুলিব কেন? লোকে অধিকাংশস্থলে আপনার সারবস্তু হইতে বঞ্চিত হয় নিজের বুদ্ধির দোষে, এবং পরের সারবস্তু প্রাপ্ত হয় নিজের সদ্বুদ্ধি ও পরের ঔদার্য্যগুণে।

যে বিলাসিতা, আলস্য এবং গৃহবিবাদে রাজপুত-গৌরবরবি অস্তমিত হইয়াছিল, মুসলমান সাম্রাজ্যও যখন তাহাতেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইল, তখন অল্পদিনে অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাশালী নূতনবলে বলীয়ান যে কোন জাতি

এখানে সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে পারিত। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, যে জাতি জগতের মধ্যে এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী, জ্ঞানবলে, বাহুবলে, ধনবলে এবং চরিত্রবলে সকল সভ্যজাতিরই অগ্রগণ্য, সেই মহাজাতির দ্বারা ভারত অধিকৃত হইল। এই ইংরাজ ভারতে না আসিলে আমাদের অর্দ্ধ শতাব্দীতে যে কিছু উন্নতি হইয়াছে, কয়েক শতাব্দীতে তাহা হইত কি না চিন্তাস্থল।

মানব ভ্রমশূন্য, জাতি দোষশূন্য হইতে পারে না। আবার, যাহা এক জাতির চক্ষে সভ্যতা, অপরের দৃষ্টিতে তাহা অশিষ্টতা; কিন্তু সত্য যাহার ভিত্তিমূলে, তাহা সর্ব্বত্রই সমভাবে বরণীয়। কোন জাতিকে আদর্শ করিলে তাহার দোষগুণ উভয়ই অজ্ঞাতসারে গৃহীত হয়। তবে যাহার মধ্যে গুণভাগ অধিক, তাহাকে আদর্শ করিলে, তাহার গুণের প্রতি নিরন্তর দৃষ্টি রাখিলে মঙ্গলের সম্ভাবনা অধিক। বিদ্যা, বুদ্ধি, সাহস, কার্য্যতৎপরতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি মহৎ গুণের আধার এই উন্নতিশীল জাতির সংস্রবে তোমরা প্রভূত শিক্ষা লাভ করিবে। অতএব শুভ মুহূর্ত্তে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিও না।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন বক্তৃতাচ্ছলে এবং প্রবন্ধ লিখিয়া শত বার শত প্রকারে ভারতসন্তানগণকে রাজভক্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। রাজার সহিত প্রজার সদ্ভাব স্থাপিত হয়, জগদীশ্বরের নিকট তিনি সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন। ইনি এবং মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল রাজা এবং প্রজার মধ্যে সেতুস্বরূপ ছিলেন। ইঁহারা রাজভক্তির সহিত সময়ে সময়ে রাজকার্য্যের দোষ প্রদর্শন করিতেন বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে বিরক্ত না হইয়া তাঁহাদের পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করিতেন। ইহার কারণ, ইঁহারা বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ দোষের আলোচনা না করিয়া সরল অন্তঃকরণে, সংযত ভাষায়, বিনয়ের সহিত প্রয়োজন কালে ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া সুপরামর্শ

লিতেন। এতদ্বারা তাঁহাদের রাজভক্তি অধিক পরিস্ফুট হইত। রাজভক্তি কেশব বাবুর ধর্ম্মের একটী অঙ্গীভূত ছিল। রাজ্যে যাহাতে শান্তি বিরাজ করে, সর্ব্বদাই তিনি সেই চেষ্টা করিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার আবেগ ও উত্তেজনাময় বাগ্মিতা তাঁহার সহায়তা করিত। তিনি রাজপ্রসাদ লাভের কামনা করিতেন না। গবর্ণমেণ্ট হইতে কতবার তাঁহাকে উচ্চপদ, উপাধি এবং সম্মানাদি প্রদত্ত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি একটীও গ্রহণ করেন নাই, তথাপি প্রধান রাজপুরুষগণ, এমন কি মহারাণী ভিক্টোরিয়া পর্য্যন্ত, তাঁহাকে যথেষ্ট আদর ও সম্মান করিয়াছেন। রাজরাজেশ্বরীকে তিনি মাতার স্থায় জ্ঞান করিতেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও শাসনের ভিতর বিধাতার হস্ত দেখিতেন। এই বিশ্বাস-বশেই তাঁহার অন্তরের কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন "ব্রিটিশশাসন বিধাতার প্রেরিত।" আমরা জগদীশ্বরের নিকট ইংরাজশাসনের স্থায়িত্ব কামনা করি। ইংরাজের নিকট আমাদের শিখিবার এখনও অনেক আছে। যুবকগণ! তোমরা তোষামোদ বা ভয়ের বশীভূত হইয়া রাজ-ভক্তি প্রকাশ করা অপেক্ষা শাস্ত্রের আদেশ অনুসারে রাজাকে দেবতার অংশ জ্ঞানে এবং উপকৃত জনের স্থায় রক্ষক ও উপকারকের প্রতি কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকৃত রাজভক্ত হও।

ভগবদ্ভক্তি।

মনুষ্যত্ব লাভের পক্ষে শুদ্ধ বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যই যথেষ্ট নহে। একজন নানা বিদ্যায় পারদর্শী, প্রতিভাসম্পন্ন ও বহুদর্শী হইতে পারেন কিন্তু

সাধুমহাত্মাগণের জীবন, চরিত্র ও ভক্তি
উপদেশ গ্রহণ এবং ভক্তচরিত্রের মাধ্যে
উপভোগ করিবার চেষ্টা ভগবদ্ভক্তিলাভের

কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে একজন সুলেখক বলিয়া [illegible] করিতে ইচ্ছা করি।

প্রসিদ্ধ লেখক ভূপ্রদক্ষিণ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন বি, এ, ব্যারিষ্টার। " * * চরিত্র-গঠন বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় যেরূপ গ্রন্থাদি আছে সেইরূপ দুই একখানি গ্রন্থের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। তদভাব পূরণ জন্য ধন্যবাদার্হ জ্ঞানেন্দ্রবাবু যে পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন তাহা বেশ উপযোগী হইয়াছে সন্দেহ নাই। বঙ্গভাষা এবং বাঙ্গালা সমাজ তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। * * ভূমিকাতে উদ্দেশ্য যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে গ্রন্থকলেবর তদনুরূপ রচনাতে কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। বাস্তবিক নীতিপূর্ণ সত্য ঘটনা এবং নানাদেশীয় মহাপুরুষগণের আদর্শ দৃষ্টান্তগুলির দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়াছে, পাঠকমাত্রেই তাহা উপলব্ধি করিবেন। উহাদের অধিকাংশ দেশকালে অতি নিকট হওয়াতে আরও উপাদেয় হইয়াছে। 'চরিত্র-গঠনের' ভাষা যেমন পরিষ্কার ও সুন্দর, বিষয়গুলিও সেইরূপ সাজান হইয়াছে।

"ডাক্তার যদুনাথের 'ধাত্রী-শিক্ষা' যেমন শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়, ভরসা করি, জ্ঞানেন্দ্রবাবুর 'চরিত্র-গঠন'ও তদ্রূপ গৃহে গৃহে রক্ষিত ও আদৃত হইবে।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্বনাম-খ্যাত সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। * * চরিত্র-গঠন পুস্তকখানির কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি। তাহাতে বোধ হয় এই পুস্তকে শিক্ষার্থী নীতিবিষয়ক অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারে। * * *

এলাহাবাদ হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত উকিল প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় :—

"* * বইখানি সুন্দর হইয়াছে। আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই যে, এই পুস্তক পড়িলে এবং বুঝিলে আমাদের ছেলেদের বিশেষ উপকার হইবে। আমার মতে এ পুস্তকখানি moral text book রূপে পঠিত হইতে পারে এবং সব স্কুলে উপর ক্লাসের ছেলেদের prize book স্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে।"

Extract from a letter, dated 12th June, 1902, from **Babu Aghore Chandra Mukerjee, late Head Master, Zilla School, Monghyr, Honry. Magistrate and non-official Jail Supervisor, Monghyr (Behar).**

Dear Sir,

[illegible] has handed over to me for perusal and opinion your work on the "Formation of Character [illegible]

The subject [illegible] carefully selected, and, I dare say, will [illegible] highly beneficial to the young men for whom it is intended.

Your composition is remarkably simple and idiomatic, and would serve as a model composition to young men in the pursuit of knowledge in schools and colleges.

Professor Nil Kamal Bhattacharya, M. A., Central Hindu College, Benares.—I have gone through the book carefully and am glad to be able to

say that I have found it to be an excellent treatise on the formation of character. The subjects are well chosen and are treated in a way that reflects great credit on you. **The anecdotes given as illustrations are very interesting and instructive. The style is chaste, simple and idiomatic; and the sense is clear and easily intelligible.** Indeed, the book is a very valuable acquisition to the Bengali literature, and I can say without hesitation that it will form an excellent reading for our young men and will prove eminently helpful to them in forming their character which is unquestionably the most desirable thing to have. I [illegible] advise my young friends to have each a copy of this [illegible] [illegible].

বামাবোধিনী নব্যভারত প্রভৃতি অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ সংবাদ ও মাসিক পত্রিকা এবং অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি কর্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত। বাহুল্য ভয়ে সকল মত উদ্ধৃত হইল না। দি ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। দি ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, এবং প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-শাখা, বারাণসী।—* * * পুস্তকখানির বহিঃসৌন্দর্য্য যেমন নয়নমনোহর, লিখিত বিষয়ও সেইরূপ চিত্তপ্রসাদক। গার্হস্থ্য মিতব্যয়িতা বিষয়ে পুস্তক লিখিতে গিয়াও উপন্যাসের ন্যায় উপসংহার করিতে যে গ্রন্থকার সক্ষম, তাঁহার পুস্তকও যদি সাধারণের উৎসাহক না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বাঙ্গালী পাঠকের দুর্দ্দিন এখনও ঘুচে নাই।

B. M. Mukerjee, Esq., B. A., F. C. S., Thomason College, ROORKEE.—Let me thank you for the present of your EXCELLENT book, RIDDHI. I went through it immediately on receiving the gift, and it seemed to rouse me a good deal.

প্রবাসী। ঋদ্ধি—চরিত্র-গঠন-প্রণেতা শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত। কলিকাতা, ২২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। ২৬০ পৃষ্ঠা; কাপড়ের বাঁধাই, মূল্য ১।০—গ্রন্থকার প্রধানতঃ ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায়ের দ্বারা কিরূপে অর্থোপার্জ্জন হইতে পারে এবং মিতব্যয় ও সঞ্চয়ের দ্বারা কিরূপে ঐ অর্থের রক্ষণ সম্ভব, মোটামুটি তাহারই বিচার করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস তাহাতে তিনি সফলকাম হইয়াছেন। এই জীবন সংগ্রামের দিনে অনেকে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া উপকার লাভ করিবেন। * * * * * গ্রন্থের একটী উপদেশ লোকের বিশেষ প্রয়োজনে আসিবে। এখন অনেকেরই ব্যবসায়ের দিকে ঝোঁক দেখা যায় কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে অনেকেই যে কেবল সর্ব্বস্বান্ত হয়েন, তাহা নহে, কিন্তু অন্য দশ জনের সেদিকে যাইবার পথে কণ্টকস্বরূপ হইয়া উঠেন। * * * এই বিষয়টী গ্রন্থকার দৃষ্টান্তের দ্বারা বিশদভাবে বুঝাইয়া

দিয়াছেন। * * * আমরা এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার আকাঙ্ক্ষা করি।

ভারতী। ঋদ্ধি বা শ্রীবৃদ্ধি ও সমুন্নতি। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য ৸৹ মাত্র। * * এই শ্রেণীর গ্রন্থ যত অধিক প্রকাশিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল। বালকগণের পাঠ্য হিসাবে রচিত হইলেও গ্রন্থখানি সংসারী ব্যক্তিমাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। গ্রন্থের ভাষা বেশ সংযত, সরল ও অনাড়ম্বর। ঋদ্ধির কয়েকটা মোটামুটি কথা কার্ডবোর্ডে লিখিয়া বসিবার ঘরে প্রত্যেকের ঝুলাইয়া রাখা উচিত। * * অন্ধ অজ্ঞানের মত এই বাজে খরচের বন্যায় কত সংসার আজ উৎসন্ন যাইতেছে। * * ঋদ্ধিতে চিন্তাশীল গ্রন্থকার সমাজের এই দারুণ ক্ষত জাজ্বল্যমান দেখাইয়া দিয়াছেন, এবং তাহার অব্যর্থ প্রতিকারের ঔষধও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুস্তকখানির ছাপা কাগজ ও বাঁধাইও পরিপাটি হইয়াছে।

হিতবাদী। ঋদ্ধি বা শ্রীবৃদ্ধি ও সমুন্নতি * * বেশ বহি, বেশ লেখা, আর বিষয়গুলি সকলেরই নিত্য প্রয়োজনীয়। ইহার উপর পুস্তকখানির বাঁধাই ভাল, ছাপাও বেশ। এমন সমাজ ও অর্থতত্ত্ব বিষয়ক বাঙ্গালা পুস্তকের যত প্রচার বাড়িবে ততই সমাজের মঙ্গল ঘটিবে।

Extract from a letter, dated 28th January, 1910, from Rai Bahadur Jadunath Mozoomdar, M. A., B. L., Vakil, High Court, and Editor, Hindu Patrika, Jessore,

"My dear Jnanendra Babu,

It is not always that one comes across a

রচনার সমতা পরিলক্ষিত হইয়াছে সেই সকল সমশব্দাবলীর পদ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কাব্যখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে ব্যাখ্যা করিতে সম্পাদক যত্নের ত্রুটি করেন নাই। ছাত্র এবং ছাত্রীদিগের পক্ষে এই সংস্করণটি সবিশেষ উপযোগী। পুস্তকে দুইখানি রঙিন ও সাতখানি হাফটোন চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা, বাঁধাই সুন্দর।

ভারতী।—* * মেঘনাদবধের এই সটীক সংস্করণখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। গ্রন্থের ভূমিকায় মাইকেলের রচনার বিশেষত্ব, মেঘনাদবধ কাব্যে কবির মৌলিকতা বেশ সরল ভাষায় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। প্রতি সর্গের মুখবন্ধ, সর্গোক্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আভাষ, কাব্যাংশের সান্বয় ব্যাখ্যা, ব্যাকরণ প্রভৃতিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইংরাজী কাব্যাদির সহিত তুলনায় মেঘনাদবধের নিজস্ব সৌন্দর্য্যের পরিচয় প্রদানেও সম্পাদক মহাশয় অসাধারণ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন। মেঘনাদবধ বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কাব্য। শ্রেষ্ঠ কাব্যের উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করিয়া সম্পাদক ও প্রকাশকদ্বয় বঙ্গবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থের ছাপা বাঁধাই কাগজ প্রভৃতি সুন্দর।

বঙ্গবাসী।—মেঘনাদবধ কাব্য। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কর্তৃক সম্পাদিত। এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস ও কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা। ৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত মেঘনাদবধ কাব্যের সম্পাদন ভাল হইয়াছে। টীকা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকখানি সুন্দর ছবি আছে। ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ বেশ।

Fifteen years of assiduous labour have resulted in the present dictionary, a marvel of cheapness, erudition and accuracy. Mr. Dâs deserves to be called the Littré of Bengal. Like Littré's, his is a dictionary which can be read with pleasure and profit; since, for the first time in Bengal, he has supported his definitions with numerous quotations from ancient and modern literature, and also from popular proverbial sayings. Here, at last, is a basis, if any living Englishman has the industry and learning to attempt the task, for a Bengali-English dictionary to supersede the standard dictionary published by Sir Graves Haughton "for the use of the Honourable the East India Company's servants" so long ago as 1833, and still indispensable to the English student of Bengali.

We have left ourselves little room (if this were the place) for detailed criticism of a work to which it is a duty and a pleasure to invite the attention of specialists not only in the modern languages of India but in comparative philology. Let us merely remark, in passing, Mr. Dâs has given us a welcome innovation in noting the Calcutta pronunciation of every word. * * *

Mr. Dâs's admirable preface reminds us pleasantly and amusingly of Dr. Johnson's immortal preface to his first edition. If a foreigner may dare judge of a question of style, Mr. Dâs's Sanskritic compounds recall the Doctor's addiction to polysyllabic Latin phrases. As Dr. Johnson smilingly quotes the Latin definitions of Franz Junius's Etymologicum Anglicanum, so does Mr. Dâs make good-natured fun at the Sanskrit annotations

of its greatest difficulties. The numerous examples of use and quotations from standard authors are also of great value. It is a book not only for the foreign student of the language, but, much more, for the Bengali who wishes to write his own language with simplicity and elegance and with freedom from an unnecessary parade of learning.

I rejoice to find that since I left India, [illegible] has been made in the study by Bengalis of their own beautiful language.

Again thanking you, believe me,

Yours very sincerely,

GEORGE A. GRIERSON.

BABU GYANENDRA MOHAN DAS.